সচিত্র গুল্‌জারনগর

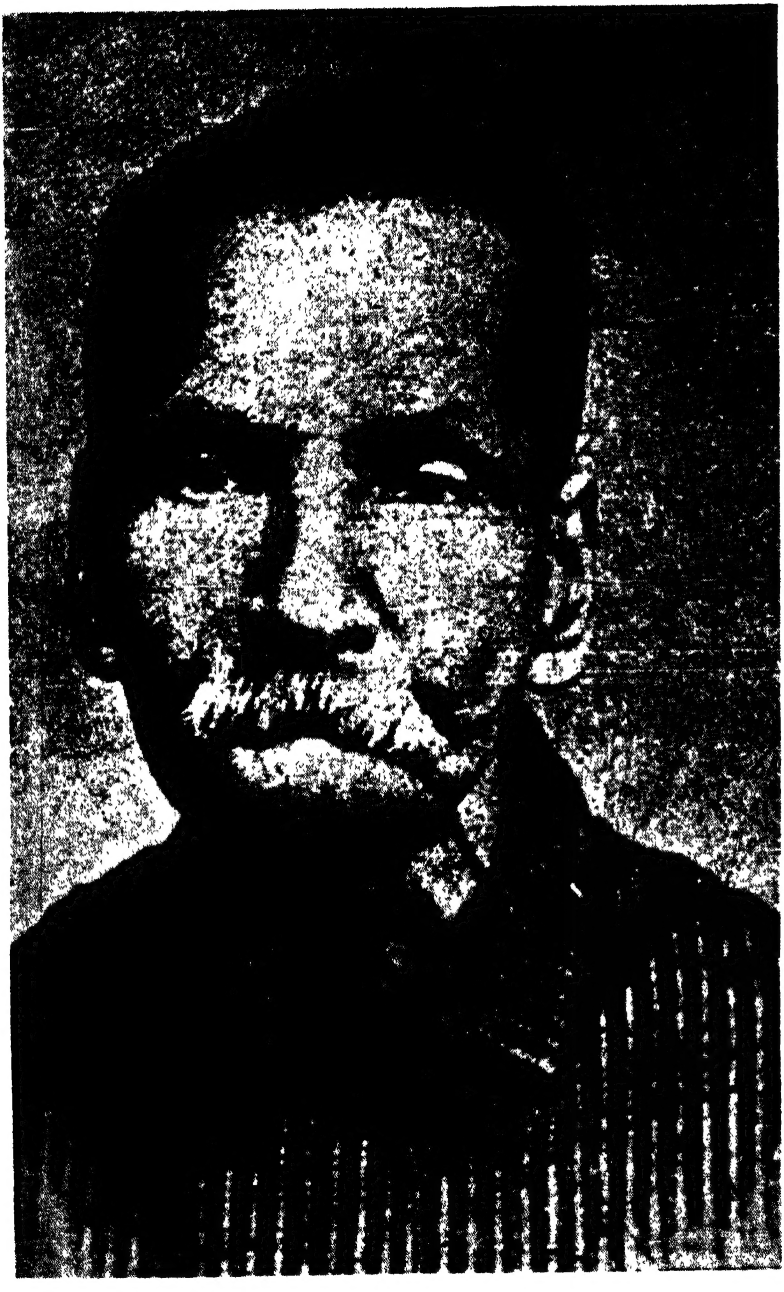

কেদারনাথ দত্ত পরিণত বয়সে

সচিত্র
গুল্‌জারনগর

কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়)

পুস্তক বিপণি : কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬৫

প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ   অলংকরণ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

পুস্তক বিপণির পক্ষে শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার কর্তৃক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীশীতল চক্রবর্তী কর্তৃক
শ্রীনারায়ণ প্রিণ্টার্স ৩/১ বি মোহনবাগান লেন কলিকাতা
৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও
আলোকচিত্র ইম্প্রেসন হাউস
কলিকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

'সচিত্র গুলজারনগর' এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর উল্লেখ নেই। একালের খুব কম পাঠকই বইটি দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভূমিকায় 'সচিত্র গুলজারনগরের' নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁরা 'সুলভ সমাচার' থেকে এই বিজ্ঞাপনটিও উদ্ধৃত করেছেন :

"সচিত্র গুলজার নগর। ভাঁড় প্রণীত। হাস্তরসের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। যাহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বান্ধায়ের মূল্য ৸০ আনা মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন। —'সুলভ সমাচার', ২২ কার্ত্তিক ১২৭৮।"

'সচিত্র গুলজারনগর' নক্শাধর্মী রচনা। এ জাতীয় রচনার প্রবর্ত্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১) পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছিল। এর পর প্রায় ত্রিশ বছর কোনো উল্লেখযোগ্য নক্শা প্রকাশিত হয়নি। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ নক্শার লক্ষণ সুস্পষ্ট হলেও লেখক সৃষ্টিকুশলতায় তাঁর রচনাকে নিছক নক্শার জগৎ থেকে সাহিত্যালোকে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। নক্শা হিসাবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। এরপর একে একে বের হল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩); ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫); নিশাচর বা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫); টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র বা চুনিলাল মিত্রের 'কলিকাতার লুকোচুরি' (১৮৬৯) এবং ভাঁড় সংকলিত 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১)। এই সব নক্শা ছাড়া লঙ্‌ ও ওয়েস্তগারের তালিকায় এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে আরও কিছু নক্শার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের

অনেকগুলি আজকাল দুর্লভ। যেগুলি লাইব্রেরির অন্ধকার কোণে পড়ে আছে, সমালোচকের দৃষ্টিতে এখনো সেগুলি ধরা পড়েনি।

'গুলজারনগর' যখন লেখা হয় তখন নক্শার যুগ প্রায় শেষ হয়েছে। ভাঁড় নিজেই বলছেন : "পুরুষপরম্পরায় দুর্নীতি সংশুদ্ধি উদ্দেশে কেউ নক্‌সা, কর্‌লে কি প্রস্তাব লিখ্‌লে এঁরা ঐ লেখকদের কুকুর নেলিয়ে দিয়ে থাকেন তার দরুণ সহরে ইতরমি, বাঁদরামি বেড়ে যায়। ভাঁড়ামির গুণ ও নকসার রস, এখনকার চেয়ে পূর্ব্বকার বড়মানষেরা ভাল বুঝতেন, আক্ষেপ এই যে, এখনকার লোক অধিক চতুর হয়ে, অধিক পোড়েশুনে নক্‌সাভাড়ামি কম বোঝেন কেউ কেউ তাতে ইতরমি করে থাকেন।" (পৃ.)

নক্শা মোটামুটি দুই শ্রেণীর। এক, বিচ্ছিন্ন চরিত্র-চিত্রণ বা বিশেষ কোনো সামাজিক ঘটনার রেখাচিত্র। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এই শ্রেণীর। দুই, 'আলালের ঘরের দুলালে'র মতো কাহিনীমূলক নক্শা। 'সচিত্র গুলজার নগর' এই জাতীয় কাহিনী-প্রধান রচনা। কাহিনীর শুরুতেই সুদর্শন কিশোর-নায়ক নিষ্ঠুর আঘাতে জীবনের পথে ছিট্‌কে পড়ে। নিঃস্ব নিরাশ্রয় নায়ক শুধুই বাঁচবার তাগিদে কলকাতার পথে পথে, বাবুদের বাড়ীতে, আদালতে ও জেলখানায়, গুণ্ডা বদমায়েসের পাল্লায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রথম থেকেই পাঠক নায়কের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে বাঁধা পড়ে, তারপরে তার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বেরিয়ে পড়ে কলকাতার পথে, আর কলকাতাকে যেন দেখে তারই অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে।

কাহিনীর কাল

'সচিত্র গুলজার নগর' প্রকাশিত হয়েছে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে বা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পটভূমিকায় কাহিনী রচিত। লেখক সংস্কৃত ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গার উল্লেখ করেছেন, তা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১৮৫০-এর দশক অপেক্ষা পরবর্তী দশকের ছাপ কাহিনীতে বেশী পড়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশক দু'টি বাংলার ইতিহাসে ঘটনাবহুল। ষাটের দশকের প্রভাব কাহিনীতে বেশী লক্ষ্য করা যায়।

প্রশাসনকে শক্তিশালী করবার জন্য বাংলায় লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কাজে যোগ দেন ১লা মে, ১৮৫৪। কাহিনীর কালখণ্ডে যাঁরা ছোটলাটের পদে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্ট; স্যার সেসিল বীডন ও স্যার উইলিয়ম গ্রে। এঁদের মধ্যে বীডন সাহেবের কথা 'সচিত্র গুলজারনগরের' কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'ক্ষুদ্র নবাবের' অভ্যর্থনার আয়োজনের যে বর্ণনা আছে তা হল ডিউক অব এডিনবরার কলকাতা দেখতে আসা সম্পর্কে। তিনি ১৮৬৯-এর ২২শে ডিসেম্বর জাহাজ থেকে প্রিন্সেপ ঘাটে নেমেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল সাতান্ন সালের বিপ্লব, নীলচাষীদের বিদ্রোহ এবং দেশ শাসনের দায়িত্ব ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা হাইকোর্ট, রেলপথের প্রসার, বাংলা দেশে প্রথম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, বেঙ্গল রেণ্ট অ্যাক্টে রায়তদের কিছু সুবিধা দান প্রভৃতি এই দুই দশকের মধ্যেই হয়। পুলিশের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা এবং জেলের অব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা বিরূপ সমালোচনা অনেকদিন থেকেই চলছিল। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় জেলের অব্যবস্থার কথা লিখেছেন কয়েক বছর পরে 'জেল দর্পণ' (১২৮২ সন) নাটকে। 'সচিত্র গুলজারনগরের' লেখকও এ দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রমাগত সমালোচনায় সচেতন হয়ে সরকার কারা-সংস্কারের জন্য একটি নতুন আইন করেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর পূর্বে সরকার পুলিশী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পর বৎসর একটি আইন পাস করে পুলিশ বিভাগে নানা অদল-বদল করা হয়।

ষাটের দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ জনজীবন বিপর্যস্ত এবং সরকারকে বিব্রত করেছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে কলকাতা ও নিম্নবঙ্গ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

আমাদের লেখক কলকাতার পথ, আবর্জনা, নর্দমা ইত্যাদি এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহী। তিনি বর্ষাপ্লাবিত কলকাতার যে চিত্র দিয়েছেন তা বর্তমান অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়:

"বৃষ্টির সময় অভাগা চিৎপুররোড আর তারই সমান নরকের পথ, সাঁতারে বাবুর লাঞ্ছনা আর কেরাঞ্চির সোয়ারদের (শূকর) গঞ্জনা খেয়ে আরো গভীর নরকে ঝাঁপ দেয়, তাতে ঐ সাঁতারে বাবু আর সোয়াররা খোসবোয় মাখামাখী হয়ে কল্‌কেতার শাস্তিরি-রক্ষকদের ও হক্‌-কোমিস্‌-বানরকে ঐ নরকের মাঝে কুটীশে এনে তাঁদের ও তাঁদের গোষ্ঠিকে সেখানকার ম্যাওয়া খাওয়াবার যোগাড় করেন।" (পৃ. ৩)

মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে আলোচ্য দুই দশকের মধ্যে তারও আভাস পাওয়া যায় 'সচিত্র গুলজারনগরের' বিভিন্ন পরিচ্ছেদে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নং আইন মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন আনে। প্রধান কথা ছিল বাড়ী, গাড়ী, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতির উপর পৌর কর বৃদ্ধি। নাগরিকরা এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে করের টাকায় উন্নতি হত সাহেবপাড়ার। তাই লেখক প্রশ্ন করেছেন, "আমরা ষোল আনা কর দিয়ে তার মতন ফল পাচ্চি কি না?" (পৃ. ১২৩)

লেখক বেশ কয়েকবার চোদ্দ আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের চোদ্দ নম্বর দমনমূলক আইনটিও ছিল কুখ্যাত। কিন্তু 'সচিত্র গুলজারনগরের' কাহিনীতে মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কিত আইনটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসনিক কাঠামো আর একবার বদলানো হয়। এবার যে পরিচালন সমিতি হল তার সভ্য হলেন কলকাতায় বসবাসকারী সকল বিচারক। তাই লেখক জাষ্টিস্‌দের কথা উল্লেখ করেছেন। ষাটের দশকে আর একবার পৌরকরের হার বৃদ্ধি পেল। তবে এই দশকে পাকা নর্দমা করা, রাস্তা-ঘাটের উন্নতি, ফুটপাথ নির্মাণ, রাস্তায় গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা, পরিস্রুত জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজ শুরু বা শেষ হয়। কিছু কিছু কাজের উদ্যোগ হয়েছিল বিগত দশকেই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে তখন ব্রাহ্মসমাজের স্বর্ণযুগ। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করলেন। দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি কেশবচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল।

এদিকে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধবা বিবাহ অনুমোদক আইন পাস হয়েছে। বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নে তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

কিন্তু শিক্ষা প্রসারের, বিশেষ করে নারীশিক্ষার জন্য তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। আরও বহু শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কাব্য-সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ম্লান হয়নি, কিন্তু নতুন ধারার আবির্ভাব শুরু হয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) পাঠকের হৃদয় জয় করেছিল। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' (১৮৬১) নবযুগের সূচনা করে। নাটকের ক্ষেত্রে 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) ও 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) পথিকৃতের মর্যাদা পেতে পারে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) এক ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) এবং 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই প্রকৃতপক্ষে বাংলার প্রথম আধুনিক লক্ষণযুক্ত উপন্যাস।

বিদ্যাসাগরের রচনায় বাংলা গদ্য শ্রী ও গতি লাভ করে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ লেখকরা গদ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' (১৮৬২) প্রাচীন ও আধুনিক গদ্যরীতির মধ্যে অনেকটা সেতুবন্ধনের কাজ করেছে।

আমাদের আলোচ্য দুই দশক সংবাদ ও সাময়িকপত্রেও সমৃদ্ধ। এই দুই দশকের মধ্যে যে সব বাংলা পত্রিকা প্রথম প্রকাশ শুরু করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ; 'সমাচার সুধাবর্ষণ' (হিন্দী-বাংলা দৈনিক, ১৮৫৪) ; 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) ; 'এডুকেশান গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮৫৬) ; 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) ; 'বামাবোধনী পত্রিকা' (১৮৬৩) ; 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০)।

বাঙালী সম্পাদিত ইংরেজী কাগজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'The Hindoo Patriot' (1853) ; 'The Indian Field' (1858) ; 'The Bengalee' (1862) ; 'The National Paper' (1865) ; 'Amrita Bazar Patrika' (1868).

ঘটনাবহুল আলোচ্য দুই দশকের শুধু প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা হল।

কাহিনী

কাহিনীর আরম্ভ হয়েছে দুপুর রাত্রির বর্ণনা দিয়ে। কলকাতার দুপুর রাত কেমন ?

"…চরাচর প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ, বোধ হয় কেউ বেঁচে নাই, কেবল গোচ্ছার কঠিন-প্রাণ জোনাকপোকা, উইপোকা, ঢোঁড়াসাপ, কালপেঁচা ঝিঁ ২ ঝুন্‌ঝুন, কর্কশ ধ্বনি, ও গর্জনে, রাতটা সরগরম্ করবার উদ্যোগ পাচ্চে কিন্তু তাদের চেষ্টা কাটবেরালের সাগর বাঁধার মত বৃথা হচ্চে। দৈবাৎ কারু বাড়ী একটি কচি ছেলে বেরালের ঝকড়ার বোল্ শিখে ন্যাকা কান্না কাঁদচে, তাতে ছেলের মা 'ও আয়রে' বোলে চাপ্‌ড়ে ২ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্চেন,…চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, ঘুবঘুটে অন্ধকার, কেবল বড়রাস্তা ফুট্ ফুট্ কচ্চে, গলি ঘুঁজিতে মূলে আলো নেই, সেখানে চোরের পোয়াবারো।…" (পৃ. ১৬)

এমন রাত দুপুরে বকনাপিয়ারীর এক ভাড়াটের ঘরে বালকের বুকফাটা কান্না শোনা গেল। বালকের নাম হেমাঙ্গ বসাক ; তার বাবা মনসারাম দালালের এই মাত্র মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে হেমাঙ্গ কাঁদছে। সংসারে তার আর কেউ নেই ; এক পয়সার সম্বলও নেই। মৃতদেহ সৎকারের কি হবে, তার নিজের ভবিষ্যৎই বা কি, এই সব ভেবে হেমাঙ্গ কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। বাড়ীউলি বকনাপিয়ারী নির্মমভাবে আদেশ করল, এক্ষুণি হেমাঙ্গকে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ী ত্যাগ করে যেতে হবে। বকনাপিয়ারী যে চৌদ্দ দিনের ঘর ভাড়া পাবে না তাতেই সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, আর দয়া সে করতে পারবে না। কিন্তু হেমাঙ্গ নিরুপায়। এই দুপুর রাত্রিতে সে একা মৃতদেহ নিয়ে কোথায় যাবে ? তার আকুল ক্রন্দন শুনে একজন প্রতিবেশী সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

তাঁর সাহায্যে শ্মশানের কাজ শেষ করে হেমাঙ্গ কলকাতার পথে পথে ঘুরতে লাগল আশ্রয়ের সন্ধানে। আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা কঠিন। শোকের চেয়ে ক্ষুধা প্রবল। "ডাক্তর জনসন বল্‌তেন যে বন্ধু মলে কেউ কিছু কুলের পিটে কম খাবে না। পেট এক দারুণ জমীদার, এমন পাপিষ্ঠ অনেক আছে যে স্ত্রীপুত্র খেতে না পান্ আপনার পেট্‌টা ভর্‌লেই হলো, পেট নীলকরদের চেয়েও ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক পীড়ন করে, পেটের জ্বালায় আত্মমান

ধর্ম কিছুই থাকে না। তান্‌সানের গানে, অরক্ষিয়সের তানে, কি নারদের বীণায়, ঔদাস্তের গ্লানি উৎসন্ন হতে পারত, কিন্তু পেটের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না, এ জ্বালা পুত্রশোকের বাড়া।” (পৃ.২৩) সুতরাং হেমাঙ্গ ভিক্ষার আশায় এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভিক্ষার্থীদের প্রতি দারোয়ানের অত্যাচার; জাতিতে সে বসাক বলে আশ্রয় না দিয়ে বিতাড়ন; এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পথে রাত কাটানো ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। কিন্তু তাতেও বিপদ। পুলিশ তাকে চোর সন্দেহে থানায় ধরে নিয়ে গেল। থানায় যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখল তা “দেখ্‌লে বমি ওঠে,···ঘরে চাম্‌সা গন্ধে নাড়ী ওঠে ত্বএকটী নাম মাত্র জানালা আচে তাদের হাওয়ার সঙ্গে কস্মিন কালে সন্দর্শন হয় না, আশ্বিনের ঝড়ের সময় একবার পবন ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষেৎ কর্‌তে এসে ছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ছৰ্দ্দিগর্ম্মি হওয়াতে সেই অব্‌দি তিনি নাকেখত দিয়েচেন আর এমন কর্ম্ম কর্‌বেন না।” (পৃ.২৬)

এই অস্বাস্থ্যকর ঘরে বন্দী থেকে হেমাঙ্গ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সকাল বেলা তার অবস্থা দেখে এবং চুরির কোন প্রমাণ না পাওয়ায় হেমাঙ্গকে ছেড়ে দেওয়া হল। এবার সে সৌভাগ্যক্রমে আশ্রয় পেল সহৃদয় নীরদবাবুর বাড়ীতে। হেমাঙ্গের সুন্দর চেহারা দেখে এবং কথাবার্তায় সারল্যের প্রমাণ পেয়ে সহচররূপে নীরদবাবু তাকে নিযুক্ত করলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন-ওস্তাদের কাছে গান শিখতে। কিছুদিনের মধ্যেই হেমাঙ্গ নিজেই গানের ওস্তাদ হয়ে উঠল। নীরদচন্দ্র আনন্দের সঙ্গে তার মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা নির্দিষ্ট করে দিলেন। অন্যান্য মোসাহেবরা হেমাঙ্গের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল এবং নানা উপায়ে তাকে হেনস্তা করতে লাগল। এদের মধ্যে আচাভূয়া ডাঁশ অত্যন্ত ধূর্ত এবং হেমাঙ্গের সবচেয়ে বড় শত্রু। আকারে সে বামন, দেখতে অত্যন্ত কুশ্রী। তাই কর্তার প্রিয় সুশ্রী হেমাঙ্গের প্রতি তার চাপা বিদ্বেষ।

হঠাৎ নীরদবাবুর বাড়ীতে চুরি আরম্ভ হল। সুরক্ষিত অন্দরমহলের তালাবদ্ধ সিন্দুক আলমারী থেকে নগদ টাকা অলংকার ইত্যাদি চুরি যেতে লাগল। এই চুরির রহস্য কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। একবার কিছু চোরাই টাকা পাওয়া গেল হেমাঙ্গের ডেস্‌কে। কিন্তু নীরদচন্দ্রের তার উপর অগাধ বিশ্বাস,

তাই চোরাই টাকা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছুই করলেন না। এর পর নীরদচন্দ্রের হাতে পড়ল তাঁর স্ত্রীকে লেখা হেমাঙ্গের প্রেমপত্র এবং হেমাঙ্গকে উদ্দেশ করে লেখা স্ত্রীর প্রেমপত্র। কিছুদিনের মধ্যেই নীরদচন্দ্রের পকেট থেকে আবার টাকা এবং হাত-ঘড়িটি চুরি গেল। এবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি পুলিশে এজাহার দেওয়ায় তারা তল্লাসী করে হেমাঙ্গের ডেস্ক থেকে টাকা এবং বাদসা চাটুয্যের দেরাজ থেকে ঘড়ি পেয়ে গেল। গ্রেপ্তার করা হল দুজনকেই; আদালতে মামলা উঠল। বাদসা অত্যন্ত চালাক; সে ইংরেজ উকিল দিয়েছে। আইনের ফাঁক দেখিয়ে মুক্তি পেয়ে গেল। কিন্তু হেমাঙ্গ সরল, আইনের প্যাচ জানে না, তার পক্ষে উকিল নেই, সুতরাং তার পনেরো দিনের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

পনেরো দিন জেলখানায় অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং জেলকর্মীদের দ্বারা নিষ্ঠুর পীড়ন ভোগ করে হেমাঙ্গ আর একবার পথের ভিক্ষুক হয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে কাশী মিত্রের ঘাটের নিকটবর্তী এক গলিতে যখন প্রবেশ করল তখন ঘন অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। হেমাঙ্গ কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেল তিনজন লোক তার আগে আগে চলছে। সে একটু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে "এমন এক স্থানে পৌছল যে, সে অঞ্চলে প্রাণী মাত্র নাই, একটা বাড়ী পোড়ে রাস্তায় ইট ও রাবিস স্তুপাকার হয়ে আছে—এদিকে খানা. ও দিকে কাঁটাবন, সে দিকে জঞ্জালের গাদা, আর এক দিকে এঁদো ডোবা,·· বাড়ী দেখে শিয়ালকুকুর কাঁদে, দেলগুল হেলে রয়েচে, কড়ীগুল ঝুলে রয়েচে, পথ নাই, রাবিসের ওপর দিয়ে বাড়ীতে যাওয়ায় প্রাণ শংশয়, ঐ তিনজন লোক বাড়ীতে ঢুকল. যুবাও ভয়ভয়ে তথায় সেঁদল।" (পৃ. ১২৪-১২৫)

এরপর কাহিনী দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এই প'ড়ো বাড়ীতে দেখা পাওয়া গেল এক বৃদ্ধ ও তার যুবতী কন্যা নবমালিকার। তৃতীয় ব্যক্তি যে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল সে নীরদচন্দ্রের সহচর আচাভুয়া ভাঁশ। আচাভুয়া টাকা দিয়ে, অলংকার দিয়ে ভুলিয়ে বৃদ্ধের মেয়েকে পেতে চায়। আচাভুয়া মদ খেয়ে এসেছে নবমালিকার সঙ্গে কথা বলতে। নবমালিকা কঠিন মেয়ে। সে মনে মনে আচাভুয়াকে ঘৃণা করে। কাল যে হার আচাভুয়া তাকে উপহার দিয়েছে, বাবা বলেছেন সে হার কয়েক বছর পূর্বে নীরদচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর জন্য তাদের দোকান থেকে কিনেছিলেন। দামী হার বলেই সব মনে আছে।

নবমালিকা জানতে চাইল এই হার আচাভুয়া কি করে পেয়েছে। তখন আচাভুয়া অকপটে তার জীবনের কাহিনী বলতে লাগল :

"ছেলে বেলায় আমি কিছু দুরন্ত ছিলেম, অন্য ছেলের জিনীস ভুলিয়ে নেওয়া, আর তাদের নামে মিছামিছি ঠক লাগান আমার অভ্যাস ছিল, তার দরুণ, আর আমার কদর্য্য চেহারাতে কোরে, বাবা আমাকে দুচোখের বিষ দেখ্‌তেন, আর দূরছাই বই বল্‌তেন না! তিনি আমাকে বিনা দোষে কতবার কত যে ভৎর্সনা কোরেচেন, কত মেরেচেন তা বলতে পারি না। এক দিন গোটাকত ব্যাদ্‌ড়া ছেলে আমার নামে মিছামিছি চুরির বদ্‌নাম দিয়ে চৌকিদারকে নিয়ে আসে, বাবা কোন তদারক না কোরে তাদের কথায় বিশ্বাস কোরে আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আমি সেই তকে এক চোঁচা দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই।" (পৃ. ১২৯-১৩০)

নীরদচন্দ্রের বাড়ীতে আশ্রয় পেল আচাভুয়া। কিন্তু সেখানে সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করত, যা প্রায়ই অত্যাচারের পর্যায়ে উঠে যেত। আচাভুয়া বলতে লাগল, "আমি একে সুন্দর লোককে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তাতে হেম সেই রূপের জন্যে নীরদের চোখে লেগে সকলের চেয়ে প্রিয় হলো…" (পৃ. ১৩০)। এই আক্রোশে সে হেমাঙ্গকে অপদস্থ করবার জন্য টাকা ও অলংকার চুরি করেছে, এবং জাল প্রেমপত্র রচনা করেছে।

আচাভুয়ার কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যাদের পেছনে পেছনে হেমাঙ্গ বাড়ীতে প্রবেশ করছিল তারা ঘরে ঢুকে পড়ল। এঁদের মধ্যে একজন নীরদচন্দ্র, একজন হেমাঙ্গের কাকা, আর তৃতীয় ব্যক্তি গুলজারনগরের গুণ্ডার সর্দার হাপসী মাধাই। নীরদ হেমাঙ্গকে সত্যি ভালোবাসতেন। তার জেল হওয়ায় বড় আঘাত পেয়েছিলেন। প্রকৃত রহস্য জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি হাপসী মাধাইকে নিযুক্ত করেন। হেমাঙ্গের কাকা এতদিন কলকাতার বাইরে ছিলেন ; গুলজারনগরে ফিরে হেমাঙ্গের খোঁজ করছিলেন। আচাভুয়ার নিজের মুখ থেকে সব কথা শুনে হেমাঙ্গ যে নির্দোষী নীরদচন্দ্র তার প্রমাণ পেলেন। তিনি আচাভুয়াকে লাঠি দিয়ে মারতে উদ্যত হতেই হেমাঙ্গের কাকা বললেন : ও হেমাঙ্গের আপন ভাই, ওকে মারবেন না। নীরদচন্দ্র এ কথা শুনে লাঠি নামিয়ে নিলেন। আচাভুয়া পালিয়ে যাবার পর হেমাঙ্গের জন্ম হয়েছে। সুতরাং দুই ভাই পরস্পরের নিকট অপরিচিত।

এদিকে সারাদিনের অনাহার ও ক্লান্তির পর এরূপ উত্তেজনাময় পরিবেশে পড়ে হেমাঙ্গ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। নবমালিকা ও অন্য সকলের যত্নে তার জ্ঞান ফিরে এল। আচাভুয়া অপহৃত অলংকার ও টাকাকড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করল না। নবমালিকারা পালটি ঘর। হেমাঙ্গের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হল। নীরদচন্দ্র প্রচুর যৌতুক দিলেন। কিছুকাল পরে নীরদচন্দ্র ও হেমাঙ্গ সপরিবারে গুলজারনগর ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে গিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

কাহিনীর সমাপ্তি কিভাবে হবে তার আভাস পাঠক শেষ অধ্যায়ে না পৌঁছলে পাবে না। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।

সমাজ-চিত্র

‘গুলজারনগরের’ কাহিনীর শুরু ও শেষ আছে, প্রধান চরিত্রগুলির পরিণতি পেয়ে এবং ধর্মের জয় ও পাপের শাস্তি দেখে পাঠক স্বস্তি পায়। কিন্তু এখন এ জাতীয় কাহিনীর সমাদর নেই। ‘গুলজারনগরের’ প্রধান মূল্য তৎকালীন সমাজ-চিত্রের জন্য। চিত্রগুলি বিশদ ও উজ্জ্বল। এবং বলা যায় ঐ সময়কার সমাজের এমন ছবি বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

সমাজের চিত্রগুলি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা চলে। ‘আভাষ’ বা ভূমিকা অংশে আছে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য, মূল গ্রন্থে সমাজের ছবি চিত্রিত হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে। যখন যেমন দরকার তখন তেমন ছবি এসেছে। ভূমিকায় লেখক প্রথমেই ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলেছেন। এই উচ্ছৃঙ্খলতার একটি চিত্র: হাবু মাস্টার এক ছাত্রের গাল টিপেছিলেন “তাতে কেউ শিশ্ কেউ জুতর ঠক্ঠকি কেউ নাকে কাঠী দিয়ে হাঁস্ত আরম্ভ কর্‌লে, হাবু বাবু রেগে টাঁই, হেড্ মাষ্টারের কাছে রিপোর্ট কর্‌তে যান, ছোকরারা অম্নি নেচে হাত্তালি দিয়ে হো হো হরিবোল কোরে উঠ্‌ল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, হুড়তুম্ শব্দ হলো, হেড মাষ্টার নেউলের মতন ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবু বাবু বাছাই কোরে বিচ্ছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেড বাবু তাদের নীচের ক্লাশে নাবিয়ে দেন এমন সময় চতুরংস্কে

গাওনা উঠল, ঘু ঘু ঘুর বুলি বেরল, শিশের হিস্‌হিসে ঘর ফেটে গেল, ক্লাশের তামাম ছোকরা ‘ধিনিকেষ্ট তিনি তা’ কোরে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, হেড্‌বাবুর আক্কেলগুড়ুম, হেড বাবু বেহেড হলেন ছোকরাদের বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্‌টে হাবু বাবুকে ধম্‌কে বিদেয় হলেন। হাবু বাবু ছাদনাতলায় বরের মতন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন।” (পৃ. ২) এর জন্য লেখক দায়ী করেছেন এক শ্রেণীর কাগজকে এবং বলেছেন, “…স্কুলে নীতিশিক্ষা নাই, যা আছে তা পুথীগত বিদ্যানিবন্ধন বাতিল বোলে ধর্‌তে হবে”। (পৃ. ২) ইংরেজী পড়ে ছেলেরা প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করে এমন এক বাংলা ভাষা সৃষ্টি করেছে যা বুঝতে হলে নতুন ধরণের অভিধান সংকলনের প্রয়োজন। নিজেদের নাম তারা ইংরেজীতে “ইন্দ্রা চন্দ্রা ঘোষা” সই করেন, …মেয়ের শ্রীমতী ও দাসী ঘুচে ‘কৃষ্ণকামিনী সরকার হলো।” বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই ছিল, কখনো কখনো ভাড়াটে গুণ্ডারা যোগ দিত। তখন তরুণদের দাড়ি রাখার ফ্যাশন ছিল, আর এখনকার মতো ‘গুরু’ শব্দটি ব্যবহার করত। ডাক্তার ও উকীলের টাকা আদায়ের কোশলকে লেখক কশাঘাত করেছেন। “ডাক্তাররা বরং ভাল এদেশী উকীলের যুড়ি পৃথিবীতে নাই।” (পৃ. ১)

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে সমাজে যে ওলট-পালট শুরু হয়েছিল কয়েক দশক পূর্বে, তার জের তখনো চলছে। নতুনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে দ্বিধা দেখা দেওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও দেখা যায় নতুন ও পুরাতনের সহাবস্থান। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছবিটি এই: “…পৃথিবীতে এঁদের তুল্য পণ্ডিত নাই, বিদ্যের দৌড় দেখে কে? এঁরা এখানকার ইউনিভর সিটির ঝাঁট, বিলেতি গরু, ষাঁড়ের গোবর, বাঙ্গালিকে ডোণ্ট্‌কেয়ার করেন, বাংলা কথা ভুলে গেছেন আত্মীয়দের চিনতে পারেন না আর বানরের মতন লাফিয়ে ও হাত পা নেড়ে ‘হাম বড়া’ জাঁক করেন।” (পৃ. ৫-৬)

নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার প্রচলন হচ্ছে ধীরে ধীরে। মদ্যপান অনেকেই করত। বাবুরা মুসলমানী বা ইংরেজী পোশাক পরে কাজে বেরুত; কিন্তু পূজা আচ্চার সময় ছিল বিশুদ্ধ হিন্দুর বেশ। পূর্বে রামযাত্রা হত, এখন লোকের রুচি নিম্নাভিমুখী হওয়ায় সং-এর খুব প্রচলন হয়েছে। “কলের জল কেউ কেউ প্রথমে যা লুকিয়েচুরিয়ে খেতেন সম্পষ্টে পারতেন না, রিফরম্-

গোচের ধর্ম্মসভা সে ভয় ঘুচিয়ে দিলেন। এখন কলের জলে শৌচ কর ঠাকুরকে দাও ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়।" (পৃ. ৩)। যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরেছে দেখা যায়। অনেক বড় দাদা, মেজ দাদা আছে যারা 'বাপের পরিবারকে' খেতে দেয় না। নিতান্ত স্বার্থপরের মতো তারা সাহেবদের নীতি 'আপ্নি আর কোপ্নি' গ্রহণ করেছে।

'গুলজারনগরের' কাহিনী রচনার আগে থেকেই কলকাতায় খাদ্যে ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে।"...ঘোষেরপো ফুঁকো দিলেন, পিটুলি দিলেন, পালো দিলেন, 'এক পো দুদে তিন পো জল' তাঁর সঙ্কেত হলো। ঘৃতর কাঁঠালি কলা, নারকেলতেল, পোস্তর তেল রেড়ির তেল, শেষ মাছের তেল আর শূয়রের চর্ব্বি মিশানর প্রথা হলো... ।" (পৃ. ৫)

সরকারী খেতাবের জন্য লালায়িত তৎকালীন সমাজের চিত্র লেখক এঁকেছেন হাস্যরসে নিমজ্জিত লেখনী দিয়ে। ছোট-আদালতের উকীল থেকে পোস্টাপিসের পিওন রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছে। 'রাজা' উপাধিধারীদের ভিড়ে পথ চলা ভার। এদের মধ্যে অনেকের হাতেখড়িও হয়নি। "একজন ইঞ্জিনিয়ার্...পরামর্শ দিয়েচেন যে, রাজার হাড় ভেঙ্গে খোয়া কোরে রাস্তা তয়ের হতে পারে, রাজার হাড় পাথরের চেয়ে শক্ত আর তাতে খরচ নাই।" (পৃঃ ৭)

ভূমিকা বা 'আভাষে'র পর মূল কাহিনীতেও সামাজিক চিত্রের প্রাধান্য। যেখানে কলকাতা শহরের ছবি লেখক এঁকেছেন তার পশ্চাতে সামাজিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। পাথুরেঘাটা অঞ্চলের এক গলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে ঐ অঞ্চলের সামাজিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, "ঐ গলি প্রকৃত কুচনীপাড়া, তথায় বোধ হয় ভদ্রলোকের বসতি নাই, রাজ্যের জুআচোর, হপ্তকলুমে, খুঁটেআঁখুরে, জালখোতে, বর্ব্বলে, আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাঁড়ে চারদিক গিজগিজ কচ্চে, যেখানেসেখানে পাইখানা ও নর্দ্দমার দুর্গন্ধে গা ঘিণ্ঘিণ্ করে, ওর মধ্যে একআধটা আস্তাবলও আছে, একখান জঘন্য বাড়ীর দ্বারের মাথায় টিনের একটা ভাঙ্গা হাতলাণ্ঠন ঝুলচে..."। (পৃ ৪১) একটি গলির নিছক নৈশ চিত্র হিসাবে লেখকের শক্তির পরিচায়ক; তাছাড়া এই ছবি থেকেই জানতে পারি সেখানকার বাসিন্দাদের।

কলকাতার চিত্র আরও অনেক আছে। বস্তির বাড়ীগুলির নির্মমতা, চোর, বদমায়েস, গুণ্ডা, খুনী—“সন্ধের পর তাঁরা রাস্তার রাজা।” উত্তর কলকাতার রাস্তার আবর্জনা, খোলা নর্দমার দুর্গন্ধ এবং ছোট গলিতে সন্ধ্যার পরে অন্ধকারের অভিযোগ লেখক করেছেন বারবার। এই শহরে হৃদয়বান লোকেরও অভাব ছিল না। হেমাঙ্গ তার পিতার মৃতদেহ সৎকারে প্রতিবেশীর সাহায্য পেয়েছে। শহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে বটে, তবে অনেক বড়লোকের বাড়ী কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা আছে। বিয়ে বাড়ীতে অনিমন্ত্রিত লোকও পেট ভরে খেয়ে অন্যের নতুন জুতো পায়ে দিয়ে চলে যেতে পারত। আর ছিলেন নীরদচন্দ্রের মতো সহৃদয় ব্যক্তি, হেমাঙ্গ যাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। তিনি কয়েকজন মোসাহেব পুষতেন। বৈঠকখানায় বাঈজীর নাচের সঙ্গে মদের ফোয়ারা ছুটত। মাঝে মাঝে আয়োজন হত মাইফেলের, আমন্ত্রিত হত বাবুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। কলকাতায় ভিখিরির ভিড় বেড়ে চলেছে অথচ মাইফেলের ভোজে খাওয়ার বহরটা দেখুন : “.. কৈলে পোলাও, কৈলে ইষ্টিক, কৈলে কট্‌লেট্‌,—রামকালিয়ে, রাম টিক্‌লি, রামপাখীর পূর দেওয়া বেগুণের দম,—কপি, গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়ে, ভেট্‌কী মাছ চচ্চড়ী, বাটা মাছ ভাজা, পাপড় খাস্তার কচুরি, লুচি, পরেটা, মিঠা গজা, অমৃত-জিলিপী, তাজফেণী, সীতাভোগ, লেডি-কেণিং, লর্ড হুট্‌পাট, মনোহরা, গোলাবী পেঁড়া প্রভৃতি সন্দেশ, ক্ষীরের মিষ্টান্ন, ছানার পায়স, ক্ষীর দধি, কম্‌লা লেবু, আঙ্গুর, বেদানাদি, টক মিষ্ট চাটনি ও মোরব্বা, হরেক রকম সরবৎ প্রভৃতিতে ছয়লাপ, কে কত খাবে।” (পৃ. ৬৮)

সে সময় মহিলাদের একা রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ ছিল না। বদমায়েস লোকেরা তাঁদের নানা ভাবে অপমানিত করত। লেখক দুঃখ করে বলছেন, এদেশের লোকেরা এত অসভ্য, তাঁরা রমণীকুলের মর্য্যাদা এত তাচ্ছল্য করেন যে, আমেরিকা খণ্ডের ইন্দিয়ানরা, আফরিকার হটেন্‌টটেরা, আর বন্য সাঁওতালেরা তাঁদের অপেক্ষা যোষাগণের মান রাখ্‌তে জানে।” (পৃ ৮১) অথচ চৌকিদার সামনে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখে, মহিলাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না। ‘পুলিশ’ অধ্যায়ে লেখক বলেছেন : “স্থাবরজঙ্গমে যত বিকটাকার ও ভয়ানক জীব কি ভয়ানক বস্তু আছে, পুরাণে নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা আছে, পুলিশ তাদের সমান ভয়ানক স্থল।” (পৃ ৯৩) ঘুষের সাহায্যে পুলিশের

কাছে অপরাধী পায় সমাদর, নির্দোষী যে তার হয় নানা রকম লাঞ্ছনা। যাঁরা সৎ ও শান্তিপ্রিয় তাঁরা দরকার হলেও লাঞ্ছনার ভয়ে পুলিশের কাছে যান না। আদালতের কার্যক্রমের আছে নিখুঁত বর্ণনা। এখানে সত্য কথার মূল্য নেই; উকীলের মারপ্যাচে একই অভিযোগে অভিযুক্ত বাদসা মুক্তি পেল, হেমাঙ্গের হল পনেরো দিনের সশ্রম কারাদণ্ড। আদালতে কত বিচিত্র লোকের ভিড়: "ঘরের ভেতর পাহারাওলা, সারজন, হাটচোর, গাঁটকাটা, গোয়েন্দা, খোচো উকীল, ও বাট্‌পাড় মোক্তার, গিস ২ কচ্চে, এর মধ্যে উকীলে মক্কেলে পরামর্শ, চোরাইমালের সওদা, গোয়েন্দার ফিকির আঁটা, আমলাদের ভিক্ষা কোরে কারচুপি খেলা, তামাসাদর্শকদের জটলা, চ্যারিটির চাঁদা সাধা, ভদ্রলোকের গলাধাক্কা, ভদ্র সাহেব ও ভদ্র বাবুর রাঁড়ের ছেলের খোরপোষের মাম্‌লা, খুনি হেঙ্গাম, ইত্যাদি নানা রংদার ব্যাপারে পুলিশের ছবি যেন মুখ-খারাব কোরে গালাগালির সাজে সেজেচে।" (পৃ. ৯৪-৯৫) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ডিউক অব এডিনবরাকে দেখবার জন্য প্রিন্সেপ ঘাট থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত ভিড় করে থাকা দর্শকদের বর্ণনা আছে। বাঙালী-অবাঙালী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নানা শ্রেণীর লোকের সমাবেশ। তাদের কথাবার্তা, আচরণ, পোশাক ইত্যাদির নিপুণ ছবি এঁকেছেন লেখক। জনতার রূপ ও মনস্তত্ত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

হেমাঙ্গকে পনেরো দিনের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়েছে। জেল-জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভয়াবহ। তাঁর মতে "জেল-যন্ত্রণা জীবন্ত নরকভোগ।...রাজধানীর কলঙ্করূপ জেল,..." (পৃ. ১০৮)। জেলে থাকার জায়গা যেমন ভয়ানক, দৈহিক পরিশ্রমও তেমনি প্রাণান্তকর।

আরও নানা দিক থেকে লেখক কলকাতার জীবনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। উত্তর কলকাতার, বিশেষ করে পাথুরেঘাটা থেকে বাগবাজার পর্যন্ত লেখকের বর্ণনার ক্ষেত্র। বলা যায়, তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বীডন স্ট্রিট থেকে কাশী মিত্র ঘাটের নিকটবর্তী অঞ্চলকে। সাহেবদের বা অভিজাত ভারতীয় লেখকদের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। তাঁদের লেখা বইয়ে যে সমাজের ছবি পাই তা সাহেব পাড়ার কলকাতার। তাঁর যে সমাজের কথা বলেছেন তার অধিবাসীরা চোর, গুণ্ডা, খুনী, জালিয়াৎ, মাতাল, বারবনিতা, ভিক্ষুক, ইত্যাদি। এ জাতীয় লোকেদের পটভূমিকায় স্বাভাবিকরূপেই পুলিশ,

আদালত ও জেলের কথা এসেছে। হিন্দু ও সংস্কৃত স্কুল থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠাভ্যাস করেছেন। আমাদের লেখক তাঁদের কথা বলেননি। বস্তির পরিবেশের সঙ্গে মানায় তেমন ছেলেদের কথাই বলেছেন —যারা শিক্ষককে অপমান করে, পথে মহিলাদের লাঞ্ছনা করে, পড়ার সঙ্গে যাদের যোগ নেই। ধর্মের বাপারেও ঠিক তেমনি। ব্রাহ্মধর্মের তখন গৌরবের যুগ। তাঁড় ধর্মপ্রসঙ্গে একবার মাত্র সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্ম সমাজের. কিন্তু বিস্তৃতভাবে দুটি পরিচ্ছেদে বলেছেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথা, যে সম্প্রদায়ের ধর্ম সাধারণ লোকের উপযোগী; যে ধর্মে গভীর আধ্যাত্মিক অনুধ্যানের প্রয়োজন নেই। গুরুকে ভজনা করলেই যে ধর্মে মুক্তি সে ধর্মসাধনার পথ সহজ। সুতরাং সর্বজন পালনযোগ্য।

কলকাতার অন্ধকার সমাজের কথাই লেখক বলেছেন। তবে তিনি সংস্কার-ধর্মী। সংস্কার সেই জীবন আলোকোজ্জ্বল করে তুলুক, এই তাঁর অভিপ্রায়। অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা নেই, আছে গভীর সহানুভূতি।

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ

'আভাষ' অংশ থেকে শুরু করে কাহিনীর অনেক জায়গায় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষসূচক অনেক মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। সবগুলি যে প্রাসঙ্গিক তাও বলা যাবে না। 'গুলজারনগরের' উল্লেখ আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে পাইনি। বইটি খুবই দুষ্প্রাপ্য। সমকালীন পত্রিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্যাতিক্রম 'সুলভ সমাচাব'। এর কারণ কি? হয়ত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য কোনো চাপ সৃষ্টি হওয়ায় বইটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

ভূমিকা অংশে লেখক বলছেন, শহরটাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছে। তার দুটি কারণ। প্রথমতঃ দাসত্ব; দ্বিতীয়তঃ তাঁর বর্ণিত অঞ্চলের প্রতি পৌরসভার অবহেলা। লেখকের ভাগীরথীর অপর তীরের আশ্চর্য কীর্তি দেখে মনে হয়, "...এই কীর্ত্তিরাশি তোমাদের নয়, এ যখন তোমাদের হবে তখন তোমার দেশের শ্রী ফিরবে তখন তোমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করবে। যত দিন তোমরা কলযন্ত্র ও বাণিজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকবে, যত দিন উৎসাহ

সাহস ও ঐক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করবে, যত দিন পুরুষ-পরম্পরায় নিয়ম ও সামাজিক আচারের দাস থাকবে, তত দিন কেবল দাসত্বশৃঙ্খল বহন কর।" (পৃ. ১৩) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গে লেখক পরে আবার বলেছেন, "হোসে আমদানীর কাযটা বেশী, রপ্তানী না থাকার মধ্যে⋯।" (পৃ. ২১) অর্থাৎ, দেশের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে, বিদেশের টাকা ঘরে আসছে কম।

শহরে ধনীর আঙিনায় কাঙ্গালীর প্রচণ্ড ভীড়। ভীড়ের চাপে এক গর্ভবতী মহিলা প্রসব করে পদদলিত হয়ে মারা গেল। সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। "ভিড়ের ভিতর অনেক ফলারে বামুণ ময়লা কাপড় পোরে কোমরে পৈতে গুঁজে কাঙ্গালি সেজেচেন, আমাদের মতন হিঁদুদের দৌরাত্ম্যে এঁদের আর কলামূলও যোটে না, এখন যাচন্দারী কাঙ্গালিগিরিতে ঠেকেছেন, আরো বা কি হয়? মুসলমানদের আমলে এ দেশ এক রকম গুল্‌জার ছিল, জাঁহাগীরের মত্তা ও লাম্পট্যে আর ওরাংজেবের ধর্ম্মদ্বেষে যদিও অনেক অত্যাচার হয়ে ছিল, সে অত্যাচারে সাধারণ প্রজার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, ঐ সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তুলনা করলে স্থির প্রমাণ হবে যে, এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত, সমধিক দুঃখী, নির্ব্বল, নিরুপায়, হীনসাহস ও অল্পায়ু। কারণ? রাজার উৎপীড়ন—শোষণ ব্রত।" (পৃ. ২৪)

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন পূর্বে আর কোনো লেখক করেছেন কিনা জানা নেই। 'নীলদর্পণে' (১৮৬০) ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) এবং বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'গুলজার নগরের' পরবর্তীকালের রচনা। সুতরাং লেখকের সাহসিকতা, তাঁর স্বদেশপ্রেম বিষয়বুদ্ধিকে অতিক্রম করেছিল।

কলকাতায় তখন প্রচণ্ড গরম। সে গরম থেকে মুক্তি পেতে বড়লাট সদলবলে সিমলা শহরে বাসা বেঁধেছেন। কিন্তু হতভাগা কাঙালীরা রোদ মাথায় করে সামান্য ভিক্ষার জন্য ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হচ্ছে। "কাঙ্গালিগুলো এ গরমিতে পুড়ে যাচ্ছে, সপাল বড় সাহেব এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্চেন আর পাহাড়ের চূড়ায় বসে নিষ্কণ্টকে জবরদস্ত আইন করচেন।" (পৃ. ২৫) ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। উপার্জ্জনের পথ না থাকায় অনেককে হেমাঙ্গের মত জেলখানায় গিয়ে পৌছতে হয়। অথচ

শ্বেতাঙ্গ ভিক্ষুকদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। ইংলণ্ডে যদি পুয়র কমিশন হতে পারে তবে এ দেশে হবে না কেন? পরাধীনতাই আমাদের সকল দুর্দশার মূল এবং "আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দাসত্বের খরশানে ছেদিত হয়েছে।" (পৃ. ১২০)

কাশীমিত্র শ্মশানঘাটের অব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন, "দাহঘাটের···রেজিষ্টারির বিশেষ তত্ত্বাবধান না থাকায় ঐ ঘাটে যে কত খুনি মুর্দার একাল পর্য্যন্ত অবাধে পুড়েছে তা ভাব্‌তে গেলে নগররক্ষকদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা হয়! আহাহা! এই না সোণার রাজা! যে সকল দাম্ভীক ও ঐশ্বর্য্যমদেমত্ত ইংরেজ, ইরেজ লেখক, শান্তিরক্ষক, রাজপুরীষ কিম্বা প্রজা, যাঁরা কায়মনোবাক্যে দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে কষ্ট দিয়েও 'বাঙ্গালী দুঃশীল —কৃতঘ্ন ও অশিষ্টাচারী' বোলে বেড়ান ঐ পরশ্রীকাতর তেজস্বীরা একবার নরকটলার গলিঘুঁজিতে এসে দেখুন, আর দেখিয়া বলুন, যে, আমরা ষোল আনা কর দিয়ে তার মতন ফল পাচ্চি কি না?" (পৃ. ১২২-১২৩)

এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও জেলখানাও লেখকের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। সরকারের এই বিভাগে যে সব অমানবিক কাজকর্ম হয় তার প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য শাদা চামড়ার কয়েদীদের নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দান।

লেখক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। এর প্রমাণ 'গুলজার নগর' থেকেই পাওয়া যায়।

চিত্রশালা

বইয়ের নাম যদিও 'সচিত্র গুল্‌জার নগর', তথাপি এখানে কোনও 'চিত্র' পাওয়া যাবে না। লেখক pen picture বোঝাতেই 'সচিত্র' কথাটি ব্যবহার করেছেন। আর একটু ব্যাখ্যা করে নামপত্রে বলা হয়েছে: "রসেমাখা, বর্ণে আঁকা হয়ে হরবোলা সেজে দেখা দিলেন (গুল্‌জার নগর)।" প্রকৃতপক্ষে কাহিনীর সর্বত্রই সুদক্ষ শিল্পীর কলমে আঁকা ছবির দেখা মেলে। ভিক্টোরিয়ান যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁর ছবি বাস্তব খুঁটিনাটিতে পূর্ণ। দৃষ্টান্ত

হিসাবে এখানে মাত্র কয়েকটি ছবির কথা বলা হবে।

হেমাঙ্গের বাড়াউলি বকনাপিয়ারীর চেহারার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়েছেন : "বকনা পিয়ারী দীর্ঘে সচরাচর স্ত্রীর মতন কিঞ্চিৎ খর্ব্ব,...সে তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় মোটা, যাঁরা ঐ আশ্চর্য্য অবতারের দর্শন-সুখে বঞ্চিত আছেন তাঁরা পিয়ারীকে একটা মাংসপিণ্ডের ঢাকাই জালা কল্পনা করুণ। বকনাপিয়ারী ঘাড়েগদ্দানে এক, তার ঘাড়ে এক থাবা মাংস কুঁচকে শোভা পাচ্ছিল, মাথার চুল প্রায় ভাল্লুকের লোমের ন্যায় মোটা ও খস্‌খসে, কপাল সেঁধন— ভ্রূ ০ — চোখ কুটুরে, থাদানাক, আবার সেই নাকের নীচে বেস একটু শূয়াকাটার মতন গোপ, আর তার দাড়িতে একটা ভাঁটার মতন আব্ ছিল। তার দাঁতগুলি আমাদের দাঁতের দুণ, ঠোটজোড়া আধ ইঞ্চি পুরু, যুগল পাদপদ্ম কুড়ুলের মতন গড়ন সুধ্ তার চেয়ে ডেড়া লম্বা আর ডবল চৌড়, আর রং কুচ্‌কুচে আঁধারে।" (পৃ. ১৯)

শতাব্দী পূর্বের অজ্ঞাত মাখনওলা গলির বাড়ীউলি বকনাপিয়ারীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।

হেমাঙ্গ প্রার্থী হয়ে এক বাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে যা দেখল তার বর্ণনা : "ডাকুবাবু বৈঠকখানায় (সাক্ষাৎ ভেটেরাখানা) ময়লা, তুল বেরুণ, ছারপোকা-পোরা তকিয়ে হেলান দিয়ে হুঁকয় একটা বড় ভেঁপুর মতন কলাপাতের নল লাগিয়ে ভড়্ ২ কোরে তামাক খাচ্চেন, একএকবার কাস্‌চেন, আর ঘরেই থুতু ফেল্‌চেন, কাছে একটী দস্তার নস্যদান আর একখান ভাঙ্গা চস্‌মা পোড়ে আচে। বাবুর বয়েস কিছু পাকল হওয়াতে মাথার চুলগুলি রূপবাঁধান তার মাঝে থেকে একটী নারকেলের শীশের মতন বোঁটা, বেরিয়ে ঘাড়ের দিকে পোড়েচে, দাঁতগুলি অধিক খসে পড়েচে বাকী সর্‌লেই হয়, তাঁর নাকে তেলককাটা।" (পৃ. ২১)

'নিষ্কলঙ্ক' কর্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের গুরুর প্রিয়পাত্রী ছোট দিদি, নীবদচন্দ্রের চারজন মোসাহেব এবং অন্যান্য বহু চরিত্র আপন আপন বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'নিষ্কলঙ্ক' কর্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের এক জমায়েতের বর্ণনা থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল এখানে। জনতার সমাবেশ আঁকতেও লেখক যে কেমন দক্ষ ছিলেন তা এ থেকে দেখা যাবে : "আস্তানা লোকে গিজ্ ২ কর্‌চে। ঝাঁপ্‌টাকাটা, উল্‌কিপরা, ডাইমন্‌কাটা, থাঁদানাকী, চেরণদাঁতী, পোঁটাচুর্ণী,

পেঁচামুখী, প্রভৃতি ভালমন্দ চেহারার আজ্ঞ-বিবি নাগাদ নাতিপুতির বয়সী রাঙ্গনাগণ, আর থুর-কামানে, হাড় হাবাতে, মড়াকেটো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাব্‌বিচুলো, ঝাউগুঁফো, কাছাখোলা মোল্লা, প্রভৃতি অ্যাণ্ডাবাচ্ছা, ও বুড় রামশালিকি-গোচ মন্দরা একেবারে ঘেঁষাঘেঁষিতে জমাটবেঁধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাণ্ডায় পেনেলে পুঁই-মাচার উপর কাণাচে, ঝোঁপেঝাঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে ‘ওমা কত্তা কি ভুঁড়ে গো’—‘মা, গো এম্নিকোরে কি পা মাড়াতে হয়’-- আ মর ছোঁড়া’ – ‘বুড় মিনষের রঙ্গ দেকো’—‘শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশধারী’ প্রভৃতি রসাল বাক্যালাপ হচ্চে। এক ঘরে অন্নক্ষেত্র আর কলায়ের ডালের হদ্দ হয়ে রয়েচে, এর মধ্যে বেরাল, কুকুর, ও কাগ, লোকের চোখে ধূল দিয়ে কার্য উদ্ধারের জন্য প্রবেশ কর্‌চে। বাড়ীতে এক দুগ্ধ গাভী আছে, একজন লোক স্থানাভাবে তার কাঁধে চাপ্‌বার উপক্রম করাতে সে দড়ী ছিঁড়ে ছুট্‌কে পড়াতে কে কার ঘাড়ে পড়ে, মাগীগুলত আলুথালু হয়ে চিৎকার কোরে বাড়ী মাথায় কল্লে, হুলস্থুল পোড়ে গেল।” (পৃ ৮১-৮২)

কলমচিত্রীর এমন দক্ষতার অনেক নিদর্শন কাহিনীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

হাস্যরস

লেখকের হাস্যরস উচ্চরোল নয়। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো তা কাহিনীর সর্বত্র বয়ে চলেছে। কোথাও ব্যঙ্গাত্মক, কোথাও বা ব্যঙ্গবিহীন নির্মল হাস্যরস। চরিত্রপ্রধান কাহিনী বলে ব্যক্তির আচার-ব্যবহার অনেক-ক্ষেত্রে হাসির কারণ হয়েছে। আবার অন্যত্র শব্দের ব্যবহার দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু ছেলেদের হয় অন্নপ্রাশন, খ্রীষ্টান ছেলেদের সুতরাং হবে গোস্তপ্রাশন। সরকারের উদার হস্তে উপাধি বিতরণ নিয়ে সরস মন্তব্য করেছেন লেখক: “শোনা যাচ্ছে এবার লার্ডমেও কাউকে আর বাহাদুর করতে বাকী রাখবেন না, তিনি আপনার মুখ কোন নক্সাওলা আয়নায় দেখে ডরিয়ে উঠে আপনার হৃতমান উদ্ধার করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা কোরেচেন যে এবার কাউকে উচু উচু (ওঁচা) খেতাবে লটকে দিতে ত্রুটি করবেন না, তা হলে আমাদের বহুকেলে কেষ্টা হাড়ি, ছোট আদালতের খোচো উকীল, হাটখোলার

সভ্য সা আর পোষ্ট আপিসের প্যায়দা রায়বাহাদুর ও খাঁবাহাদুরে সাজবেন।” (পৃ. ৬)

এক কৃপণ ব্যবসায়ীর কথা। শস্তায় কেনা পোশাক পরত। হয়ত বা শ্মশানঘাট থেকে কুড়িয়ে আনা কুর্তা-পাজামা. অনেক সময় হাঁটু পর্যন্ত পাজামা উঠে থাকত। একবার কোনো কাজে এক সাহেব তার আপিসে এসেছে। সাহেব তাকে দেখে ভাবল আপিসের দপ্তরী। সাহেবের হুকুম হল চুরুট ধরাবার জন্য আগুন নিয়ে এস। এমন আদেশ পেয়ে বাবুর অপমান বোধ হওয়ায় গাইগুঁই করতে লাগল। বিলম্ব সাহেবের সহ্য হল না। বাবুকে সে জুতোপেটা করল। এই জুতো মারা সাহেব শিখেছে সিপাহীদের কাছ থেকে, সাতান্ন সালের বিপ্লবের সময়। জুতোর মার খেয়ে বাবুর অবশ্য শিক্ষা হয়েছিল।

বাঙ্গাল চতুশ্চরণ সাহাকে নিয়ে কিছু রসিকতা করা হয়েছে: “এখন সেই পুংইর পূতের বিবরণ শুনুন, বাঙ্গাল বাবুর নাম চতুশ্চরণ সাহা, চারচরণ-সা মশয়, (Four-Feeted Sir-knight.) ‘শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারাণ জিউর প্যায়সাদে মহাজুনি হ্যানা পান্নার কারবার কোবতেছ্যান’ বৈঠকখানার দ্বারের মাথায় এই লেখাটীতে তাঁর কাযের ব্যাওরা পাওয়া গেল।” (পৃ. ২৮)

হাস্যরসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গাটকাটা হবাচন্দ্র উকীলের আর্টিকেল ক্লার্ক গবাচন্দ্রের গাড়ীর কাহিনী। একটা ময়লা ফেলার গাড়ী নীলামে কিনে তার সঙ্গে এক গাধার বাচ্চাকে জুড়ে গবাচন্দ্রের গাড়ী হয়েছে। গাড়ীর সব দিক খোলা, বৃষ্টি নামলে ঢাকুনী দেওয়া হয়। গাধার বাচ্চা প্রায়ই বিদ্রোহ করে। তখন টেনে নিয়ে যেতে হয়। গাড়ী দেখতে লোক দাঁড়িয়ে যায়, তারা যখন নানা মন্তব্য ছুঁড়ে মারে তখন গবাচন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। উকীলের কেরানী, সুতরাং এমন কৌশলে সে গাড়ী করেছে যে লাইসেন্স আইনের মধ্যে পড়ে না। অতএব পৌর করও তাকে দিতে হয় না।

লেখকের হাস্যরস তাঁর রচনার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে তাকে বিচ্ছিন্ন করে আস্বাদন করা যায় না।

ভাষা

ভাঁড়-এর ভাষা একটু সংশোধন করে দিলেই আজকের উপন্যাসের ভাষা হতে পারে। তিনি সেকালের খাঁটি কলকাতার ভাষা ব্যবহার করেছেন যার

অনেক শব্দ আজকাল শুধু অপ্রচলিত নয়, অভিধানেও তাদের পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে আছে কলকাতার সমাজের নীচুতলার নিজস্ব কিছু শব্দ এবং কিছু হিন্দী-ফার্সী শব্দ। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত টীকায় এদের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিছু কিছু শব্দ এখনো হিন্দীতে প্রচলিত আছে, কিন্তু বাংলায় নেই। যেমন, 'বচনবন্ধ' অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শব্দগ্রহণের ব্যাপারে বাংলা ভাষা যে তখন উদার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেখক বইটি লিখেছেন চলিত ভাষায়। শুধু দু'এক জায়গায় সাধু ভাষার রূপ এসে পড়েছে। বর্ণনার চিত্রময়তা, নিজস্ব উপমা এবং ব্যঙ্গধর্মিতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। অবশ্য ব্যঙ্গের অন্তরালে অনুভব করা যায় লেখকের মমত্ববোধ। ছোট ছোট বাক্যে অর্থের যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা বিশেষ প্রশংসনীয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সপ্তাহের ছ'দিন আপিসে বাঁধাধরা কাজ করে মন বুড়িয়ে যায়। শনিবারের সকালে বুড়িয়ে যাওয়া মনে নবীনতার স্পর্শ লাগে। কারণ, সেদিন অর্দ্ধেক আপিস হয়ে ছুটি, রবিবার সম্পূর্ণ ছুটি। সুতরাং ছুটি ও আমোদ-প্রমোদের আশার মধ্যেই শনিবার সকালে ঘুম ভাঙ্গে। তাই লেখক বলেছেন: "শনিবারের প্রভাত বুড় বয়সের ছুকরী স্ত্রীর মতন প্রিয়দর্শন।" (পৃ ৬০)

লেখকের ভাষায় গতি আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের রীতির প্রয়োগ তার রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রবাদ বা প্রবাদোপম বাক্য ব্যবহারের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। 'যেমন হাঁড়ি তেম্নি সরা' বেশ যুৎসই ভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। অল্প কথায় বেশী বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে লেখকের। যেমন, "ছোট দিদির নাকটী নতিয়ে পড়েচে, তাতে তেলকটি বেয়ে পড়চে, রং ফুটে বেরুচ্চে, বয়স কিছু লম্বা, ছোট দিদি এবুনে যেন পাকা আঁবটী,—যেন তুদটুকু মেরে ক্ষীরটুকু হয়েচেন।" (পৃ. ৪৩)

খানসামা, জেলের পাহারাওয়ালা, জনতা প্রভৃতির মুখে যে ভাষা দেওয়া হয়েছে তা থেকে সেকালের অশিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। রসিকতাকে 'অসিকতা' উচ্চারণ করা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। ভাষার যে সব ত্রুটি চোখে পড়ে তা হল একই শব্দ বিভিন্ন রূপে ও বানানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া যতিচিহ্ন প্রয়োগেও ত্রুটি আছে। লেখকের দৃষ্টি কোমলতা আনবার দিকে। 'ছ'-এর জায়গায় 'চ', 'ড' ও 'ধ'-এর জায়গায় 'দ' এবং

‘অ’-কারান্ত শব্দকে অনেক ক্ষেত্রে ‘ও’-কারান্ত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। হয়ত কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই ভাষার এই পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ, যেখানে লেখক ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানে ভাষা ত্রুটিহীন।

লেখক-পরিচিতি

১৩৬৮ সালের ‘শারদীয় যুগান্তরে’ প্রথম যখন ‘সচিত্র গুল্‌জার নগর’ সম্বন্ধে লিখি তখন ভাঁড়-এর আসল নাম আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ছদ্মনামের অন্তরালবর্তী লেখকের পরিচয় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যাবলী ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। কেউ কেউ ভাঁড়কে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে সে ধারণা যথার্থ নয়:

লেখকের প্রকৃত নাম কেদারনাথ দত্ত। সরকারের পদস্থ কর্মচারী এবং সুপরিচিত বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তা কেদারনাথ দত্ত ইনি নন। আমাদের লেখক কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন কবি হিসাবেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে কেদারনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। চিত্র দান করেছিলেন তাঁর পুত্র সচ্চিদানন্দ দত্ত। (দ্রষ্টব্য: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। বিংশ ভাগ। ১ম সংখ্যা, ১৩২০, পৃ. ২০; ২৩-২৪)

পরিষৎ মন্দিরে চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দত্ত পরিবারের সভাপণ্ডিত চণ্ডীচরণ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কেদারনাথের যে জীবনী রচনা করেন সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘সাহিত্য-সংবাদ’ পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; শ্রাবণ ১৩২০)। পরে আমরা জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত ‘বংশ-পরিচয়ের’ ত্রয়োবিংশ খণ্ডেও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেয়েছি। উভয় জীবনীতেই বলা হয়েছে তিনি ‘গুল্‌জার নগরের’ লেখক।

বাংলা ১২৪৪ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর, ১৮৩৭) রবিবার হাটখোলার মানিক বসু ঘাট স্ট্রীটের পৈত্রিক ভবনে খ্যাতনামা দত্তবংশে কেদারনাথের জন্ম হয়। পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র। তিনি প্রসিদ্ধ নগরাধ্যক্ষ অনন্তরাম দত্তের প্রপৌত্র। একটা প্রবাদ ছিল, "অনন্তরামের হাঁড়ি, উমিচাঁদের

দাড়ি, বনমালীর বাড়ী, গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি।" অর্থাৎ, অনন্তরামের বাড়ীর হাঁড়িতে বহু অতিথির অন্ন রান্না করা হত।

কেদারনাথের পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ। ঠাকুর্দা আত্মারামের যত্নে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। এখানে 'ধন ও বিদ্যা' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখে পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। কয়েক বছর পরে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে বাড়ীতেই পড়াশুনা করতে থাকেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি।

যখন পনেরো বছর বয়স তখন বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের লোকনাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে কেদারনাথের বিবাহ হয়। কিন্তু একটি কন্যার জন্ম দিয়ে তাঁর পত্নী পরলোক গমন করেন। বাইশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ করেন ভূতপূর্ব জজ হরচন্দ্র ঘোষের বংশের নবীনচন্দ্রের কন্যাকে। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিন কন্যা ও এক পুত্র সচ্চিদানন্দের জন্ম হয়। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর এক কন্যার জামাতা।

১৩০৮ সনের ২১শে আষাঢ় কেদারনাথের দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হয়। কেদারনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন ৭৪ বছর বয়সে, ১৩১৮ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর, ১৯১১)। মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বৎসর তিনি অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চা নিয়ে একান্তে বাস করতেন।

কেদারনাথ হিন্দু কলেজ ত্যাগ করলেও তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়েনি। জীবিকার্জনের জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়নি। তাঁর দিন কেটেছে অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চায়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে একটি প্রেস স্থাপন করে 'চমৎকার মোহন' নামে একটি কাগজ প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচিত যে সব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল:

১ **প্রিয়ম্বদ**। ঐতিহাসিক রোমান্স। ১৮৫৫। 'আলালের ঘরের দুলালে'র তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত। তাঁর জীবনীকারের মতে ডঃ জনসনের 'রাসেলাস' ও ফরাসী লেখক Fenelon-এর 'টেলিমেকাস'-এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

২ **নলিনীকান্ত**। প্রেমোপখ্যান। ১৮৬০। পরবর্তী একটি গ্রন্থে

এর বিজ্ঞাপন এই ভাবে দেওয়া হয়েছে : "গদ্যে, পদ্যে নানা ললিত সমন্বিত শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত এক নবীন উপাখ্যান। ইহা নাটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত।"

৩ **ভারতবর্ষের ইতিহাস**। হিন্দু ও মোসলমানদিগের রাজত্ব এবং ইংরাজদিগের রাজ্যারম্ভের বিষয়। ১৮৬০। স্কুলপাঠ্য। লঙ্ সাহেবকে উৎসর্গীকৃত।

৪ **অনাথিনী কুলকামিনী** অথবা প্রমদা ও হৃদয়েশ। "করুণ ও আদিরসাশ্রিত কাব্য…কুলীনত্বের দোষারোপণ ইহার উদ্দেশ্য।" প্রকাশের তারিখ জানা যায় না। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' (১৮৬০) বিজ্ঞপ্তি আছে। সুতরাং ১৮৬০ বা তার পূর্বে প্রকাশিত।

৫ **সচিত্র গুল্‌জার নগর**। "সামাজিক চিত্র; হুতোমপেঁচার সদৃশ।" ১৮৭১। 'সুলভ সমাচারে'র বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় বইটি বাংলা ১২৭৮ সনের ২২শে কার্ত্তিকের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ থেকে লেখকের অধ্যয়নের বিস্তার উপলব্ধি করা যায়। তাঁর কবিত্বশক্তির প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি গান ও কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

'গুল্‌জারনগরে' কেদারনাথ ছদ্মনাম 'ভাঁড়' ব্যবহার করেছেন। হয়ত সরকারের বিরূপ দৃষ্টি এড়াবার জন্য। তিনি আরও বলেছেন, কাহিনীটি তাঁর লেখা নয়। গঙ্গার তীরে একটি খাতা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল কাহিনীটি। তাঁর ভালো লেগেছে বলে তিনি এটিকে পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রনাথ অনেকটা কেদারনাথের মতোই বলেছেন যে, সালকে থেকে কলকাতা আসার পথে এক বটগাছের নীচে বইটি পাওয়া গেছে। তাঁর নিজের লেখা নয়। এই নাটকেও ইংরেজ বিদ্বেষের কথা আছে।

৬ **কবিতামঞ্জরী**। লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্য-সংকলন। 'সাহিত্য-সংবাদ' (আশ্বিন, ১৩১৯) সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে : "তিনি কখনও আপনাকে সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পান নাই। অথচ, নিভৃতে বসিয়া তিনি প্রতিদিন বীণাপাণির আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভক্ত কবি ছিলেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া

যায়।”

কেদারনাথ দত্ত নামে একাধিক লেখক ছিলেন। সকল বই পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ নেই। দত্ত পরিবারেও কেদারনাথের সব বই পাওয়া যায় না। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ও অন্যান্য লাইব্রেরির তালিকা এবং দত্তদের পারিবারিক ইতিহাসের খাতা যাচাই করে উপরোক্ত তালিকাটি সংকলিত হল। তথাপি কিছু ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।

মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত কেদারনাথ কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বিশ্ববিমোহন কাব্য’। অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য, বিষয়বস্তুর বিস্তার ও ক্লাসিকধর্মিতার গুণে এ কাব্য বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কেদারনাথ ‘চমৎকার মোহন’ নামে একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন। প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে। ইংরেজী ও বাংলায় সপ্তাহে তিনবার (সোম, বৃহস্পতি ও শনি) প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় সম্পাদক নিজে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যাবলীর সমালোচনা করেছেন। বাংলা পত্র-পত্রিকার ত্রুটি সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য বেরিয়েছিল। ‘চমৎকার মোহনের’ পুরনো ফাইল দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে ও ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে কিছু কপি আছে।

যাঁরা কেদারনাথ দত্তের জীবন ও সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহী তাঁরা নিম্নলিখিত বইপত্র দেখতে পারেন:

চণ্ডীচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। স্বর্গীয় কবি কেদারনাথ। সাহিত্য-সংবাদ; ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২০। পৃ. ৩৭-৩৯। সচিত্র।

জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা। ভারতবর্ষ; ২০শ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৯। পৃ. ৫৬১-৫৬৯। (কেদারনাথ ও ‘চমৎকারমোহন’ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। বংশ-পরিচয়, ২৩শ খণ্ড। ১৩৪৮। কেদারনাথ দত্ত, পৃ. ৫৫৬-৫৬৪।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। বিংশ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২০। কার্য-বিবরণী, পৃ. ২০, ২৩-২৪। (কেদারনাথের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ)।

সাহিত্য-সংবাদ। ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১৯। (কেদারনাথ

রচিত 'কাব্যমঞ্জরীর' সমালোচনা)।

The Literary Miscellany and Correspondence of Satchidanand Dutt : 1905-20. Calcutta, Kedar Asram [Ms. records of Dutta Family].

কেদারনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে কেদারনাথের প্রাচীনপন্থী, রোমান্টিকধর্মী রচনাগুলি দ্রুত হারিয়ে যায়। 'গুল্‌জ্নারনগর' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কারণ মানুষ ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বাস্তবধর্মী রচনা এটি। অবশ্য এ বইকেও পাঠকরা মনে রাখেনি। কেন তা সম্ভব হল এর কারণ আমরা উপরে নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি।

সম্পাদনার কথা

'সচিত্র গুল্‌জ্নারনগরের' মূল পাঠ কোনো পরিবর্তন না করে সুস্পষ্ট ভুলভ্রান্তি সহ পুনর্মুদ্রণ করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কারণ অবিকৃত পুনর্মুদ্রণই ভাষা ও মুদ্রণ রীতির ধারার সাক্ষ্য বহন করে। দুঃখের বিষয় মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল পাঠের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রন্থ শেষে শুদ্ধিপত্রে তা নির্দেশ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও হস্‌চিহ্ন বাদ পড়ে গেছে।

টীকা অংশে শব্দের সেই সব অর্থই দেওয়া হয়েছে যা বর্তমান কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। লোকমুখে সৃষ্ট ও প্রচলিত অনেক শব্দই এখন লুপ্ত। অভিধান তাদের ধরে রাখেনি। সুতরাং কোথাও কোথাও অর্থনির্ণয়ে কিছু বিচ্যুতি ঘটতে পারে। শব্দার্থ সংকলনে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা ও শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র।

মূল গ্রন্থে 'আভাষ' অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে পুরনো টাকা, আনার চিহ্ন দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে টাকা আনার পুরনো চিহ্ন সব প্রেসে পাওয়া যায় না বলে ১, ২ দিয়ে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

দত্ত পরিবারের সৌজন্যে তরুণ কেদারনাথের ছবিটি পাওয়া গেছে এবং পারিবারিক ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেয়ে উপকৃত হয়েছি। বিশেষ

করে এজন্য শ্রীযুক্ত হিমাংশু দত্ত ও শ্রীমতী অণিমা দত্তের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীসুজিত ঘোষ ও শ্রীবিমলকুমার পালের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া সম্পাদনার কাজ সম্ভব হত না।

মূল গ্রন্থের হরফ ব্যবহার করে প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীবিপুল গুহ। নামপত্র অলংকরণ করেছেন শ্রীনির্মলেন্দু মণ্ডল।

প্রকাশক শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার এমন একটি বই ছাপার ঝুঁকি নিয়ে সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

কলিকাতা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কথামুখ

নিশীথরঞ্জন রায়

সম্প্রতি কলকাতার ইতিহাস নিয়ে অনেক আলোচনা, বহু গবেষণা চলছে। কিন্তু এসব আলোচনায় আমরা জন কোম্পানীর সম্পর্কিত যত তথ্যের সমাবেশ দেখতে পাই তার তুলনায় এতদ্দেশীয় সমাজজীবনের চিত্র অনেকখানি নিষ্প্রভ। এর প্রধান কারণ ইংরেজী সূত্র থেকে ডায়েরী, জার্নাল যতো বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়, দেশীয় সূত্র তার তুলনায় অনেক স্বল্প কলেবর। তাই প্রাচীন কলকাতার বিবরণে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, চৌরঙ্গী গার্ডেনরীচের চিত্র যতখানি উজ্জ্বল, চিৎপুর বাগবাজার গোবিন্দপুর এবং এখানকার অধিবাসীদের জীবনচিত্র ততখানি ঔজ্জ্বল্য দাবী করতে পারে না। কলকাতার সমাজ সম্পর্কিত দেশীয় উপকরণ সহজলভ্য নয়—এ কথা স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, এ ধরণের উপকরণের অস্তিত্ব নেই। দীর্ঘকালের অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ফলে আমরা তাদের হদিস রাখিনি। লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা হারিয়ে গিয়েছে—তবু সন্ধান করলে তারা ধরাছোঁওয়া দেবে না—এমন কথা বলা যায় না। 'গুল্‌জারনগর' এমনই একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ।

বইখানি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬৪)—এই সব নক্সার সঙ্গে রূপরেখা এবং অঙ্গবিন্যাসের দিক থেকে 'গুল্‌জার নগরের' সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'বাবু'-জীবনের আলেখ্যদর্শন এদের প্রত্যেকটির লক্ষ্য। ১৯ শতকের তৃতীয় পাদে রচিত 'গুল্‌জারনগর' সমসাময়িক কলকাতার সমাজ-জীবনের দর্পণ। 'বাবু'দের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর জনমানসে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও যাঁরা পূর্বপুরুষ-অর্জিত অর্থের দৌলতে সমাজে শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হতেন সেইসব 'বাবু' নামধারী ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন না। বিলাস-বাসনের স্রোতে আবক্ষ নিমজ্জিত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির কলেবর হ্রাসের প্রতি তাঁরা ছিলেন চরম নির্বিকার। ইয়ারবক্সি-পরিবৃত নীরদচন্দ্র এই ক্ষয়িষ্ণু

ইন্দ্রিয়ভোগসর্বস্ব 'বাবু' সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের দুর্নীতির শিকার যুবক হেমাঙ্গ বসাক, আচার-সর্বস্ব সমাজ-শিরোমণি, 'নিষ্কলঙ্ক' কর্তাভজার দল, পুলিশী জুলুম, পথেঘাটে-চলা মেয়েদের প্রতি অশোভন ইঙ্গিত এবং আচরণ, ধর্মের নামে ধর্মবিরোধী অশালীন আচরণ, বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীদের বেপরোয়া অশিষ্ট ব্যবহার, আদালতে বিচার-বিভ্রাট, 'রাজধানীর কলঙ্কস্বরূপ' জেলের নরক, শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতকায় কয়েদীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ, নগরের তামাসা, মাইফেল, মদ্যপানের ব্যাপকতা—নক্সাটিতে বর্ণিত এই সব বিষয় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-জীবনের প্রতি দ্বিধাহীন ধিক্কার। সমাজের এই আলেখ্য দর্শন কলকাতার তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিটি স্তর আলোকিত করেনি। সমসাময়িক সমাজজীবনের পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনের প্রভাব বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নি। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টাও অনুল্লিখিত। লেখক কষাঘাতের জন্য বেছে নিয়েছেন সমাজের এক শ্রেণীর ক্লেদাক্ত প্রাণীকে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি ঔদাসীন্যের দাস। যারা নব প্রচারিত যুক্তিবাদী ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রবহীন জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার স্থূল কাঠামোর মধ্যেই যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন জীবনধারণের সার্থকতা। নীতিজ্ঞানবিবর্জিত, তোষামোদপুষ্ট, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের মধ্যেই যারা খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের চরম সার্থকতা। শিক্ষার আলোক ও বিবেকবুদ্ধি বঞ্চিত সেই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত চাটুকারশোভিত, বিত্তবান শ্রেণীর চিত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। দর্পণের মাধ্যমে 'ভাঁড়' এদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের (অথবা চরিত্রহীনতার) প্রতিফলন তুলে ধরেছেন। সাধারণভাবে 'বাবু'দের আচরণের ভালোমন্দ, সঙ্গতি-অসঙ্গতির দিক তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা নিছক একদেশদর্শী চিত্র-পরিবেশকের ভূমিকা। সংস্কারকের ভূমিকা তিনি সাধ্যমত পরিহার করেছেন।

ইংরেজ কোম্পানীর গোড়ার দিকে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং চাকুরীর সূত্র ধরে কলকাতার সমাজজীবনে যে সব নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজজীবনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার কোন পরিচয় 'ভাঁড়ের' রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই সব নতুন গজিয়ে ওঠা হঠাৎ-বড়লোকদের বংশধররা শুধু কাঞ্চন কৌলীন্যের উপর নির্ভর করে নতুন চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার থেকে কি ভাবে তৎকালীন সমাজের ভিত্তিমূল

দুর্বল করে তুলেছিলেন তারই চিত্র পরিবেশন করেছেন গ্রন্থকার। তথাকথিত 'বাবু' ছাড়া তাঁর কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা—কেরাণী, চাকুরে, উকীল মোক্তারের দল। এদের চরিত্র এবং চালচলনের অসঙ্গতির প্রতি লেখক নির্দয় কষাঘাত হেনেছেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কেও তিনি পরিপূর্ণ সচেতন। বিলাতফেরত আধা সাহেবদের শ্বেতাঙ্গ ভক্তি এবং বিদেশী রীতিনীতির প্রতি অন্ধ নিষ্ঠাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তথাকথিত ধর্মীয় সম্প্রদায় সমূহের আচার-সর্বস্বতা এবং ভণ্ডামিকে তিনি বিদ্ধ করেছেন তীব্র বিদ্রূপের বাণে। কাহিনী-চিত্রকারের ভূমিকা অতিক্রম করে তিনি এখানেই কিছু পরিমাণে উত্তীর্ণ হয়েছেন সমালোচকের ভূমিকায়।

বিশেষ কয়েকটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি শুধুই কি বিদ্রূপ-বিলাস? সমাজ-জীবনের অসঙ্গতি আর ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক উক্তি লেখকের রচনাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যে সব উন্নততর বিধি-ব্যবস্থার ফলে শহরের জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কেও তাঁর ভাড়ামি সচেতন। কলের জল, খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ের সনাতনী নির্দেশের কঠোরতা হ্রাস, পাশ্চাত্য রীতিনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব—এ সব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মাধ্যমে 'ভাঁড়' তুলে ধরেছেন একদিকে পুরনো কালের অবক্ষয়, অপর দিকে নতুন সমাজের অদূরবর্তী অভ্যুদয়। প্রথমোক্ত বিষয়টি মুখ্য, দ্বিতীয়টি শুধুই ইঙ্গিতবহ।

তবু একটি বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। বইটির নামকরণ সম্পর্কে। 'গুলজার' কথাটির আভিধানিক অর্থ শোভাময়, জাঁকজমকপূর্ণ, সরগরম, জমজমাট। অথচ 'আভাষে' লেখক মন্তব্য রেখেছেন:

“কোথা থেকে ভাবনা এল যে সহরটা আজকাল কিছু বিমর্ষ যেন আমীর খাঁর মতন দায়ে ঠেকেচে।”

এরপর আরও লিখেছেন, “আমি পূর্ব্বে সহরের নিঝুম অবস্থা নিয়ে গোল করি! ঝড়ের পর, বজ্রাঘাতের পর…যেমন নিরব নিস্তব্ধ, গুলজার সহরটা তেম্নি তালঠাণ্ডা কচ্চে, কিছুই ধুমধাম নাই, ‘অন্ধ জাগ, না কিবা রাত, কিবা দিন’ মতন কালও যেমন ছিল, আজও তেম্নি।”

যে বছরে বইটি প্রকাশিত হয় সেটি নিঃসন্দেহে কলকাতার জমজমাটের যুগ।

শহরের লোকসংখ্যা তখন যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটের সংখ্যা। ঘটেছে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধানের সমাবেশ। শুধু বাইরের দিক থেকেই নয়, প্রগতিকামী চিন্তাধারা এবং সংস্কারধর্মী মনোভাব লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করে চলেছে শহরের অধিবাসীদের কার্যকলাপ। একদিকে যেমন নবজাগরণের পীঠস্থানরূপে তখন কলকাতা সুপ্রতিষ্ঠিত, অপর দিকে তেমনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা। আপাতদৃষ্টিতে কলকাতা তখন সত্যিই গুলজারনগর। তবু 'ভাঁড়' বেছে নিয়েছেন গুলজারনগরের বিচিত্রধর্মী বহুমুখী জীবনের একটি অধ্যায়ের চিত্রণ। অধ্যায়টি গড়ে উঠেছে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী কি ভাবে মোহের আতিশয্যে গড়ে চলেছিল নিজেদের শ্মশানশয্যা, তারই বাস্তবভিত্তিক পরিচয় কেন্দ্র করে। ঘুণধরা আচারসর্বস্ব সংস্কারবিমুখ সমাজের যে দিকটি লেখকের রচনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা নিতান্তই অবিচ্ছিন্ন অবক্ষয়ের চিত্র। নতুন প্রভাবের হাতছানির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রকাশ করে একশ্রেণীর নরনারী কি ভাবে গুলজারনগরের কৃত্রিম শোভাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে অন্ধ মোহে আবিষ্কার করেছিল তাদের জীবনযাত্রার সার্থকতা তারই মর্মান্তিক ইতিহাসের একটি দিক উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে লেখক ভাঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছেন। তবু সেই ভাঁড়ামির পিছনে আত্মগোপন করে রয়েছে অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ আর দ্রুতগতি অবক্ষয়ের প্রতি নির্বিকার ঔদাসীন্যের জন্য সকরুণ অনুভূতি। ১৯ শতকের কলকাতার এতদ্দেশীয় সমাজের দিগ্‌দর্শন হিসাবে 'গুলজার নগর' কলকাতাপ্রেমী সাধারণ পাঠক ছাড়াও ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন শ্রেণীর মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

সচিত্র গুলজার নগর।

রসেমাখা, বর্ণে আঁকা হয়ে

হরবোলা সেজে

দেখা দিলেন।

ভাঁড় সংকলিত।

* * *

খলের খলতা ভাল, ভালর ভাগ্যে মরা,
সুজনের শাস্তি দিয়ে একি বিচার করা ?
নেকা বোকা ধোঁকা লাগে এম্নি গুণে ভরা,
"চোরবিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।"

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীটে ৩৪ ভবনে বেঙ্গলি প্রিণ্টিং
প্রেসে যন্ত্রিত।

১২৭৮ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা

মূল সংস্করণের আখ্যাপত্র

আভাষ।

'হাটের মেড়া হুজুক্ খোঁজে'।

মনের ভাব মনই জানে, এতে শিশুর আবদার আর উন্মত্তের খেয়ালের মতন কখন যে কি ভাব হবে কেউ বলতে পারে না। মনের কাছে গণকের বুদ্ধি পেছু হাঁটে। উকীলের ইন্‌ডেক্সে ও বন্দির পেঁতেয় মনের কথার নজির নাই, তাতে তাঁদের বুদ্ধি শিকেয় ঝোলে। উকীল বৈদ্য ও ডাক্তর গোঁজামিলনে বড় পটু, পীড়াপীড়ির সময় শিক্কেনবিস নাচুনের মতন উঠানের দোষ দিয়ে সারেন, ভাণ কোরে টাকা নিতে স্বস্ত্যেনি বামুণও এঁদের কাচে হার মানে আদায় করবার সময় এঁরা সাক্ষাৎ তষ্টিরাম। এক দল মড়ার তদ্‌বির করেন আর এক দল তা চাকেন, পয়সা ছাড়লে এঁরা না পারেন হেন কর্ম্মই নাই, এঁরা বড় মানুষের বাড়ীর বদ্‌মাইস ভিক্ষেপুত্তুর ম্যানেজার ও একজিকিটরের মতন ছুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে ফাল হয়ে বেরণ, গুণের ঘাট নাই, বিদ্যের জাহাজ, সুদ্ধ বুদ্ধিটী ওপর দলের কন্‌সালটেসন ভিন্ন ভেসে ভেসে বেড়ায়। ডাক্তররা বরং ভাল এদেশী উকিলের যুড়ি পৃথিবীতে নাই।

সাংখ্য পাতঞ্জল হেমিল্‌টন্ পোড়ে মনের দৌড় ধরা ভার, তবে যা মনে করি তাই করি, কিন্তু এক মিনিট, এক সেকেন্ পরে কি হবে স্বপ্নেও জানি না। মনে মনে এম্নি ভাবচি কোথা হতে ভাবনা এল যে সহরটা আজকাল কিছু বিমর্ষ যেন আমীর খাঁর মতন দায়ে ঠেকেচে। নূতন কাণ্ডর মধ্যে একখান কাগচের দৌলতে ইংরেজি, বাঙ্গালা অনেক ডব্‌কা গোডিম কাগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে খুঁটে না খেতে খেতে কেষ্ট ডাক্‌লেন, এখন কেউ কবে সর্‌বেন তাই ঠাওরাচ্চেন, কেউ খাবি খাচ্চেন। এদের অক্কা পাবার এক হ্যাঁচ্‌কানির ওয়াস্তা, একটু দুঃখ, এঁরা ছেলেদের অনেক জল-

খাবার পয়সা ঠকিয়ে নিলেন, লাভে হতে তারা আরো জেঠা হলো। সহৃদয় সম্পাদকেরা স্কুলের ছেলেদের এক একবার নজরে রাখবেন। স্কুলের বখার ছেলেদের আঁটা ভার, মাষ্টার মশাই তা বেস জানেন. তাদের পাল্লায় কখন ঠেকেও থাকেন, ছেলে পড়ান ঝকমারি। খুদে-মঙ্গলবারে হাবু বাবু ফক্কড়িধরের গাল টিপে ছিলেন তাতে কেউ শিশ্ কেউ জুতর ঠক্‌ঠকি কেউ নাকে কাঠী দিয়ে হ্যাঁস্থ আরম্ভ কর্‌লে, হাবু বাবু রেগে টাঁই, হেড্ মাষ্টারের কাচে রিপোর্ট করতে যান, ছোকরারা অম্নি নেচে হাত্তালি দিয়ে হো হো হরিবোল কোরে উঠ্‌ল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, হুড়হুম্ শব্দ হলো, হেড মাষ্টার নেউলের মতন ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবু বাবু বাছাই কোরে বিচ্ছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেড বাবু তাদের নীচের ক্লাশে নাবিয়ে দেন এমন সময় চতুরংয়ের গাওনা উঠল, ঘু ঘু ঘুর বূলি বেরল, শিশের হিস্‌হিসে ঘর ফেটে গেল, ক্লাশের তামাম ছোকরা 'ধিনিকেষ্ট তিনি তা' কোরে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, হেড্‌বাবুর আক্কেলগুড়ুম, হেড বাবু বেহেড হলেন ছেলে ছোকরাদের বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্‌টে হাবু বাবুকে ধম্‌কে বিদেয় হলেন। হাবু বাবু ছাদনাতলায় বরের মতন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন। এ কথাটী নিতান্ত মিথ্যা নয়, এ কেবল স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী দোষে হয়ে থাকে, স্কুলে নীতিশিক্ষা নাই, যা আছে তা পুথীগত বিদ্যানিবন্ধন বাতিল বোলে ধর্‌তে হবে। এখনকার কেতাদোরস্ত ছোকরাদের হুড়য় বোপদেব অবাক্, অমরকোষ মেড়ো পড়ল, তারা বিলেতের চোর ও ফিরিওলা ব্যাপারীর মতন এক নতূন ঢঙ্গের ভাষা বানিয়েচে, তাতে নিবারণকে 'বানরণী' চোক রাঙ্গাণকে 'কচোণারাঙ্গা' বলা হয়। চলিত টেষ্টের খাতিরে কেতাদার শব্দের একখান অভিধান চাই, ত্রুটির মধ্যে শব্দের ধাত (ধাতু) খুঁজ্রে পাওয়া ভার, ইস্পেলিং দোরস্ত করাও বড় শক্ত। এখন বাঙ্গালির নাম দফায় দফায় নতুন হচ্চে, ফাইলোলজির খাতিরে

ইংরেজিতে কেউ 'ইন্দ্রা চন্দ্রা ঘোষা' সই করেন, কেউ পেণ্টেলন্ কোর্ত্তা পোরে ম্যাষ্টর বানরজি হলেন, কোন মেয়ের শ্রীমতী ও দাসী ঘুচে 'কৃষ্ণকামিনী সরকার' হলো, কৃষ্ণের কলঙ্কটা গেল না ! স্কুল-বয়রা পিদ্রুর পোকে পথে দেখলে সেলাম করে না, এই বেয়াদপ দেখে আলিপুরের কনিষ্ঠ হুজুর খাপ্‌পা হয়ে হেড মাষ্টারের উপর এস্তাহার জারি কল্লেন যে, যে ছেলে কসাইটলার জুরি ও অণ্ডরটেকরদের দেখবামাত্র নেডেকেত্তায় সেলাম না ঠুকবে সে শূলে যাবে। একথা শুনে একটী নধরগোচ থপথপে ছেলে সেদিন ভয়ে ক্লাশের ভেতর এক অপকর্ম্ম কোরে বসে, ভাগ্যিস রাস্তায় কলের জল হয়ে ছিল তাই তার খানসামা ছেলে বাবুর কাপড়খান কেচে দেয়, বাবু উড়ানী পড়েন কলের জল না থাকলে খানসামাকে ঐ কাপড় নিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত নরকভোগ করতে হতো। খানসামারা এঁট সগড়ি ছোন না। কলের জল হয়ে সহরের বড় উপকার হয়েচে, ধর্‌তে গেলে এখন পাড়াগাঁ হতে কলকেতার নরকটলাও স্বর্গ, অন্যবিষয়ে এ যে নরকটলা সেই নরকটলা। বৃষ্টির সময় অভাগা চিৎপুর রোড আর তারই সমান নরকের পথ, সাঁতারে বাবুর লাঞ্ছনা আর কেরাঞ্চির সোয়ারদের (শূকর) গঞ্জনা খেয়ে আরো গভীর নরকে ঝাঁপ দেয়, তাতে ঐ সাঁতারে বাবু আর সোয়াররা খোসবোয় মাখামাখী হয়ে কলকেতার শান্তিরি-রক্ষকদের ও হক্-কোমিস্-বানরকে ঐ নরকের মাঝে মুটীশে এনে তাঁদের ও তাদের গোষ্ঠিকে সেখানকার ম্যাওয়া খাওয়াবার যোগাড় করেন। সেখানকার ম্যাওয়ায় আর নট ম্যাওয়ায় সমান।

কলের জল কেউ কেউ প্রথমে যা লুকিয়েচুরিয়ে খেতেন সম্পষ্টে পারতেন না, রিফরম্‌গোচের ধর্ম্মসভা সে ভয় ঘুচিয়ে দিলেন। এখন কলের জলে শৌচ কর ঠাকুরকে দাও ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়। এক এক ধর্ম্মসভার কোন কোন অধ্যক্ষ হরেক চেহারার ডবল বিপদ। এক জন বাবু বাটপাড়ী কোরে খোসনাম লিখে চিম্‌নিসুইপ ও মিতুয়া-সাহেবদের খয়ের খাঁ হন। চুরি করে আর বাসী ছ্যা ছ্যা

গল্প লেখা, পুরাণ কথায় রহস্য করা, এ দেশের প্রশংসার চাল, এতে কেউ পীরপাকম্বরের পদে উঠলেন। সরস্বতীর সপত্নীপুত্র নিবন্ধন, উমেদার ধোরে লোকের অকারণ কুচ্ছ করা, ঐ বাবুর মতন লোকের আদিক্ষেতার চাল। পুরুষপরম্পরায় দুর্নীতি সংশুদ্ধি উদ্দেশে কেউ নক্‌সা করলে কি প্রস্তাব লিখ্‌লে এঁরা ঐ লেখকদেব কুকুর নেলিয়ে দিয়ে থাকেন তার দরুণ সহরে ইতরমি, বাঁদবামি বেড়ে যায়। ভাঁড়ামির গুণ ও নকসার রস, এখনকাব চেয়ে পূর্ব্বকার বড মানষেরা ভাল বুঝতেন, আক্ষেপ এই যে, এখনকার লোক অধিক চতুর হয়ে, অধিক পোড়েশুনে নক্‌সা ভাড়ামি কম বোঝেন কেউ কেউ তাতে ইতরমি করে থাকেন।

বাটপাড় বাবুর বাড়ীর আবালবৃদ্ধ পর্যন্ত মাথা ধর্‌লে ব্রথ (মুরগীর জুস্‌) খান, বাড়ীব ভেতর হাড়ীশুঁড়ির কের্ত্তন, বাবু বড়াই কোরে থাকেন যে তাঁর আর জন্ম হবে না। এক দল খ্রীষ্টানদের ছেলের আটকৌড়ে ও গোস্তপ্রাশনে, রেবরেণ্ড বোমী সাহেব নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসে ছিলেন, এ ব্যাপার কল্‌কেতার ছবির সামিল। আর এক টেক্কা হিঁদু, রসকেলিতে দ্বিতীয় কেষ্ট ঠাকুর। হিঁদুয়ানিতে মজ্জা অনেক বাধিকা ঠাকবণও পাওয়া যায়, ভিক্ষেপুত্রের সেখানে জয় জয়কার! টেক্কা হিঁদু কখন মগলের পোষাক, কখন মোল্লার পোষাক কখন সাহেবি পোষাক, গায়ে লট্‌কান, আহ্নিকের সময় হিঁদু হন, প্রজা ও খাতকের গলায় ছুরী দেন, রাঁড়ী ভুঁড়ীর সর্ব্বনাশ করেন, গুণের মধ্যে তিনি দাতায় চসম্‌খোর, আর হিঁদুয়ানিতে ভক্তবিটেল।

রকমারি ধর্ম্মসভার রকমারি নীলে। তখন রামযাত্রা হতো, এখন আমরা এক নতূন যাত্রা আঁচ্‌চি, কেননা দিন দিন অনেকগুলি সং বেড়ে যাচ্চে, কেবল ভয়, পাছে লক্ষ্মণৌর পাদসা এঁদের খপ করে কিনে নেন্‌, কি ওলাউঠ চাগে। লক্ষ্মণৌর পাদসা জানওয়ার ও চিড়িয়ার রাজা হয়েও তাঁর সংয়ের রাজা হতে সাধ গেছে! শুনা

যায় এবার হিঁদুমহলে গরু খাবার ব্যবস্থা হবে, তা হলে একটা ষাঁড় ১৫ দিন ধরে কে কত খাও, মা ভগবতী পেটের ভেতর পুজা পাবেন, ভগবতী চর্চ্চড়ী, ভগবতী অম্বল, ঝোলে ভগবতী, ভগবতীর নাম তখন আমাদের ইষ্টিমন্ত্র হবে, তাতে স্বনামখ্যাত হিঁদুদের খাদ্যে ভগবতী ছাটনী হলে রাধুণী বামণীর দায়ে পার হই। হিঁদুয়ানী একখানি জাল (জালিয়াৎ) অবগুণ্ঠ টেনে বসে আচেন, সেই খাতিরে মিস্তিরজারা ধরা পোড়েও পড়েন না, ঘরে ঘরে মিস্তিরজার আবার বাবা আছে। গরু খাবার ব্যবস্থা নূতন কথা নয়. পূর্ব্বে গোমেধযজ্ঞ হতো ; নেড়েরা প্রবল হয়ে গোস্তর বাজার একচেটে করাতে সেকেলে গোবেচারা (গরুর অধম) হিঁদুরা সেই অবধি গরু খেতে ক্ষান্ত হন, আমরা সে জন্য ডালভাত খেয়ে সারা হলেম, যে কিছু বোনেদি জারিজুরী বল ছিল তা স্বধু ঘি দুধের জোরে বিলেতি কুর্ত্তদের অধিষ্ঠানে সে গুড়ে বালী পড়ল, কসাইদের ব্যাপার বেড়ে গেল দেখে একজন বামুণ শূয়ব পুষেচেন, ঘোষেরপো ফুঁকো দিলেন, পিটলি দিলেন, পালো দিলেন, 'এক পো দুদে তিন পো জল' তাঁর সঙ্কেত হলো। ঘৃতয় কাঁঠালি কলা, নারকেলতেল, পোস্তর তেল রেড়ির তেল, শেষ মাছের তেল, আর শূয়রের চর্ব্বি মিশানোর প্রথা হলো (শূয়র পোষায় লাভ আছে।) আমরা কি করি পেটের জ্বালায় তাই খাই কি শূয়র ? না শূয়রের ঘি, কম্পাউণ্ড-ডাইলিউটেড্ অর্থাৎ পালো দেওয়া জলো দুধ। এমন যোত্র নাই, যে বড় দফার মাংস কিনে গায়ে জোর কবি। বিলেতের ফিরং এক দল, বেশী রকমের ইংরেজি মেজাজের ইয়ারলুস্ ছোকরা প্যারিসে গিয়ে ছুচো খেয়ে ছিলেন, এঁদের ঘোড়ার 'কোষ, আর বেরালের গ্লৈ' ভাল লাগে পৃথিবীতে এঁদের তুল্য পণ্ডিত নাই, বিদ্যের দৌড় দেখে কে ? এঁরা এখানকার ইউনিভর সিটির ঝাট, বিলেতি গরু, ষাঁড়ের গোবর, বাঙ্গালিকে ডোণ্ট্ কেয়ার করেন, বাংলা কথা ভুলে গেছেন আত্মীয়দের চিনতে পারেন না আর বানরের মতন লাফিয়ে ও হাত পা নেড়ে

'হাম বড়া' জাঁক করেন।

সাহেবদের কাছে গলাধাক্কা খেলে আমাদের সেই সময় ভারী ইচ্ছে হয় যে, এবার মাংস খেতে সুরু করি, মাংস না খেলে এ দেশের ভদ্রস্থ নাই, অমনি মনে পড়ে যে তা হবার যো নাই, কার সাধ্য পুষ্টিকর মাংস বাড়ীতে আনে? যদিও আমি পুতুল পূজা করি না তবু ও রকম মাংস হাঁড়ীতে ওঠবার নয়, তা হলে আমার রাধুণী তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যাবে, চাকর, দাসী, তার পেছন নেবে, আমি আর রাধুণী, চাকর, দাসী পাব না। যদি বলেন কসাইকালীর ভাগামাংস খাও না কেন? ও মশাই, সে মাংস কালীতেই থাক, আর কালীর চেলাতে থাক্, কারণ তা ষাঁড়ের মাংস, পচা শোরের মাংস আর গোভাগাড়ের মাংস, বেশীর ভাগ্ তা বাসী, কোন দিন তার পচা গন্ধে নাড়ী ওঠে, কোন দিন চর্ব্বীতে ভরা। জোড়্হাত কচ্ছি ক্ষমা করুণ আর অনুরোধ করবেন না আমি পেটরোগা তা জানেন, আমার এমন মাংস হজম হয় না। আসির্ব্বাদ করুন কালীভক্ত চৈতনচুড় মশাইরা তা জন্ম জন্ম লুস্মুন্। ওদফার মাংস মারা মোচনমান্তর বাংঙ্গালীরা পাকে-প্রকারে চলিয়ে থাকেন্।

একজন কাপুড়ে বাবু কলমা পোড়ে, মুর্‌গি পূষে ছিলেন। কাপুড়ে বাবুর স্থলে মাকুঠেলা বোঝায়, কেউ কেউ ধোপা মনে কর্‌তে পারেন, কেননা আজকাল চাষাধোপারা বাবুর প্রধান, এই কম্পাউণ্ড ভেংয়ে একজন চাষা আমাদের কালেক্টর্ আর একজন ধোপা রায়বাহাতুর হবে। শোনা যাচ্ছে এবার লার্ডমেও কাউকে আর বাহাতুর করতে বাকী রাখবেন না, তিনি আপনার মুখ কোন নক্সাওলা আয়নার দেখে ডরিয়ে উঠে্ আপনার হতমান উদ্ধার করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা কোরেচেন যে এবার কাউকে উচু উচু (ওঁচা) খেতাবে লট্‌কে দিতে ক্রুটি কর্‌বেন না, তা হলে আমাদের বহুকেলে কেষ্টা হাড়ি, ছোট আদালতের খোচো উকীল, হাটখোলার সভ্য সা আর পোষ্ট আপিসের প্যায়দা রায়বাহাতুর ও খাঁবাহাদুরে সাজবেন। রাস্তায় রাজার ছড়াছড়ি,

শেয়াল রাজা, ইঁদুর রাজা, ছুঁচো রাজা, কিচ্‌মিচ্‌ কচ্চে। এর মধ্যে কারু হাতে খড়ি হয় নি, ঢেরাসই করেন যেন সোণার গাধা, কেউ হাটবাজার করেন, এঁর অন্দরমহল পর্য্যন্ত ভাড়া, দেখতে ঠিক প্যায়দা সাহেব, কেউ দালালী করেন, গাঁতের মাল কেনেন্, চুট্‌কির দোকানে বখরা আছে আর ইয়ারগোচের বাবুদের কাছে রকমসই ঘটকালি করেন। পথে রাজার ভিড়ে চলা ভার। একজন ইঞ্জিনিয়ার্ কলকেতার জুষ্টিষ্‌দের পরামর্শ দিয়েচেন যে, রাজার হাড় ভেঙ্গে খোয়া কোরে রাস্তা তয়ের হতে পারে, রাজার হাড় পাথরের চেয়ে শক্ত আর তাতে খরচ নাই। হগ্‌ সাহেব তাতে রাজি হয়েচেন, এ কথা সত্য হলে এবার রাজার বাজার নিয়ে টানাটানি। রাজা হওয়া মুস্কিলের দায়।

আমি কাপুড়ে বাবুকে ছেড়ে এলেম্ ফের তাঁর নেগাল্ ধরি। কাপুড়ে বাবু তাঁতিও নন্ ধোপাও নন্, এঁর ভেতরে ছুঁচর কের্ত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন, একেই বলে ফোতনবাবি। বাবু বড় সাখরচে একটী পয়সার মাবাপ, সোণালি রূপলি, (মুড়ি মুড়কি) জলযোগ করেন, সকাল বেলা এঁর্ পূর্ব্বপুরুষের নাম কল্লে পেটের ভাত চাল হোয়ে যেত এই ভয়ে আমরা কচি বেলায় ভুলেও ঐ মহাপুরুষের নাম করতেম না, ঐ ভয়ে তাঁর চলিত ডাক নাম ফোস্কেচাঁদ হয়ে পড়ে। কাপুড়ে বাবু বেশ্যার চরণদাস, তুমি আমি তাঁর মজলিসে খবরে আসি না সোনারবেণে শুঁড়ীর এক সানকের ইয়ার, তাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, তাঁর একখানা পালকী গাড়ী আর একটী ঘোড়া আছে। গাড়ী আজকাল কারেন্ট চাল, তবে দইব কেউ হাঁটা ২ করেন, আমরা জানি একজন বড়মানুষ, গোছেগাছে আর পাঁওদলে পাড়ী মারেন। ইনি কারকারবারে অনেক টাকা রোজগার করেন, সঙ্গতি তিন লাখ টাকার উইধরা কোম্পানির কাগজ যা একসময় না এক সময় কাগজবদলওলারাও ছোঁবে না, এ সেওয়ায় বাড়ীখানি বেচে পুঁজী কোরে মথুরা পুরীতে আড্‌ডা গেড়েচেন। বাবুর বড় গেরস্থারী চাল হাত

দিয়ে জল গলে না। বাবু আগে আগে হাঁটুপ্রমাণ চাপকান আর হাঁটুওঠা পাজামা, বাজার থেকে, দাঁও মাফিক নিলেম কি নিমতলার দাহর ঘাট থেকে কিনে তা পোরে আপিসে যেতেন, একদিন জনেক উগ্রপ্রতাপ ইংরেজ, বাবুর আপিসে এসে ছিলেন তিনি বাবুকে দেখে চুরট ধরাবার জন্যে দপ্তুরি আগ্‌লিয়াও বলাতে বাবু গ্যাঁই গুঁই গোড়িমাসি করাতে সাহেব চোটে লাল হয়ে বাবুকে প্রাকটিক্যালি সু প্রাকটিস্ শেখান, বাবু সে অবধি একটু পোষাকের তদবির কোরেচেন। সাহেব মিউটিনির সেপাইদের হাতে ঠেকে সু প্রাকটিস শিখে ছিলেন। মশাইরা এই সুযোগে 'জুতি মারা ছোড়্ দেও' কথা মনে করবেন! পুঁজীশ্বর বাবু বেশীর ভাগ হেঁটে তার নীচে অন্যর গাড়ীর কোচবাক্সে আর কদাচ বটতলার ভাগা ছক্কড়ে কি সদরঘাটের চল্‌তি পান্‌সিতে যান। পূর্ব্বে সুবিধামাফিক ময়লাফেলা গাড়ীতে গরুরগাড়ী ও ছক্কড়ের পেছনে বোসে যেতেন, এক দিন গোটাকত ডান্‌পিটে ছেলে তাঁর গায়ে থুতু দিয়ে, গাড়য়ান পেছ ভারী বলাতে গাড়য়ান তাঁকে চাব্‌কে দেয় বাবুর তাতে মান বাড়ে আর তিনি সেই খাতিরে গাড়ীর পেছনে বসা কেমন সুখ জেনেচেন। আর একটি কথা মনে পড়ল সেটিও মজাদারী, গাঁটকাটা হবাচন্দ্র উকিলের গবাচন্দ্র আর্টিকেল ক্লার্ক আছে, ক্লার্কবাবু বড় সোখন তাঁর একটু গরমি সয়না, নিয়মিত অট্টালিকার ভেতর মূর্চ্ছা যান, এজন্যে তাঁর ঘরের ছাত খোলা, লিখেন খোলা, তিনি জামাতে দরজা জানালা রাখেন আর গাড়ীর খড়্‌খড়ি রাখেন নাই। ক্লার্ক বাবু নিলেমে এক খানা ময়লা ফেলা গাড়ী কিনে ছিলেন, তার চারদিকে চারটে ডাণ্ডা, তার ওপর একখান ঢাকনী তুলে দেওয়া যায়, একুনে এই সরঞ্জমে ঐ ঠাটের নাম গাড়ী, রাখেন। জেয়াদা বৃষ্টির সময় ঢাক্‌নীর ওপর পাল্ ঢাকা হয়, ডাণ্ডার ফাঁকের মধ্যে ছেঁড়া থোলের পরদা পড়ে, সেইসময় বাবুকে খাঁচাঢাকা এক রকম চিড়িয়া বোধ হয়। খাঁচার উপযুক্ত বাহনটীও মিলেচে, সেটী চিনে খুঁজে নিতে বাবুকে অনেক কষ্ট পেত্তে

হয়ে ছিল, সেটী একটী ফর্‌মেজে গাধার বাচ্ছা, বাবু তাঁকে শুভ চক্ষে ঘোড়া দেখে থাকেন, তাতে কেউ তক্‌বার কর্‌লে, বাবু তাঁকে 'তুমি কানা, তোমার কোন পুরুষে ঘোড়া চেনে না' বোলে খেদিয়ে দেন, তাতে একএক সময় বাবুর চার দিকে এত লোক ঘিরে দাঁড়ায়, এত ফুসফুস্‌নি, গুজগুজনি, টিটকিরি হতে থাকে, এত, 'লেগে যা ফেল্লেগে যা, নাচে রে মন্নুয়ার' বুলি ওঠে, যে বাবু তাতে সাধামত চ্যালঞ্জ কোরেও শেষ সইতে না পেরে যেন 'ধুনর গন্ধে মনসা নাচের মতন ক্ষেপে ওঠেন' বাবু যত ক্ষেপে ওঠেন পোড়া মিন্‌ষেরা ততই ঠাট্টা মস্করা করে। বাহনটী আবার ক্ষ্যাপেন, তিনি হেল্‌তেছুল্‌তে বেট্টয়াব ছুল্‌কি চালে এক পা যান্ চার পা পেছন, মধ্যেমধ্যে কোলুর ঘানি ভেবে পাক দেন আর থেকে থেকে গোঁ ধরেন, হয়ত একএক বার মাতালের মতন বেহুঁস্ হয়ে কুঁপোকাৎ। বাহনটী মান করলে সে মান ভাঙ্গা বিষম, কোচমানের চক্ষুস্থির, কোচমান গায়ে হাত বুলিয়ে, চুমকড়ি দিয়ে, মিষ্টি কথা বোলে, মান ভাংতে দূতীগিরি করে, বাবু তাতে যুটি দেন. পরে অনেক সাধ্যসাধনায় বাহনটী গা তোলেন, কোচমান তার মুখ ধোরে হড়-হড়্ কোরে টেনে নিয়ে যায়, বাবু কোচবাক্সে উঠে রাস্ ধরেন। ক্লার্ক বাবু আইন দেখে অনেক ঠাউরে বেছেবেছে গাড়ীঘোড়া পেয়ে ছিলেন, তাই তিনি 'লাইসেন্‌স' আইনকে জব্দ কোরেচেন, বাবুর কাচে ঐ আইনের কোন ধারা খাটে না, এ জন্যে সাঁউখোড়্ সাহেব তাঁকে বাঘ জ্ঞান করেন। সাহেব চুরিতে বড় বেজার চুরি কেমন তা জানেন না!

এখন ৪০ টাকার কেরাণী একখান গাড়ী রেখে থাকেন, তার ৩০ টাকা গাড়ীতে যায় বাকী টাকা কল্মীশাগ আর বুক্‌ড়ি চালে টাকা 'সোপরদ্দ' হয়। একজন, কেরাণীর ভাগে গাড়ী আচে। কেরাণীরপো অনেক মাইনে পান্, নগদ ৫০০০০ টাকা এ ছাড়া তাঁর বখরায় একটী আড়ৎ আচে। তাঁর ছোট ভাই সেই আপিসে ১০ টাকা মাইনে পেত, তাতে তার মাকে খেতে দিতে হতো

বোলে ঐ কটী টাকাতে আঁটত না, বড় দাদা 'বাপের পরিবারকে' খেতে দেন্ না। এমন অনেক বড় দাদা, মেজ দাদা, আছেন যাঁরা ঐ বড় দাদার দোসর, বড় দাদার আবার বাবা আচে, তিনি ছেলেকে ভেন্ন্য কোরে দেন আর রাঁড়ের ছেলে কি চতুর্থ পক্ষের সংসার নিয়ে বুড়খোকা হয়ে ঘরকন্না করেন, কল্‌কেতার এ একরকম নীলে। বুড়র স্ত্রী, বুড়কে জুজু বানান্। ছোট ভাই মাইনে বৃদ্ধির জন্যে দরখাস্ত করে, সাহেব বলেন, তার টাকার দরকার কি? সাহেবদের সংস্কার আছে যে 'আপ্নি আর কোপ্নী' এ বই পৃথিবীতে কেউ আপনার নয়। ছোট ভায়া উত্তর করে 'আমি মাকে খেতে দিই' সাহেব ব্যাওরা শুনে তার মাইনে বাড়িয়ে দেন।

হরিবোল্! আমাদের সে কাপুড়ে বাবু কোথায় লুকলেন? অনেক ক্ষণ হলো আমি একজন কাপুড়ে বাবুর মুরগি পোষার গপপ কইতে ছিলেম, কইতে ২ তিনি আমার হাত ছেড়ে কোথায় পলালেন, এখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া ভার। রোসো একবার খুঁজে দেখি, এই যে গো আস্তাবোলে লুকিয়ে, এখন কি হয়? কাপুড়ে বাবু বেরুলেন। কাপুড়ে বাবুর ঘোড়াটির ব্যামো হলে, গাড়ীটি ভাংলে, তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে সে সব ধার কোরে আনেন তাতে সুদ লাগে না। কাপুড়ে বাবুর শ্বশুরবাড়ী বনগ্রামে, বাবুর শ্বশুরের ডাকনাম পির্ রাজা মুনসি, কেউ তাঁকে কত্তামশাই বলে, কেউ মুন্‌সিরপো বোলে থাকে। মুন্‌সিজি ঢেঁকি কায়েৎ, পূর্ব্বে এঁর বংশের স্ত্রীরা সুরকি কুট্‌ত, একবার তাঁকে নিয়ে পিরিলি বোলে বড় ঘোঁট হয়। মুন্‌সিরপো পূর্ব্বে সরকারী কর্‌তেন, তাঁর মনিবরা উচ্ছন্ন গেলে তাঁদের কিছু সাতিয়ে উঞ্ছবৃত্তি কোরে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ফেঁপে ওঠেন। সহরে এ রকমে অনেক উলুবুনো কাস্তে ছেড়ে মাথালো হলেন। ফলে মুন্‌সি মশাই অতি অমায়িক লোক।

কাপুড়ে বাবু মুরগি পুষে আস্তাবলে রাখতেন, মুরগি পোষায় লাভ আছে, ক্ষতির মধ্যে ভোরের বেলায় 'ওঠ্‌রে টোঙ্গর' বুলিতে

ঘুম ভাঙ্গায়। বাবুর সইস মুরগি রেঁধে বৈঠকখানায় বাবুকে দিত, সইসের রস্থুই বড় মিঠে।

সোণার ঘড়ী আর চেন ঝুলিয়ে সিমলে ফরেসডাঙ্গার ফিণফিণে ধুতি পোরে, একটী ঘেরাটক গায়ে আর চোকে পরকলা দিয়ে বাবু সাজা বড় সহজ। এখানকার আতুঁড়ে ছেলে ষেটেবা পূজ না হোতেই চোখের মাতা খান্ পরকলা বসান সভা চালের সেরা আর পেটে থেকে পাণ্ডিত্বের চিহ্ন। পরকলা-সাজেব একটি গোঁসাই বাবু আছেন, গোঁসাই বাবু ব্রাণ্ডিটাআস্‌টা খেয়ে থাকেন তা প্রায় পরের মাথায় কাঁটাল ভেংয়ে এইজন্যে গুটিকত ছোটলোককে ইয়ার করেচেন, ছোটলোক ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়ার্‌কিতে কৃতার্থ হয়। ভদ্রেরা তাদের কাপ্তেন পান কিন্তু কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে এ বিধায়ে ঐ ছোটলোকেরা গোঁসায়ের ক্রিয়াকর্ম্মে দলপতি, কেউ কর্ম্মকর্ত্তার ক্লাশে ওঠে, হয়ত সভার মাঝে প্রভূর ওপর অপমানজনক লিবার্টি ন্যায়, বাবুর যদিও তাতে মাথা হেঁট হয় 'পাঁপোরে' ড্রিং কিং দরুণ বাবুকে, 'তোর পায়ে পড়ি না তোর কাযের পায়ে পড়ি' মনে কর্‌তে হয়, সুতরাং গবারাম ও বাঞ্ছারামের দল, প্রভূর গুরুপুত্তুর হয়েছে। সেবার প্রভূর ছেলের বিয়েতে রাঁড়মহলে শুঁড়ি সোনারবেণের বাড়ী ঘড়া বিলান হয়, পোড়ারমুখো জ্ঞাতিরা কেউ একখান তাওয়া পান, কেউ কলা চূষেন। কলাচোষা জ্ঞাতি চোটে গিয়ে একবার ভোঁভাঁ দলপতি ও পালেরগোদাদের নাড়াচাড়া দেন। আর কি সেকাল্ আছে, দলপতিরা এখন খেতে পান্ না, কেউ তাঁদের কেয়ার করে না, সেই ভয়ে ভোঁভাঁ দলপতি ও পালের গোদারা পেছ্‌কাটানে জবাব দিয়ে সরে পড়্‌লেন; কলাচোষা জ্ঞাতির জারিজুরী ভেঙ্গে গেল।

আমি পূর্ব্বে সহরের নিঝুম অবস্থা নিয়ে গোল করি। ঝড়ের পর বজ্রাঘাতের পর, পাড়া-কুঁতুলে মাগীদের কন্দলের পর সৃষ্টি যেমন নিরব নিস্তব্ধ, গুল্‌জার সহরটা তেম্নি তালঠাণ্ডা কচ্চে, কিছুই ধুমধাম নাই, 'অন্ধ জাগ, না কিবা রাত কিবা দিন' মতন কালও যেমন ছিল

আজও তেম্নি, কেবল জনকত লোক পটলতুলেছে আর জনকত বেগুণ বেচেছে, গোটাকত আঁতুড়ে ছেলে জন্মে অবধি 'চ্যাঁ ভ্যাঁ' কচ্চে, এর মধ্যে হাসবার খবর শোনা যায়, যে, অমুকবাবু লাফিয়ে 'রায়বাহাদুরে' উঠলেন কেঁয়ে বাঙ্গাল X. Y. Z. পাস্ কল্লে, এই উৎসাহহীন খবর ভিন্ন সহরত নিছক্ চুপ্। মনেমনে ভাবচি যে কি করি, এদিকে চাই দূরবীণকসা গোচ চাই তবুও বুদ্ধির থৈ পাই নে। শেষ কিছুই ঠিক করতে না পেরে আমি মনের খেয়ালে, বৈকালে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় বেড়াতে বেরুলেম, যেতে যেতে জগন্নাথের ঘাটের উত্তর দিকে উপস্থিত। ঐ স্থানে তখন ঐ রাস্তা কম্প্লিট হয় নাই, দক্ষিণে ঘাট, উত্তরে রাস্তার শেষ সীমা, মধ্যস্থলে ঘোঁজের মতন নাবাল ভূমি, তাতে জঙ্গলা ঘাস কাঁটা লতা হয়েছে, জোয়ারের সময় ঐ মধ্য ভাগের সঙ্কীর্ণ নিম্ন ভুমিতে ভাগীরথী প্রবেশ করেন, তাতে ঐ দুর্গন্ধ পঙ্কময় স্থল আপন সংকীর্ণ ক্রোড়ে যেন বাৎসল্য নির্ব্বিশেষে ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র পান্সিদিগকে ঝড় তুফানের সময় আশ্রয় দেয়। সময় বিশেষে নীচে হতেও মহদুপকার হয়।

আমি ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের সেই অলোকসামান্যা, প্রেমদা, সুখদা কীর্ত্তি, তন্মধ্য প্রবাহ দর্শন আর সলিল-স্পর্শ-শীতল বায়ু সেবন কোরে পাদবিহার-শ্রম অপনয়ন করতে লাগলেম, দেখলেম, সহস্র সহস্র তরণী বায়ুহিল্লোলে জাহ্নবীর কোমল বক্ষে ঢুলুঢুলু ভাবে দোলায়মানা হতেছে, কোথায় বা লৌহ-বর্ম্মের বাস্পতরী গভীর নিনাদে অহরহ কঠিন নিয়মের দূতীপণা করতেছে, অদূরে স্বর্ণাক্ষরে স্বর্ণহারে সেজে বিশাল অর্ণবযানগুলি হাবভাবে মোহিত করতেছে, বিচিত্র পতাকা তাদের শীরোভূষণ হয়ে অনিল সহযোগে চারু কম্পিত, ক্ষণ বিশ্রাম প্রাপ্ত, কখন বা মনের সাধে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে, যে রকমে ইচ্ছা সেই রকমে, হেলেদুলে, ফর্‌ফর্ ধ্বনিতে দোদুল্যমান হতেছে। জাহাজের সাজ ও পতাকার রঙ্গ দেখে বোধ হয় যেন কোন মনোহারিণী রমণী কুহকজাল পেতে বণিকদের ভাণ কোরে

াক্‌চে। ঐ সরসীর কূলে একধারায় শ্রেণীবদ্ধ মিশ্রবর্ণের বালহংস ্রোতের সঙ্গে সানন্দে ও নিঃশঙ্কে ভেসে বেড়াচ্ছে, বোধ হচ্চে, যেন গঙ্গার কোমল অঙ্গে হাসফুল ফুটে ভাস্‌ছে। বকেরা দুগ্ধফেণনিভ অতুল সজ্জায় ধীরে ধীরে পাদক্ষেপণে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কচ্চে, কখন বা আকাশপথে উঠে দূরবীক্ষণ-দৃষ্টিতে আচম্বিত জলস্থ মীনকে ধর্‌তেছে। তটিনী তটে রাজহংস স্বগণযুথে ধবলাঙ্গ শোভায়, মদোন্মত্ত সুঠাম গতিতে মন হরণ করতঃ আনন্দে কলরব কর্‌তেছে, কখন জলে ডুবছে অমনি যেন রঙ্গ কোরে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠচে। পক্ষীর রব, বাহিত তরীর সাঁ সাঁ নাদ, কলের হোঁস্‌হোঁস্‌ গর্জ্জন, উড্ডীন চামচিকার কিচ্‌মিচ, ও ট্রুং প্রিং শীশ্‌, জলের কল্‌কল্‌ ধ্বনি, আর বায়ুর ফিসফিসনি শুনে আমার মন ভরপূর মোজে গেল। গঙ্গার অপর পারে পাদপের বাহার, শূন্যভরে নীলাম্বুর ছটা, তন্মধ্যে সূর্য্যদেবের পরিহাস ও লুকাচুরি আর তীরস্থ নব দুর্ব্বাদলের লাবণ্যে আমি ভুলে গেলেম। ভাগীরথীর অপর তীরের কলযন্ত্রের আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য কীর্ত্তি, আমার মতন অল্পমতিকে শিখাচ্চে যে, 'দেখ, এই কীর্ত্তিরাশি তোমাদের নয়, এ যখন তোমাদের হবে তখন তোমার দেশের শ্রী ফিরবে, তখন তোমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদঙ্গম কর্‌বে। যত দিন তোমরা কলযন্ত্র ও বাণিজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকবে, যত দিন উৎসাহ সাহস ও ঐক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না কর্‌বে, তা যত দিন পুরুষ-পরম্পরায় নিয়ম ও সামাজিক আচারের দাস থাক্‌বে, তত দিন কেবল দাসত্বশৃঙ্খল বহন কর।' এমন সময় সেই ঘোজের মতন নাবাল ভূমি আমার চোকে ঠেক্‌লো, তা দেখে ভাবলেম, যে 'হায় কি দুর্ভাগ্য। তোমার অদৃষ্টে আর কত যন্ত্রণা আচে? আহা! তুমি যেন মাতৃহীন শিশুর মতন পোড়ে পোড়ে 'হেহ্‌র্চ্চ'! তোমার পাপ কবে মোচন হবে? কবে ট্রষ্টিরা তোমার দুরবস্থার সংস্কার কর্‌বেন? কখন্‌ তোমার বক্ষঃস্থল বলবীর্য্যে উচ্চ ও প্রসারিত হবে, আর তোমার আশ্রয়ে শতশত লোক নিত্যনিত্য

সোজা পথে চরণ চালন কর্‌বে ? এখন তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাঁক ও জঙ্গলের আধার হয়েচ, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট ফির্‌লে, তোমার আশ্রয়ে বাণিজ্যের সুবিধা হবে।' মনেমনে এমন কল্পনা কচ্চি. সেই সময় সেই ত্যজ্য হতভাগা স্থলে এক অদ্ভুত পদার্থ দেখতে পেলেম। জগদীশ্বর যে কখন কাকে আশার অতীত ফল দিয়ে মনের মালিন্য দূর করেন যাঁর অকৃত্রিম আশ্রয় প্রেম ও আসির্ব্বাদে আমরা দৈহিক ও মানসিক পীড়া খর্ব্ব করে স্নেহের মধুর রসে, ধর্ম্মের ভক্তি বসে দয়ার আর্দ্র রসে, বিচলিত মনকে সুস্থির করি তা আমরা পূর্ব্বাহ্ণে স্বপ্নেও জান্‌তে পারি না।

আমি যে অদ্ভুত পদার্থটী দেখে ছিলেম তা একখানা খাতা, বোধ হলো কোন অসাবধানী বণিক ভ্রমক্রমে তা ফেলে গেচে, কিন্তু তা কি, জান্‌বার জন্যে 'আশাবাই' তৃপ্তীচ্ছায় আমি অতি কষ্টে নীচে নামিয়া খাতাখান তুলে নিলেম, পরে ওপরে উঠে তা খুলে দেখি যে সেখান হিসাবের খাতা নয়, তার লেখা দেখে তখন বোধ হলো যে নর্‌মাল্‌ স্কুলের কোন ছাত্র মনের খেয়ালে নানা বিষয়িণী রচনা কোরেচে। কাল কারু দাস নয়, উল্লেখিত নানা বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকায় সায়ংকাল যে উপস্থিত হয়েচে, এমন কি ষোড়শ কলায় সেজে নিশিপতি নিশীথিনিকে কোলে কোরে বোসেচেন, তাতে সপত্নী তারকাদল অভিমানে গাঢাকা দিয়েচে তা আমার কিঞ্চিৎ বিলম্বে স্মরণ হলো। যে মাত্র আমার হুঁস্‌, হয়েচে অমনি কুহকিনী যামিনীর নির্দ্দেশে মায়া-রূপ বিশাল পাশ তৎক্ষণাৎ আমার বিদ্যাবুদ্ধি চম্‌কে দিলে, আর আমায় ঐ পাশে জড়িয়ে হড়্‌হড়্‌ কোরে টান্‌তে২ কোথায় যে নিয়ে চল্‌লো—পরে দেখি আমি বাড়ীতে এসেচি। বাড়ীতে এসে খাতাখান উল্‌টেপাল্‌টে দেখি ব্যাপারখান কি। পাত উল্‌টান যা, ঘুমনও তা। ঘোষেদের ছেলের বড় আটা, ছেলে রাতদিন পড়ে অর্থাৎ আড়কাট না দেখে পাত ওল্‌টায়, বাপ মনে করেন বাছার কি পড়ায় যত্ন, বোয়েতে মুখেতে লেগিই আছে।

বুঝ্‌লেম পাত উলটানর কর্ম্ম নয়! একটু একটু পোড়ে দেখি, ক্রমে পড়া বেড়ে যাচ্ছে, পড়তেপড়তে ফস কোরে বেরিয়ে পড়্‌লো। কি? একটী মজাদার গল্প, কিন্তু কে লিখেচেন, তামাম খুঁজে কিছুই ঠিক কর্‌তে পাল্লেম না। গল্পটির নাম 'সচিত্র গুলজ্জার নগর।' আমি ঐ পিতৃহীন অপত্যকে কুড়িয়ে পেয়ে সস্নেহে তাকে লালনপালন কর্‌তে লাগলেম, দুঃখেব বিষয় অপত্যটি কারু সঙ্গে মেশে না, বড় স্বাধীন একটু অসইরণ সইতে পারে না, তাতে ভয় হয় কখন কোন্ ডান্‌পিটের হাতে পোড়ে শিকেয় ঝুলে মরে। আমার এখন শেষ দসা, বেঁচে থাক্‌তেথাক্‌তে এটিকে মশাইদের হাতে হাতে সঁপে দিলেম্ কৃপাকোরে এর দোষ গ্রহণ করবেন না। এখন আমি বিদেয় হই আপনারা এটিকে নিয়ে ঘরকন্না করুণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের নায়ক হাবুডুবু খেয়ে খুঁটে খেতে শেখেন।

রাত দুইপ্রহর, চরাচর প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ, বোধ হয় কেউ বেঁচে নাই, কেবল গোচ্ছার কঠিন-প্রাণ জোনাকপোকা, উইপোকা, ঢোঁড়াসাপ, কালপেঁচা ঝিঁ ২ ঝুন্ ঝুন্, কর্কশ ধ্বনি, ও গর্জনে, রাতটা সরগরম্ করবার উদ্যোগ পাচ্চে কিন্তু তাদের চেষ্টা কাটবেরালের সাগর বাঁধার মত বৃথা হচ্চে। দৈবাৎ কারু বাড়ী একটি কচি ছেলে বেরালের ঝকড়ার বোল্ শিখে ন্যাকা কান্না কাঁদচে. তাতে ছেলের মা 'ও আয়রে' বোলে চাপ্ড়ে ২ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্চেন, এক বাড়ী থেকে চাকর বাবুরা বেরলেন আর একজন চাকর পালা মাফিক্ অমনি দরজা বন্ধ কল্লে, ঐ ছোট পদের বাবুরা চোলে গেলে রাস্তা একেবারে নিস্তব্ধ, খালি একজন দোকানির নাক ডাকাতে ওপরতলার বাবুর রাখিত মেয়েমানুষের ঘুম ভাঙ্গাতে বাবু এক নাদনা হাতে কোরে মারবার সাজে দোকানিকে কড়কাচ্চেন, আর এক বাড়ীতে এক বাবু ইয়ারকির হদ্দ কোরে ফিরে এসে সদর দোর ঠ্যাংয়াচ্চেন, তাতে বোধ হলো যেন ডাকাত পোড়্লো। রঙ্গভূমির এ রঙ্গটী ছেড়ে গেলে আবার সকলি নিস্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে হেথায়সেথায় চোরের মাসতুতভাইদের হাম্বা রব শোনা যাচ্চে, চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, ঘুরঘুটে অন্ধকার, কেবল বড়রাস্তা ফুট্ ফুট্ কচ্চে, তা গলি ঘুঁজিতে মূলে আলো নেই, সেখানে চোরের পোয়াবারো। রাস্তায় জনমানবের সাড়াসুড়া নাই, কেবল গলিঘোঁজে দুএকজন অষ্টরম্ভাভবিষ্যতিগোচ বারফট্কা বাবু কি ঠাকুরদার বাপের বইসি আইবুড় ছোঁড়া, ফুস্-ফুস্ কচ্চে, উপরের বারণ্ডা পাণে উকিঝুকি মাচ্চে, আর একবার যেন কন্ভলসানের চোটে

ঝোঁকে ২ কেতাদোরস্ত গল্লার্থেঁকরি দিচ্চে। হয়ত ঐ বারাণ্ডা থেকে 'প্রেম করা নয় মানুষ মারা' রকমারি গান উট্‌চে, ছোঁড়ারা সেই সূত্রে কেতাদার পাণের দোনা প্যালা দিচ্চে। কোথায় একজন পেঁচি মাতাল নর্দমায় পোড়ে খাবি খাচ্চেন, থেকে থেকে তাঁর কাচে কুকুরটাআসটা ঘুনিয়ে এসে তাঁর মুখ চাটাতে, প্রেয়সী জ্ঞানে তিনি তাকে ধোরেচেন, তাতে কুকুরটা দুঃশীলা স্ত্রীলোকের মতন তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে শেষ দন্তাঘাতে তাঁর রক্তপাত কচ্চে। সরগরমের মধ্যে এই, আলোর মধ্যে জোনাকের গুহ্যের আলো, উল্কাপাতের চকিত আলো, গলি মোড়ে টিম্‌টিমে তেলের আলো। বার বছর পূর্ব্বে নগরের চিত্র এর অপেক্ষা বিদকুটে ছিল। যেখানে এ দেশের এক প্রধান কর্ম্মচারী আপন অকর্ম্মণ্য নাম স্বার্থক কচ্চে, যেখানে কীর্ত্তিস্তম্ভরূপ বিডন্‌ ইষ্ট্রীট সেই কীর্ত্তিধরকে ঠাট্টা কচ্চে, আর যা ময়লাটোলার প্রথম অঙ্গরাগের দৃষ্টান্ত দেখায়, ভেবে দেখলে কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থান কি ছিল? আমরা ঐ স্থানকে মাখনওলার গলি বলতেম। ঐ গলিতে যে কত খুন, গলায় দড়ি, বিষ খেয়ে মরা, কত ভয়ানক চুরি, সিঁধ, দাঙ্গা মাতলামি, ঢলাঢলি, অবাধে হয়ে গেছে ধরাও পড়ে নাই তা স্মরণ কল্লে গা শীউরে ওটে, এমন কি কেবল বক্‌না পিয়ারীর নামে জ্বর আস্‌ত, হাবসী মাধায়ের নামে রক্ত শুকাত আর ফল্‌না হাফ্‌ হিঁদুর নামে পুটকি পর্য্যন্ত চুইয়ে যেত। তখন ঐ স্থান স্কুলের ছোকরাদের মারামারির আড্ডা ছিল, হাপসী মাধাই, খুনে গোক্‌লো, গুলজার নগরের মাথালোমাথালো লোক। স্কুলের বওয়াটে ছোঁড়াদের হোতে তাঁদের ডানহাতের ব্যাপার নির্ব্বাহ হতো, সন্ধের পর তাঁরা রাস্তার রাজা, সেই সময় তাঁরা লোকের লাঠিগাছটা, উড়নীখানা ঘড়ীটে, কেড়েনিয়ে, পিক্‌পকেটি কোরে, নেসা ও বদফেয়ালির খরচ চালাতেন। বড়মানুষের ছেলেরা এঁদের ছাওয়া দেখে ডরাত, কচিকাচ্‌কা ছেলেপিলের পিলে চম্‌কাত। হিন্দু স্কুলের ছোকরাদের সঙ্গে সংস্কৃত কালেজের ছোকরাদের যে দিন দাঙ্গা

হয় তাতে হাপসী মাধাই হিন্দুইস্কুলের পক্ষে ছিলেন, সংস্কৃত কালেজের ছোকরারা দুজন তালপাতা সীং ভাড়া কোরে আনে, তোখর্ মারামারি বেধে যায়, তালপত্র সীংরা দুএকটা থাব্‌ড়া খেয়ে ভাগেন আর তাঁদের মনীবদের টিকী কাটা যায়। হাপ্‌সী মাধাই মাখনওলার গলিতে থাক্‌ত। যে অপূর্ব্ব স্কোয়েরে আপনারা বৈকালে বসিয়া আপিসের হাঁসফাঁসানি, অলস জীবনের ঢিলঢিলেমি দূর করেন, কিম্বা হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েচেড়িয়ে ক্ষুধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, ঐ মনোহর স্থান তখন দ্বিতীয় নরক ছিল। তথায় কেঁদোকেঁদো বাড়ীওলানীর কার্দাণীতে যমরাজ অস্থির হতেন। গলাকাটা-হরর নাম কে না শুনেচেন? বকনা-পিয়ারীর ময়নাপণা, দাপট্, গলাবাজী, আজও জাগরূক্ আছে। মাঠগুদমে যেখানে নিমগাছ ছিল বক্‌নাপিয়ারীর সেই আস্তানা। বকনাপিয়ারী সে পাড়ার মোড়ল, জাল জালিয়াতের মূল, আর ঝক্‌ড়া গণ্ডগোলের জাঁদরেল। তার দাপে হাঁড়ী ফাটত, পদক্ষেপে ভুমি কাঁপ্‌ত, চিৎকারে গর্ভপাত হতো। সে চোক রাঙ্গালে পীরপাকম্বর কেঁচো হতো। বক্‌নাপিয়ারী ঝাঁটা হাতে কোরে ছেঁচের নীচে দাঁড়ালে হাপ্‌সী মাধাই পর্য্যন্ত পালাতে পথ পেত না। জমীদারের লোকে কেঁদেককিয়ে, কখন কখন পায়ে ধোরে বক্‌নার ভাড়া আদায় কোর্‌ত তাতেও, ভাড়ার সঙ্গে দুএকটা লাথীটাআসটাও আদায় হোত। বক্‌নাপিয়ারীর প্রজারা অষ্টমীর পাঁটা, তাদের সিকিপয়সা ভাড়া বাকী রাখ্‌বার যো নাই, বেশীর ভাগ মাস ফুরালে তা একদিন দিতে দেরী হলে, বক্‌না ডবল্ ইন্টারেষ্ট সমেত তা আদায় কোর্‌ত। একখান বড় আশবোঁটি পিয়ারীর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, ঝকড়ার সময় পিয়ারী ঐ বোঁটি জারি কোর্‌ত এ ছাড়া গালাগালি, কীলকীলি, ভেঁউচন, খেংরাণ ৫৬ পুরুষ তোলা, মন্ত্র পোড়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া, বুকে হাঁটু, থুতু দেওয়া, চুলের মুটি ধরা, খিম্‌চান, আঙ্গুল মটকে গাল দেওয়া, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যক মতে ব্যবহার কোর্‌ত। দোকানীপসারী বকনাপিয়ারীর নামে লাভ

কোর্‌ত না, যদি কেউ অজানত খারাব জিনীস দিত তা হলে তার বাপের রক্ষা ছিল না, তাতে বিবাদ হলে বক্‌নার যে জিত হতো তা আর বিচিত্র কি ?

বকনার কেমন চেহারা, আপনাদের মনেমনে জান্‌তে ইচ্ছে হচ্চে। বকনা পিয়ারী দীর্ঘে সচরাচর স্ত্রীর মতন কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, আড়েলম্বায় একুনে কালী কোরে সে তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় মোটা, যাঁরা ঐ আশ্চর্য্য অবতারের দর্শন-সুখে বঞ্চিত আছেন তাঁরা পিয়ারীকে একটা মাংসপিণ্ডের ঢাকাই জালা কল্পনা করুণ। বকনাপিয়ারী ঘাড়েগর্দ্দানে এক, তার ঘাড়ে এক থাবা মাংস কুঁচকে শোভা পাচ্ছিল, মাথার চুল প্রায় ভালুকের লোমের ন্যায় মোটা ও খস্‌খসে, কপাল সেঁধন—ভ্রূং—চোখ কুটুরে, খাঁদানাক, আবার সেই নাকের নীচে বেস একটু শূয়াঁকাঁটার মতন গোঁপ, আর তার দাড়িতে একটি ভাঁটার মতন আব্‌ ছিল। তার দাঁতগুলি আমাদেব দাঁতের দুণ, ঠোঁটজোড়া আধ ইঞ্চি পুরু, যুগল পাদপদ্ম কুড়ুলের মতন গড়ন শুধু তার চেয়ে ডেড়া লম্বা আর ডবল চৌড়, আর রং কুচ্‌কুচে আঁধারে।

রাত দুইপ্রহর, বকনাপিয়ারীর এলাকার মধ্যে এক জীর্ণ কুঁড়েতে বকনাপিয়ারী হাতপা নেড়ে চোখমুখ রাঙ্গিয়ে আস্‌ফালন্‌ কচ্চে, পোকাখেগো ভাঙ্গা এঁবো তক্তাপোষে হাড় পাঁজরা বেরাণো শুষ্ক মাংসের এক নরাকার অসাড় পদার্থ পোড়ে আচে, নিকটে একটী রুদ্যমান বালক বক্ষঃস্থলে হাত দুটী রেখে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ক্ষণ বিলম্বে এক অস্ফুট কর্কশ স্বর শুনা গেল,—'হা অদেষ্‌-ট—ছেলে-র কে-উ নেই, এত কষ-ট—ঐ কে ? উঃ উঃ খুন কল্‌লে তো-ও-ম্‌-রা-আ'—ভগ্নস্বরে এই বল্‌তে ২ সেই জীর্ণ দেহ তক্তাপোষ হতে যেমন ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌বে অমনি ধুপ্‌ কোরে সেই তক্তাপোষের ওপর পড়ে গেল, আর কোন শব্দ নাই, সকলি স্থির, ঐ মনুষ্যের দেহ মাত্র পোড়ে রইল, জীবন পরলোকে পলালো। আর সেই দণ্ডে যে বালক এত ক্ষণ কেবল ফুকুরে ২ কাঁদ ছিল,

পাপীয়সী বাড়ীওলানীর তর্জ্জনগর্জ্জনে যার মুখে একটী কথা ছিল না, যে তার প্রত্যেক ভৎর্সনায় শিহরে উঠছিল সেই বালক সকল ভয় অগ্রাহ্য করে ঐ গতায়ুঃপ্রাণিকে সস্নেহে আলিঙ্গন কোরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বললে 'বাবা আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাও? আমার দশা কি হবে?' বল্‌তে বলতে ধুলায় লুণ্ঠিত হতে লাগ্‌ল। সেই সময় সেই পাষাণ-হৃদয় স্ত্রী যে জন্মাবধি শোক কাকে বলে, স্নেহ কাকে বলে জানে না, ধর্ম্মের কেমন মহিমা ঐসময় সেও স্তম্ভিতা হলো, কিন্তু তার বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয় আর্দ্র হলো না আর সে নিজ মূর্ত্তি ধোরে 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' দিতে লাগল। ঐ দুশ্চরিত্রা কর্কশ স্বরে বোলে উঠল 'বেরো' চুপ কর বোলচি নইলে তোকে তোর বাপের পতে পাটাব।' বালক ক্ষান্ত হল না, ঐ পাতকিনী তা দেখে জ্বলে উঠল এবং আক্রোশে পিতৃহীন বালকের নড়া ধরে টেনে সরোষে বলতে লাগ্‌ল যে, 'তুই তোর মরা বাপকে এখুনি বের্‌ কোরে ফ্যাল্‌ বোল্‌চি, নইলে নাতীয়ে তোর সিরডাঁড়া ভাংবো।' তখন বালকের হুঁস্‌ হলো পিতার সৎকার্য্য কর্‌তে হবে, কিন্তু উপায় কি? একে একা, তাতে এক পয়সা নাই, বালক বকনাপিয়ারীর পায়ে ধরে বল্‌তে লাগল 'আমার কেউ নেই গো, কিছু নেই গো, তুমি আমার মা, এ বিপদে রক্ষে কর, বাবার যাতে সৎকার হয় তা কোরে দাও এই ভিক্ষে চাই—বাবাগো কোতায় গেলে?' (রোদন) তখন ঐ দুষ্টার উগ্রমূর্ত্তি দেখে কে? ক্রোধ ভরে তার সর্ব্ব শরীর স্পন্দিত হলো চক্ষুদিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল, দাঁত বজ্রের মতন কড়মড় করতে লাগল, লোচন চক্রের ন্যায় ঘুর্ণায়মান, নিশ্বাস কামারের জাঁতার মতন বেগে বহিল, আর সে মারবার সাজে ধম্‌কে উঠ্‌ল, 'যা যা মড়া নে দূর-হ, তোর ন্যাক্‌রামি রাখ, জানিস্‌ তোর বাপের কাচে চোদ্দ দিনের ভাড়া পাব? তার আদায়ের সঙ্গে খোঁজ নেই ছোঁড়া কিনা বলে ওর বাপের শ্রাদ্ধ কর্‌, আমলো।' সৌভাগ্যক্রমে এই গোলযোগে জনেক প্রতিবাসীর ঘুম ভেঙ্গে

যাওয়াতে, তিনি গোলযোগের কারণ জান্‌তে পেরে দয়া করে বালকের হাতে কিছু টাকা দিলেন আর জনকত দেশী মুর্দফরাশ (বৈষ্ণব) ডেকে মৃত দেহের সৎকার্য্য করালেন।

পর দিন সকালে বালক পিতার দাহাদি সাঙ্গ করে ফিরে আসচে, আস্‌তেআস্‌তে ভাবচে, 'কোথায় যাই কি করি, আমার বাসায় যাবার কোন উপায় নেই, গেলে বাড়ীওলানী এবার খুন কর্‌বে, যিনি বিপত্তির সময় এমন উপগার কল্লেন তিনি সুখে থাকুন, আমি কোন্ লজ্জায় আর তাঁকে ধরি, উপায় কি ? দেখি ডাকুবাবু যদি কিছু দয়া করেন।' ডাকুবাবুর বাড়ী সিমলে, বাবু ম্যাক্-কাট্ থ্রোটের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি, হৌসে আম্‌দানীর কাযটা বেশী, রপ্তানী না থাকার মধ্যে, এজন্যে বাজারে একটা কাঁটা হলে, বাবুর সরকার, চাকর-বাকর, গোঁসাই, প্রভৃতি শাত চোরে মস্থূরি বাঁটার দরুণ কারু টিকের কড়ীও হয় না। ডাকুবাবু বৈঠকখানায় (সাক্ষাৎ ভেটেরাখানা) ময়লা, তুল বেরণ, ছারপোকাপোরা তকিয়ে হেলান দিয়ে হুঁকয় একটা বড় ভেঁপুর মতন কলাপাতের নল লাগিয়ে ভড়্ ২ কোরে তামাক খাচ্চেন, একএকবার কাস্‌চেন, আর ঘরেই থুতু ফেল্‌চেন, কাছে একটী দস্তার নস্যদান আর একখান ভাঙ্গা চস্‌মা পোড়ে আছে। বাবুর বয়েস কিছু পাকল হওয়াতে মাথার চুলগুলি রূপবাঁধন তার মাঝে থেকে একটী নারকেলের শীশের মতন বোঁটা, বেরিয়ে ঘাড়ের দিকে পোড়েচে, দাঁতগুলি অধিক খসে পড়েচে বাকী সর্‌লেই হয়, তাঁর নাকে তেলককাটা। একজন খোসামুদে অন্তরঙ্গ (অন্তর্ভেদী ঘরসন্ধানে) 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লে' হয়ে ফবল্‌দালালি কোচ্চেন আর অন্যের ফি কথায় ঠোকর মাচ্চেন, জনকত ছকড়া গাড়ীর বেহেঁজ্র মড়াখেগো দালাল, তিসির নমুন খুলে বসে আছে, ওর মধ্যে একটা বাঙ্গাল, শিক্ষেনবিস্ দালালদের সরিয়ে দিয়ে বরকোনের মতন বাবুর হাতে হাত দিয়ে দু-একবার ফিশ্ ফিশ্ কোল্লে, ভদ্র লোক তা হঠাৎ দেখ্‌লে মনে কর্‌তে পার্‌তেন বাবু বুড় ইয়ার,

দালালের সঙ্গে, তাঁর কিছু রকমসকমের ইসারা চল্‌চে। বাইরে কতকগুল যাচনদ্দার, তৌলদার, মুটের সদ্দার, বস্তাবন্দ, ওগায়রহ হুজুরের হুকুম প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আচে, এমন সময় বালক বাবুকে নমস্কার কোরে যোড় হাতে দাঁড়াল। বাবুর নজর লাগে না, অনেক ক্ষণ পর বাঙ্গাল দালাল 'ক্যাও তুমি?' বোলে বালককে জিজ্ঞেস্ কল্লে, বালক সজলনয়নে সকাতরে পরিচয় দিলে, যে সে বাবুর চাকর, মনসারাম দালালের ছেলে, তার বাপের কাল্ হয়েচে, তার কেউ নাই, কিছু নাই, বাবু তার মা-বাপ (এককালে) তার বাবু মাত্র ভরসা। পরিচয় শুনে বাবুর বিস্ময় হলো, বাঙ্গালকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'মনসারাম আবার কে?' বাঙ্গাল উত্তর কল্লে, 'ওঃ অয় কুর্ত্তা, মুইযে জানি মুশাই, মন্‌সারাম বুলে স্যাই নোস্বা, গোর বন্ন, অ্যা সোংসারে দালালির ওমেদার ছিলো, ক্যান্তু স্যা কাযকোর্ম্ম কিছু জান্‌তু না।' বাবুর তবু মনে পড়ে না, বালককে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'তোমার নাম কি?' বালক 'হেমাঙ্গ বসাক' বল্‌বা মাত্র বাবু মুখ সেঁট্‌কালেন। তখনকার মুচ্ছদ্দিরা ভারী হিঁদু ছিল, বিষের স্থানে অনুস্বার বিরাজ করায় বামণাই ফলান তাঁদের কাচে সহজ ছিল, তাঁদের হৌসে অনেকগুলি বোল্‌দে বামুণ 'মশায়ের পুষ্যির মধ্যে' কেউ বাবা কেউ বোনাই বোলে সেঁধিয়ে কোম্পানির চাকরির মতন চিরকাল প্রতিপালিত হতো। দোষের মধ্যে মুচ্ছদ্দিরা কুড়ের সদ্দার আর খোসামদের বস ছিলেন, বাবুর রায়ে যে অম্‌লান মুখে পদে পদে ডিটো দিতে পার্‌তো তারই কপাল জোর। ডাকুবাবু বালকের পরিচয়ে মুখ সেঁটকানতে তাঁর দয়ার দৌড় প্রকাশ হলো, বালক ব্রাহ্মণ হলে বাবুর কাছে গ্রাহ্য হতো, কায়স্থ হলে কিঞ্চিৎ ভরসা থাকৃত, কিন্তু নবশাক জাতির জন্ম কি হেয়? বাবুর মুখে কথাটী নাই, বালক কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করতে উদ্যত এমনসময় আপিসের দরয়ান এক চিটি নিয়ে উপস্থিত। ডাকুবাবু চিটি পোড়ে দালালকে খিচিয়ে উঠে বল্‌লেন, 'সাহেব মাল তদারক কোরে লিখেচেন যে পাঁচ পরসেণ্ট

যা সওদা হয়েছিল তাতে আট পরসেণ্ট খাদ বেরিয়েছে, আচ্ছা গ্যারান্টি আছে শেষে টের্‌টা পাবে।' দালাল জেনেশুনে চোরের মতন হয়ে রইল, বাবু যে সওদাতে গূঢ়ত্ব আছে, তাছাড়া বাবুর আত্মীয়দের ওজনসরকারের, 'আর পুষ্যির মধ্যে' ব্রাহ্মণের, যেমন কোরে হোক্ কিছু চাই, দালাল তা সব জানে, মহাজনত লোক্সান কর্‌তে ব্যবসা করে না সুতরাং মাল যে ৫ পরসেণ্ট না হয়ে ৮ পরসেণ্ট হবে তার আর বিচিত্র কি? যা হোক্ ডাকুবাবু যদিও সাহেবের চাকর নন, বাবুর টাকায় সাহেবের আপিস্ চলে (বাঙ্গালী এমন অব্যবসায়ী) তথাপি বাবু হাঁফাতেহাঁফাতে মাল তদারক কর্‌তে চল্‌লেন, যেতেযেতে বাবুর কাছা খুলে গেল আর সেই সময় বাঙ্গাল দালাল লগ্নমাফিক হেচে ফেলাতে বাবুর রাগ বরদাস্ত হলো না— বাঙ্গালকে শকার বকারে একাকার কোরে কেঁয়েরাম সার গদিতে গেলেন। বাবু যদি গেলেন বাবুর গয় গবাক্ষগুলিও ভাগ্‌ল, আর বাবুর খান্‌সামা হেমাঙ্গকে তাড়িয়ে দিয়ে বৈঠকখানা বন্ধ কর্‌লে।

ডাক্তর জনসন বল্‌তেন যে বন্ধু মলে কেউ কিছু কুলের পিটে কম খাবে না। পেট এক দারুণ জমীদার, এমন পাপিষ্ঠ্ অনেক আছে যে স্ত্রীপুত্র খেতে না পান্ আপনার পেটটা ভরলেই হলো, পেট নীলকরদের চেয়েও ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক পীড়ন করে. পেটের জ্বালায় জাতমান ধর্ম্ম কিছুই থাকে না। তান্‌সানের গানে, অরফিয়সের তানে, কি নারদের বীণায়, ঔদাস্যের গ্লানি উৎসন্ন হতে পার্‌ত, কিন্তু পেটের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না, এ জ্বালা পুত্রশোকের বাড়া! ক্রমে বেলা হচ্চে, হেমাঙ্গ বসাক শোক পেয়েও ক্ষুধায় কাতর, গৃহস্থের বাড়ী যান্ সেথা দুটি চাল দিতে চায়, বড়মানুষের বাড়ী যান্ দরয়ান গলাধাক্কা দেয়, অনেক ঘুর্‌তে ২ বেলা হয়ে গেল, শেষ তিনি সেপাই-পাহারা এক বাড়ীতে ঢুক্‌তে যান সেপাই টুকটুকে ছেলেটী দেখে তাঁর দাড়ী ধরে 'কেয়া লেড়কে! রেণ্ডিউণ্ডি মাংও?' বোলে ইয়ারকি কোরে তার ভাই ব্রাদরান্‌কে ডেকে খিল্‌খিল্ কোরে হাস্‌তে

লাগল। হেমাঙ্গের ক্ষুধায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত সে সময় ঐ ছোটলোকদের হাসিমস্করায় আরো দুঃখিত হলেন, তাঁর নয়ন, জলে ভেসে গেল, দেখে কাটখোট্টাদের হাসি থাম্‌ল, তাদেরও দয়া হলো, কিন্তু কি করে রাজাবাবুর ভিখিরী যেতে দেবার হুকুম নেই সুতরাং তারা মনীবের খুব সম্ভ্রম বাড়িয়ে হেমকে বিদায় কল্লে। হেমাঙ্গ সেখান থেকে অন্যত্রে চল্‌লেন, যে খানে যান হেমাঙ্গের মান বাড়ে, এমন কি তা উত্তরোত্তর বেড়েই চল্‌ল, ক্রমে ধম্‌কানী গালাগালি, গলাধাক্কা, পালা মাফিক চল্‌তে লাগ্‌ল, কোন জায়গায় তাঁকে এক মুটা চাল দেখান হলো। গুল্‌জার নগরের সেরা দাতব্য চাল, এতে পাড়া গাঁ লজ্জা পায়! সমস্ত দিন নিষ্ফলে যায় শেষে এক বাড়ীতে কাঙ্গালি বিদায় হচ্চে শুনে হেমাঙ্গ বসাক ঐ বাড়ীতে বিস্তর ঠেসাঠেসি, ঘুষাঘাষা, এ সেওয়ায় ছেলে বুড়র পর্য্যন্ত ছড়ী খেয়ে সেঁধলেন, বাড়ীতে ক্রমে হাঁফ ফেলবার জায়গা রইল না, কাঙ্গালিদের খালি মাথা দেখা যাচ্ছে, ঠেসাঠেসিতে একটা ভয়ানক চিৎকার হলো, শব্দ উঠ্‌ল, এক মাগী ঠেলের চোটে প্রসব হয়ে পড়েছে, প্রসব হয়েই ছেলে সুদ্ধ ভিড়ে চটকে মলো, কিন্তু কোথায় এ বিঘ্ন হলো কেউ খুজে পায় না, মাগীর উপর কত মিন্‌ষে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েচে, ভিড়ের ভিতর অনেক ফলারে বামুন ময়লা কাপড় পোরে কোমরে পৈতে গুঁজে কাঙ্গালি সেজেচেন, আমাদের মতন হিঁদুদের দৌরাত্মো এঁদের আর কলামূলও যোটে না, এখন যাচন্দারী কাঙ্গালিগিরিতে ঠেকেছেন, আরো বা কি হয়? মুসলমানদের আমলে এ দেশ এক রকম গুল্‌জার ছিল, জাঁহাগীরের মত্ততা ও লাম্পট্যো আর ওরাংজেবের ধর্ম্মদ্বেষে যদিও অনেক অত্যাচার হয়ে ছিল, সে অত্যাচারে সাধারণ প্রজার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, ঐ সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তুলনা করলে স্থির প্রমাণ হবে যে, এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত, সমধিক দুঃখী, নির্ব্বল, নিরুপায়, হীনসাহস ও অল্পায়ু। কারণ? রাজার উৎপীড়ন—শোষণ ব্রত।

বেলা গেল, গ্রীষ্মের তীব্র উত্তাপ আগুণের মতন। পবন দেব সাক্ষাৎ দশানন বড় সাহেবের ভয়ে তাঁর সঙ্গে সিমলে পাহাড়ে চর্‌তে লাগলেন। কাঙ্গালিগুলো এ গরমিতে পুড়ে যাচ্ছে, সপাল বড় সাহেব এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্চেন আর পাহাড়ের চূড়ায় বসে নিষ্কণ্টকে জবরদস্ত আইন কর্‌চেন। রাত এল, কাঙ্গালি বিদেয়ের সুরু হলো, হেমাঙ্গ কায়কষ্টে বেরিয়ে পড়্‌লেন। এত যন্ত্রণার পর কি পেলেন? সিকি মাল্‌সা চিড়ে মুড়্‌কী। এতে কর্ম্মকর্ত্তার দোষ নাই একে দুর্জ্জয় কালের রাজ্য তাতে ভিখিরীর দল বৃষ্টিধারা মতন বেড়ে যাচ্চে হেমাঙ্গ কি করেন, সেই এক মুট জলপান আর গঙ্গার আময়দা ঘোলা জলে পেট শীতল কল্লেন। খাওয়াত যত হলো তো বুঝলেন এখন শোওয়া চাই, ঘুম আর একজন খাতক, সে রাজারও নয় সেধেরও নয়। এদিক ওদিক খুজে শেষে তাঁর নীমতলা ঘাটের চাঁদনী মনে পড়ল, হেম সে খানে চিৎপটাং হলেন। উদরের জ্বালায়, আর চিড়ে মুড়কীর ফুট ফাটে হেমাঙ্গের নিদ্রা হলো না, তিনি চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগলেন, একটু নিদ্রা এলে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন, মধ্যে ২ কলের ঘাটের কুকুরগুল ঘুণিয়ে এসে তাঁর কাণের কাচে গোঁগরাতে লাগল চোরের, মাসতুত ভাই পোঁদে লাগলেন 'কোন্ হ্যায়রে্ উঠ উঠ অ্যাশা ডাণ্ডা লাগাওএগা' বোলে দণ্ডের বাড়ী দুএক ঠেলাঠুল দিলেন, বসাকজী ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লেন পাহারাওলার হাতে ধল্লেন, পায়ে পড়লেন পাহারাওলার খাতির নদারৎ, তিনি নেমকের চাকর (কাজের সময় তাঁর চুলের টিকী দেখা পাওয়া যায় না) তিনি গরিবগুরবের যমরাজ, আর ঠক্ সাহেবের পিরীতের পুত্তুর। হেমাঙ্গ অসহ্য তাড়নায় তটস্থ হয়ে সেথা হতে উঠলেন চল্‌তে যান পা জড়িয়ে পড়ে এত দুর্ব্বল যে খানিক গিয়ে মাঝরাস্তায় বসে পড়লেন আর উঠ্‌তে পারেন না। সারজন সে সময় রোঁদে বেরিয়েছিল, তিনি হেমকে বড়শীতে গাঁথলেন, চোর মনে কোরে, 'তোম্ কোন হ্যায়' বোলে তাঁর—নড়া ধল্লেন। বসাকজী সারজনকে

দেখে ভয়ে আড়ষ্ট—তাঁকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বুঝিয়ে বল্লেন যে তিনি রাস্তার কাঙ্গালি, তাঁর কেউ নাই। ট্যাঁস তাতে ভারী গরম, তিনি হেমাঙ্গকে সত্যি চোর সাজিয়ে ফটকে পূর্‌লেন। তাঁকে যে ঘরে রেখে ছিল তা দেখলে বমি ওঠে, মেজেতে আট আঙ্গুল ধুল ধোঁয়াতে দেয়াল ও খাটাল ভাতের হাঁড়ীর তলার মতন। খাটালের ছিদ্রেছিদ্রে তালচটার বাসা, তারা মধ্যেমধ্যে কিচমিচ কচ্চে, আর তাঁর গায়ে সুরকির গুঁড়, ঢিল, ঘাসের কুট ফেলে দিচ্চে। খাটালে ঝুলের ঝোপ এম্‌নি গাঢ় যে দেখলে বোধ হয় থোলোথোলো কদাকার ভীষণ পোকামাকড় ঝুল্‌চে, তালচটক এক একবার নড়াতে রাশিরাশি ঝুল হেমাঙ্গের কোমলাঙ্গে পড়ে তাঁর বেশভূষার সূত্র তুল্‌লে, তাতে বসাকজী ক্রমেক্রমে এখনকার বিপরীত সৃষ্টি আর সৃষ্টিছাড়া রাজ্যের খাতিরে, প্রজাপতি থেকে গুটিপোকা, গুটিপোকা থেকে শূয়পোকা, শূয়পোকা থেকে ঋক্ষরাজ, সেজে বস্‌লেন। ঘরে চাম্‌সা গন্ধে নাড়ী ওঠে দুএকটী নাম মাত্র জানালা আচে তাঁদের হাওয়ার সঙ্গে কস্মিন কালে সন্দর্শন হয় না, আশ্বিনের ঝড়ের সময় একবার পবন ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষেৎ কর্‌তে এসে ছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ছর্দ্দিগর্ম্মি হওয়াতে সেই অব্‌দি তিনি নাকেখত দিয়েচেন আর এমন কর্ম্ম কর্‌বেন না। থেকে থেকে ইঁদুরের পাল সুর্‌ তুলচে, ঘোড়দৌড় কচ্চে আর মাটি চাল্‌চে, কখনকখন বন্ধুত্ব ভাবে বসাকজীর গায়ে উঠচে। তাঁকে মশাতে খুলে খেলে, আরসুলার দল পাখনা উড়িয়ে ফর্‌ ফর্‌ কোরে তাঁর গায়ে পড়তে লাগল। হেমাঙ্গের কি অধর্ম্ম! পিপাসায় তাঁর ছাতি ফাট্‌চে, তিনি ঘামেতে ভিজে গেলেন, তাঁর সর্দ্দিগর্ম্মির লক্ষণ, নিশ্বাস কষ্টে বেরুতে লাগল মাথা ঘুর্‌ল, শরীর টল্‌ ২ করতে লাগল দমসম, যাতনায় যায় প্রাণ হেমাঙ্গের মূর্চ্ছা। হেমাঙ্গ কতক্ষণ অচেতন ছিলেন কিছুই জানেন না, দারুণ রাত অজানত মাথার ওপর দিয়ে কেটে গেছে, ভোরের বেলা চৌকিদাররা তাঁর চারদিক ঘেরেচে,

তারা এত ক্ষণ চুপ কোরে ছিল, তিনি চাইবা মাত্র তারা তাঁকে উঠতে বল্লে, পিপাসায় তাঁর শুষ্ককণ্ঠ, তিনি এমনি নির্জীব যে কথা কবার ক্ষমতা নাই, কেবল ইশারায় দেখিয়ে দিলেন যে তিনি জল খাবেন, এক লোটা জল এল, তিনি জল খেয়ে সহজে উঠতে পারেন না। চৌকিদাররা তাঁকে ধরাধরি কোরে সারজনের কাচে নিয়ে গেল, সারজন তাঁকে দেখে ভয় পেলেন, হেমাঙ্গ পাছে মরে যান গোমেষের শঙ্কা হলো, ট্যাঁশ তাঁর কাপড় ঝাড়া নিয়ে যখন দেখলেন কিছুই বামাল বেরুল না, তখন তাঁকে 'ওয়ারন্' কোরে 'ডিস্চার্যা' কল্লেন। চৌকিদার তাঁর হাত ধোরে রাস্তায় বের করে দিলে। হেমাঙ্গ নড়েন এমন শক্তি নাই, তিনি প্রাণের দায়ে অতি কষ্টে হাটখোলার এক মহাজনের দরজাতে বস্লেন। বেলা হয়েছে, দ্বারে একখান গাঁড়ী এসে লাগল, সইস্ তাঁকে জোর কোরে তাড়িয়ে দেয় এই অবসরে একটী বারাঙ্গনা গাড়ীতে উঠল—গাড়ী চলে গেল। বসাকজী বোসে, দরয়ান এসে তাঁকে 'উঠোউঠো' বল্লে, তাতে হেমাঙ্গের কাকুক্তিতে তার দয়া হলো—আমাদের দরয়ান্ হলে তা হতো না, মহাজনদের লোকজন, কল্কেতার নবাবদের আমলার চেয়ে কিছু ভদ্র, অর্থাৎ সাহসহীন, কিন্তু এ আর থাকে না, বাঙ্গালের ঘরে 'ইস্ মিশ ডিস্' খৈ ফুট্চে, সাহেবের দূর্ছাই নকল ঢুকেচে। বাবুর সঙ্গে মুলাকাত করতে বসাকজির ওপর দরয়ান্জির হুকুম হলো, হেমাঙ্গ উপরে বাবুর বৈঠকখানায় গেলেন। বাবু চেয়ারে বসে একখান বস্তার ওপর পা দিয়ে আলবোলায় তামাক টান্চেন, কাছে একটী নেড়ীমারা কুকুর শুয়ে আচে। বিবির চেহারা, জগদ্ধাত্রীর চেহারা, মাটির গণেশ, কেঠো সিঁধুক, মার্‌বেলটপ টেবিল, স্প্রিংকুশান কৌচ, লাল বনাতের ওপর কার্চপের কাযকরা হরিনামের কুঁড়জালী, একডিবে দুর্গন্ধ মমেটম্ (পপেটম্) জুতর কালী, হেয়ার বুরুস্, রাংতার কাযকরা বাঘনক্সার ২ খান দিশী আয়না, ছোট এক ঘটি 'চন্নামেত্তর' মাটির ধুনচি, চারটি ধুন, একখানা চিত্তিরকরা ধুলায়

ধূসরিত টানাপাখা, ঐ অবস্থার দেয়ালগিরি, তিন রংয়ের, তিন গড়নের ৩টে ঝাড়, তার কারু দুট ফানস ভাঙ্গা কারু একটা ডাল ভাঙ্গা, কারু কোন গেলাসে মেজ্জিণ্টা গোলা, ঘরের এই আস্‌বাব। বাবুর নাকে তেলক কাটা, চুল ফেরাণ, জ্বেকেট আস্তিনের চাইনাকোট গায়ে, বার্ণিশ ইস্প্রিংয়ের জুত পায়ে, দাঁতও বার্ণিশ করা, বাবু বাহাব দিয়ে টেবিলের উপর একখান এক্সচেঞ্জ গেজেট গদ্‌গদ ভাবে দেখচেন, তাতে আমাদের সেই পাড়ার শাণ্ডেলমশয়কে মনে হয়। আহা! শাণ্ডেল একরকম ছিল ভাল, শিবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের দৌরাত্ম্যে তিষ্ঠতে পারলেন না। ইনিই আউলসনের বাড়ী 'মদনছাবা' খেয়ে ছিলেন পরিচয় দেওয়াতে, বিট্‌লে বাঁড়ুয্যে তাঁকে চাব্‌কে দেন, সেই পাপে তাঁকে পুলিপালান যেতে হয়। এখন সেই পুংইর পূতের বিবরণ শুন্নুন, বাঙ্গাল বাবুর নাম চতুশ্চরণ সাহা, চারচরণ-সা-মশায়, (Four-Feeted Sir-Knight.) 'শ্রীশ্রী৺ লক্ষীনারাণ জিউর প্যার্‌সাদে মহাজুনি ছ্যানা পান্নার কাববার কোরতেছ্যান' বৈঠকখানার দ্বারের মাথায় এই লেখাটীতে তাঁর কাযের ব্যাওরা পাওয়া গেল। বসাকজী, স্যার চতুস্পদকে নতুন কেতার বৈরিগী ঠাউরে, 'দণ্ডবৎবাবাজি' বোলে নমস্কার করাতে সা-চরণ বেআড়া রকম হেসে গড়ালেন, আর 'আমাকে ক্যান্ বাবাজী বুললে' বোলে বসাকজীর সঙ্গে রসিকতা করেন এমন সময় সিঁড়ীতে দুম্‌দাম কোরে লোক উঠতে লাগল, বিশজন মুটেতে বিশ থোলে টাকা নিয়ে ঝমাৎ-ঝমাৎ শব্দে তা বৈঠকখানায় ফেলতে লাগল, বৈঠকখানা কেঁপে উঠল, হেমাঙ্গ অবাক, তিনি কখন এত টাকা দেখেননি, তিনি হাঁ কোরে চেয়ে দেখচেন, গোমস্তা এসে তাঁকে বার কোরে দিলে। হেম অনেক মিনতি করাতে গোমস্তা টাঁক থেকে দুট পয়সা দিয়ে তাঁকে বিদেয় কল্লে। হেমাঙ্গ সেই দুটী পয়সায় চিড়েমুড়কী দধি কিনে ফলার কল্লেন, পরে এরওর বাড়ী ভিক্ষে কোরে সমস্ত দিনে আর পয়সা পেলেন না। বড় বাড়ীতে দরয়ান দাতব্যের পথ রোধ কোরে আছে, গৃহস্থেরা চাল

দিতে পারে, একজন 'তুমি' বাবা ভব্‌কা ছেলে, তোমার মৌতাতের সময় হয়েছে' তাঁকে বোলে বোস্‌ল, কেউ বল্‌লে যে তিনি রাগ কোরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেচেন। গোটাকত বাচ্ছাছেলে 'ওহে ইয়ার তোমার গান গাইতে আসে' বোলে তাঁর কাছা ধরে টানতে লাগল। বসাকজী কলকেতার সভ্যতা দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ভাবতেভাবতে তিনি এমন একটা গলিতে ঢুকলেন, যে তার 'ইন্দিরছিন্দির' (ছিদ্র) নাই। গলির ডেড় হাত ওসার, গলি লম্বা হয়ে দেদার চলেছে, তাতে সন্ধের ঘণ্টা দুই আগে থাক্‌তে সেথা থেকে ভূতপেত্নী পলায়, গুল্‌জারনগরের এই একটা চিত্র আর বদমাইস্‌দের লুকবার একটী কল। গলির ফেঁক্‌ড়ী ব্রাঞ্চ গলিই কত তার নিকেশ নেই, হেল্‌থ-অফ-শূয়র ঢিপনি খাবার ভয়ে প্রাণান্তেও এ সব গলিতে সেঁধন না।" হেমাঙ্গ খুজে ২ গলির নিকেশ পেয়ে বেরতে চান, না 'পুণর্মু্ষিকো ভব' যেখানে সেঁধিয়ে ছিলেন ফের্ সেই খানে উপস্থিত। গুল্‌জার নগরে এমন 'গোলকধাঁদা' অনেক আচে। পথের দুএকজন লোক কোন্ দিকে যাচ্চে জিজ্ঞেস কল্লে কেউ চুপ কোরে চলে যায়—কাউকে অন্ধকারে দেখাই যায় না,—কেউ এমন পথ দেখিয়ে দেয় যে তা খুজে পাওয়া ভার। হেমাঙ্গ দময়ন্তীহারা নলের ন্যায় পথহারা হয়ে শেষ এক তেমাথা গলির মোড়ে বড় একটা অশ্বত্থগাছের তলায় বোসে সর আইজেক নিউটানের মতন 'ক্যালকুলেসন' কচ্চেন। অশত্থগাছের চতুর্দ্দিক গাঁথা ছিল, অনেকক্ষণ পর এক বাড়ী থেকে একখান পাল্‌কী বেরুল, হেম ঐ পাল্‌কীর পথ ধোরে সদর রাস্তায় পৌছলেন, দেখেন দলবদ্ধ লোক একটী বৃহৎ বাটীতে ঢুকচে, তার বারাণ্ডায় বেললাণ্ঠানের আলো, পাশে নবৎখানায় নবৎ বাজচে। মন এক বিষয়ে নিরত থাক্‌লেও একটা অভিনব কাণ্ড দেখতে অভিলাষ হয়, হেম ঐ বাড়ীর ফটকের গোড়া থেকে উক্ত ঘটনা দেখচেন, এই কালে একজন নিমন্ত্রণের কাপড়পরা, জুতহীন ভদ্রলোক 'চল না কি দেখচ' বোলে তাঁকে ঠেলে বাড়ীর ভেতর

নিয়ে গেল। হেমাঙ্গ এর কিছুই ভাব বুঝতে পাল্লেন না, কেনই বা এলেন তাও জানেন না, এমন সময় বরকন্যা ছাদনাতলার ফিরং দালানে বিবাহ কর্‌তে উঠল্‌। বিবাহ হয়ে গেল, হেমাঙ্গ খানিক বোসে প্রস্থানের পথ দেখচেন এইসময় 'মোশাঁইরা গা তুলেন' এই নুটিশ এল, হেমাঙ্গ গোলমালে পলাবার উদ্যোগ করেন, তাতে তাঁর সঙ্গী তাঁর হাত ধোরে 'আরে তুমি তো ভারী আহাম্মক, জুত এর পরে আছে, এখন এস' বোলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। উপরে চকের ঘরে পাত হয়েছে, সকলে বসলেন, তাঁর সঙ্গীও বস্‌ল, তিনি কেবল দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গী তা দেখে এক ধম্‌কানি দিয়ে বল্‌লে 'আরে বোস না হে এর পর পাত পাবে না।' বসাকজী সভয়ে পেটের দায়ে পেট ভোরে খেলেন, তাঁর সঙ্গী এক মোট মিষ্টান্ন তুল্‌লে, হেম বাইরে আসেন এমন সময় দেখলেন তাঁর সঙ্গী বৈঠকখানা থেকে একজোড়া ভাল ইংরেজি জুত পায়ে দিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পলাল। বসাকজির চক্ষু ফুটল, তিনি কল্‌কেতার নীলে ক্রমে বুঝতে পাল্লেন, কিন্তু ঐ বাড়ীটা কার জানবার অভিলাষ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস কোরে টের পেলেন যে সে সোণারবেনের বাড়ী। হা ধর্ম্ম! জাতিভেদ কি দারুণ সামাজিক নিয়ম? যে ফোত বসাক অন্নের জ্বালায় লালাইত হয়ে জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়াছেন তিনি নিকৃষ্ট জাতির বাড়ী মিষ্টান্ন খেয়ে মনোমধ্যে ধিকার বোধ কল্লেন। যা হবার তা হয়েচে এর পরে তাঁর অদৃষ্টে আরো কি হয়। হেমাঙ্গ পূর্ব্বোক্ত তেমাথা পথে অশ্বত্থ গাছের তলায় শয়ন কল্লেন। হেমাঙ্গ পরদিন খাজনা সাধতে সাধতে মালীবাগানের গলিতে এক ধনপতির বাড়ী উপস্থিত। বেলা আটটা, নাচঘরে খেম্‌টা নাচ হচ্চে, অল্পবয়সী হরেক ফেশানের বাবুর দঙ্গল নাচঘরে সেঁধচ্চেন, সুযোগ পেয়ে হেমও তথায় প্রবেশ কল্লেন। গৃহপতি তরুণবয়স্ক, তাঁর বয়স ২৫ বছর, চেহারা আরমানীর মতন সুডৌল ও সুচারু, তাতে পাট্টাই দাড়ি রাখায় তাঁকে আরো সুশ্রী দেখাচ্চে। দাড়ি রাখা এখনকার

বাহাল ফেসিয়ান্, তাতে কাউকে কাউকে খোদার খাসী, কি মোল্লার পো দেখায়। গোঁপও তেম্নি, কারু কারু ঝাউগেছে গোপ রাখতে সাধ যায়, কারুর সখের প্রাণে মরবার বয়েসে গোঁপ বার্নিস করা রোগ আছে। গৃহপতির স্বভাব কুলবধুর ন্যায় বাহোক লজ্জাশীল, বাক্য সরস, ও মিষ্ট, শরীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, নাম নীরদ চন্দ্র, বাবু হট্টরাম চন্দ্রের পুষ্যিপুত্তুর। হেমাঙ্গ বসাক নাচঘরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নাচঘরে ফুলের মালার ছড়াছড়ি, ২১ বাতি ঝাড়েতে আর গণ্ড ও কেরসাইন ল্যাম্পে, পাখার ঝালরে, যেখানে সেখানে ফুলের মালা ঝুল্‌চে। তাম্বুল্, বছরাই গোলাবের জলে ঘর আমোদ কোরেচে, খেমটাওলানীদের কাপড় ভিজে গেছে, পাণের দোনা পানের খিলী গোলাবজলের সঙ্গে যেন শিলাবৃষ্টি হচ্চে, টানাপাখা চল্‌চে, এ সেওয়ায় ৩।৪ জন রওয়ানী বেহারা বড় হাতপাখাতে বাবু ও বিবিদের গায়ে বাতাস কচ্চে, বিবিদের বুকেপিটে অবিশ্রান্ত টাকা পড়্চে, হাসির গট্‌রা ও ইয়ারী চিৎকারের হল্লায় বাড়ীর বোনেদ সুদ্ধ ফেটে যাচ্চে। এই সময় একজন নাচুনী নাচতে নাচতে চিতিয়ে পোড়ে পায়রা লুট্‌তে লাগল, বাবুর দল থেকে থেকে তার গায়ে টাকা ফেলতে লাগলেন, নাচুনীর কোল টাকায় ভোরে গেল, 'বাহবা বাহবা বেস' বোলের খৈ ফুট্‌তে লাগল, নাচুনীর ওপর দিয়ে অনেক বেআদপিও হলো, সভ্যতা, 'দেখুন্‌তির লাজ' পেয়ে চাষাদের গ্রামে সেঁধলেন। এর মধ্যে কোন জানয়ার ক্ষেপে উঠে এক বিবির গলা ধোরে একঠ্যাংয়ে নাচতে লাগলেন, চড়ক ও হাসন-হোসেনের বাজনা জোড়েতারে বাজতে লাগল, জানয়ার 'তেনাক্ ডেডাং ড্যাং' বোলে হাততালি দিয়ে তালে তালে নাচবার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ পায়ের দোষেই হউক কি 'উঠনের দোষেই' হউক তিনি অধিকবার বেতাল হয়ে মাতালের মতন টলে টলে পড়তে লাগলেন। 'বাহবা' 'মেরিজানের' ধ্বনি উঠল, মেরিজানের পোদ্দে জান বেরুচ্চে। জানয়ারবাবু, 'খুলে বল চাঁদবদনি কারে তুমি ভালবাস' গান ধল্লেন,

আড়খেমটা বাজতে লাগল, বাবুর রাগ যখন সপ্তমে চড়ল তখন নর্ত্তক বাবু সমের ঘরে একেবারে বেতাল হয়ে বিবিজান্‌কে নিয়ে মুখ থুবড়ে পোড়ে গেলেন, ভারী এক হাত্তালির আওয়াজ উঠল, 'বহুৎ আচ্ছা সাবাস্ সাবাস' চিৎকারে কাণে তালা লাগল সকলে ঘোড়ার মতন 'চিহিঁহিঁ' কোরে উঠলেন, হর্‌রার ধূম দেখে কে, রাস্তায় বিশ হাজার লোক জড়, নীরদ চন্দ্র ভারী খুশী হয়ে নর্ত্তকবাবুকে অনেক কৌশলে ঠাণ্ডা কোরে তাকে একটা হীরের আংটী আর বিবিজানকে আপনার গলার মতির কণ্ঠি বক্‌সিস্ কল্লেন। মেকেব্ ক্লকে ১০টা বেজে গেল, নীরদ বাবু অপর খেম্‌টাওলানীদের প্রত্যেককে তাঁর পিতামহের আমলের সঞ্চিত এক এক আকবরী মোহর আর ভেড়ুয়াদের এক এক হাফ গিনি দিয়ে বিদেয় কল্লেন। একেই বলে পা দিয়ে লক্ষ্মী ঠেলা! বসাকজী হাঁ কোরে বাবুর পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, বাবুর তা নজরে পোড়্‌ল। হেমাঙ্গের বয়ক্রম ১৫ বছর—খুব গৌরবর্ণ ছুধে রং, তাতে একটু আলতার আমেজ আছে—চুলগুলি চিকন ও কোঁকড়ান হয়ে ঘাড়ের দিকে এম্নি বাহারে ছড়িয়ে পড়েছে যে মাথাটী যেন কত তদবির করে প্যানচুট কোরে সাজান হয়েছে। হেমাঙ্গের কপালখানি দীর্ঘ ও উচু, ভ্রূযুগল শশীর অষ্টকলার ন্যায় গোল, তা সমানরূপে ক্রমে ক্রমে এম্নি সরু হয়েচে বোধ হয় যেন তা তুলি দিয়ে আঁকা। হেমাঙ্গের চক্ষুদুটী বেস্ টানা আর বড়, ঠোঁটদুখানি পাতলা আর এম্নি রাঙ্গা যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্চে, ক্ষুদে ২ দাঁতগুলি গজদন্তের মতন শাদা ও চক্‌চকে, আঙ্গুলগুলি কিছু দীর্ঘ ও গোল। হেমাঙ্গের গড়নও রাজযোটক মিলেচে, না হবে কেন? কথায় বলে যে সুন্দর তার সব সুন্দর, যে কুৎসিত তার ওল্কামুখ খাঁদা নাক, ছাড়া 'অরগুণ নেই বর্‌গুণ' আচে। বিধাতা, হেমাঙ্গের অঙ্গের সৌষ্টব সাধনে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে যেখানে যে উচনীচ আবশ্যক তা সাধ্যমতে বিন্যাস করতে ত্রুটি করেন নাই। হেমাঙ্গ যে নয়ন-বিমোহন বালক, যিনি সৌন্দর্য্যের মহিমা জানেন তিনিই

তাঁর রূপের মর্য্যাদা অনুধাবন কর্‌তে পারেন। যদি ধূলায় অঙ্গ মলিন, রুক্ষ কেশ, অপরিচ্ছন্ন বেশ তথাপি তাঁর প্রাকৃত কান্তি কে অপনয়ন করে? সেই তরুণকে নির্নিমেষনয়নে আপনার প্রতি কটাক্ষপাত কর্‌তে দেখে নীরদচন্দ্র তাঁকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞেস কল্লেন 'তুমি কে?' হেমাঙ্গ বিনম্র ভাবে বল্‌লেন যে তিনি অনাথদরিদ্র,—কিছু যাচ্‌ঞা করেন, তাঁর নাম হেমাঙ্গ বসাক। বাবু শুনে মুচ্‌কে হেসে ইয়ারদের বল্লেন, 'রূপের মতন নামটী হয়েচে বটে' বাবু তার অবস্থার বিষয় আরো জিজ্ঞেস করায় হেমাঙ্গ উত্তর কল্লেন, 'ধর্ম্মাবতার! আমাদের পৈত্রিক বিষয়াশয় ছিল, বাবা কারবারে তা নষ্ট করেন, পরে তিনি এলেন-ডেবিলের বাড়ী দালালী কোরে হেদর ধারে একখান ছোটখাট বাড়ী কেনেন, এলেন-ডেবিলরা ফেল হওয়াতে বাবা নাচারে পোড়ে ফের দালালীর চেষ্টা করেন, কপাল তোতে আর দালালী যুট্‌ল না, দায়ের ওপর দায়, মা ওলাউঠায় মলেন, বাবা পেটের দায়ে আর দেনার জ্বালায় বাড়ী বেচে মাখমওলার গলিতে এক কুঁড়ে ভাড়া কোরে থাকেন। আমি ডব সাহেবের স্কুলে পোড়্‌তেম, বোয়ের দাম না যোটাতে আমাকে স্কুল ছাড়্‌তে হলো। বাবা কাট থ্রোটের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দিবাবুর কাচে একএকবার দালালীর চেষ্টায় যেতেন, তাঁর বাঁধা দালাল থাকাতে বাবার কিছুই হোত না, ক্রমেক্রমে আমাদের দিন চালান ভার হলো, শেষ খুব কষ্টের সময় বাবা জ্বর বিকারে মলেন, সেই অবদি আমার এই দশা। নীরদবাবু জিজ্ঞেস কল্লেন 'তোমার আর কে আচে?' হেমাঙ্গ বল্লেন 'আমার এক খুড় পশ্চিমে কর্ম্ম কত্তেন, তিনি কখন-কখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌তেন্। বাবা দুঃখের সময় তাঁকে পত্র লেখাতে তিনি বাবাকে মধ্যেমধ্যে কিছুকিছু দিতেন শেষ তাঁর কর্ম্ম যাওয়াতে তিনি সেই অব্‌দি কোথায় আছেন কিছু খবর পাওয়া যায় নাই। আর আমার মা একবার দুঃখের সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কি কথা বল্‌লেন, তাতে বোধ হলো আমার ভাই ছিল তাতে আমি

তাঁকে সে কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বল্‌লেন, 'তোমার আর কেউ নেই বাচা যদি এক্‌টা উপযুক্ত ভাই থাকতো তবু তোমাকে স্নেহআস্থী কর্‌তো'। নীরদ চন্দ্র এই ইতিবৃত্ত শুনে হেমাঙ্গকে আর কিছু না বোলে একটী টাকা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গ বসাকের শিক্ষেনবিশি ও নীরদ চন্দ্রের ইয়ারবকসিগণ।

টাকাটী যত দিন ছিল আর ভিক্ষায় যা কিছু পেয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ তাতে দিনকত কাটান্, যখন রেস্ত ফুরাল তখন এক দিন নীরদ বাবুর বাড়ীতে ঢোক্‌বার চেষ্টায় যান অম্নি গলাধাক্কা খেলেন, দৈবাৎ সে সময় বাবুর খানসামা উপস্থিত। হেমাঙ্গ যে দিন বাবুর কাছে পরিচয় দিচ্ছিলেন খানসামা সেই সময় হাজির থাকাতে হেম যে বাবুর চোখে লেগেচেন সে তা বুঝ্‌তে পেরে ছিল। খান্‌সামারা রকমারি বাবুদের চেয়ে সিয়ান, তারা বাবুদের সেক্রেটরি—সকল কর্ম্মের ম্যানেজার ও রিসিভর, তাদের সুপারীস ভিন্ন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া বাবুর কাছে কায হাসিল করা ঠাকুরমশয়েরও সাধা নাই, কেবল রকমারি স্ত্রীলোকের পক্ষে অবারিত দ্বার। খান্‌সামা, বসাকজিকে দেখে 'কি হে, আবার কি মনে কোরে?' বলাতে হেমাঙ্গ 'আজ্ঞে বাবু মশয়কে দর্শন কত্তে এসেচি, হুকম হয়ত একবার দেখা করি' বল্‌লেন। খানসামা, 'আচ্ছা আমার সঙ্গে এস' বোলে তাঁকে বৈঠকখানার দ্বারে পৌছে দিয়ে, খাপ্‌চিমেরে দাঁড়াল। হেমাঙ্গ বাবুর সম্মুখে নমস্কার ঠুকে দাঁড়ালেন, আর 'আমি খেতে পাই না, মশয় কাঙ্গালগরিবের মাবাপ, অনাথকে প্রতিপালন করুণ' বল্‌লেন। বাবুর দয়া হলো, দয়ার সঙ্গে ইয়াবকিও চল্‌ল, বাবু তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'কেমন হে তোমার গানটান আসে?' বসাকজী মনে কল্লেন বাবু ঠাট্টা কার্চ্চেন, পূর্ব্ব ঘটনার ডানপিটে ছেলেদের কাছা খুলে দেওয়া তাঁর মনে পড়্‌ল, বাবুরও বুঝি তাই হুকুম হয় এই ভেবে তিনি মৌন হলেন, বাবু এক জন মোসাহেবকে 'ছোকরাটী বেস্ টুকটুকে হে' বোলে উঠ্‌লেন। এই সময় গা খোলা, সুধু পা, কাঁধে দুছট্ ফেলা, হাড় পেকে দুশমন চেহারার রিপুকরের বেশে মাথায় পাগড়ী ও এসে 'বাবুর বোল্‌বোলা

হোগ্‌' বোলে উপস্থিত। বাবু 'আরে কে রে শঙ্কর ভট্ট যে' তুই আজও বেঁচে আছিস্ বোলে অভ্যর্থনা কল্লেন। ও মশয় ভট্টের সদ্দার এঁর ভয়ে লোকের বাড়ী বিবাহ শ্রাদ্ধশান্তি হওয়া ভার, এঁর জন্যে আগে মুড়িটী রাখ তবে কোপ কর, কিছু না দিলে ইনি ছড়া কেটে, গাঁগা কোরে, শাপ দিয়ে সহর ফাটিয়ে বেড়ান। বড়বড় বাবুরা দরআন নেলিয়ে দিলে, ও, মায় দল, রাস্তায় গাল দিয়ে, ভূত ভাগান্, তাতেও না ক্ষান্ত হয়ে এবাড়ী সেবাড়ী কোরে বাবুদের নামের এমন এক ছড়া গেয়ে বেড়ান যে এমন জানয়ার নাই যে বাবুরা তার মধ্যে নন, আর এমন নরক নাই বাবুরা যার মধ্যে মায় ৫৬ পুরুষ না পচেন। ভাটেদের গুণের মধ্যে তাঁরা বাবুর নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় আগমনি গেয়ে তাঁকে সদ্যঃ স্বর্গে তোলেন, অথচ বাবু নেশা ও রাঁড়েতে ডুবে আছেন। ওকে দেখে বাবুর মনে হচ্চে 'এ বেটা বেরুলে বাঁচি, কোথা থেকে পাপ মর্‌তে এল' ও নেকড়ার আগুণ ছাড়বার পাত্তর নন তিনি বাবুর ঠিকুজি আওড়ালেন, শেষ 'ফোড়ার বুক্‌নি নোক্‌নি, বদ্‌নার বুক্‌নি টুক্‌নী, ঘোড়ার নকল গাধা, বেশ্যার নকল রাধা' ছড়া কাটলেন। এই সময় একজন রঙ্গদার লোক ওর মুখের গোড়ায় 'ডুবডুবাডুব' কোরে বাজানতে ও বুঝলেন এদের দল ভারী হলো, তাঁর আর কল্কে পাওয়া ভার, অতএব অগ্নি চেপে গেলেন, বাবু তাঁকে চার গণ্ডা পয়সা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

নীরদ বাবু হেমাঙ্গকে ফের জিজ্ঞেস কল্লেন, 'কেমন হে ছোকরা তোমার গানটান আসে' বসাকজী বুঝলেন বাবু সত্যিসত্যি জিজ্ঞেস কচ্চেন, কিন্তু তিনি গানের 'গ' ও জানেন না, 'আচ্ছা তুমি গান শিক্‌তে পার' নীরদ জিজ্ঞেস করাতে হেম তাতে নিমরাজী। হেমকে গান শেখাতে বাবু ওস্তাদজীকে বোলে দিলেন, আর দেওয়ানজীর ওপর হুকুম হলো যে হেমাঙ্গ, বাবুর বাড়ীতে খাবেন আর বৈঠকখানায় শোবেন। নীরদ বাবুর এই বদান্যতা দেখে তাঁর পারিষদেরা ধন্যধন্য কোল্লে, কিন্তু তারা মনেমনে কর্‌ছিল যে 'এ বেটা কে আবার

ভাগীদার এল, বাবুত মেলাই বরাখুরে যোটালেন, আমাদের দশা কি হবে।' চন্দ্র বাবুর পারিষদেরা সকলেই স্বস্ব প্রধান, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, আর সকলেই রূপেগুণে কুলেশীলে 'বলি হারি যাই'। আষাঢ় মাসে আঁবকাঁঠালের গন্ধে যেমন মাছী ভেণ্ ভেণ্ করে তেম্নি ছেলেবেলায় বিষয় হাতে পল্লে বওয়াটের পাল যোটে। বাবুর প্রাইম মিনিষ্টারের চেহারা কিছু নাহুসনুহুস,—রং বড় কালও নয় বড় গোরও নয়, ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁর নাকে নকল পরিয়ে দিত বোলে তাঁর নাকের ডাঁটিতে একটা ছেঁদা আছে,—গড়নপেটন গেঁটাগোটা, বেঁটেখেটে—গলায় এক গোচ্ছা বিলিতি সূতর ধবধবে পৈতে—মাথার মাঝে টেরি ফেরাণ,—চার আঙ্গুল চৌড় কালাপেড়ে ধুতি পরা, তার কোঁচার ফুলটী পেটের নীচে গোঁজা আর তাঁর কাণে পায়রার পালক দেওয়া। বাবু ভারী খোশমেজাজী, তাঁর হাতে একখান টোয়ালে আছে তাতে রাদ্দিন ঘাম পুঁচ্‌চেন আর তাতেই বাতাস খাচ্চেন, কুড়ের সদ্দার এজন্যে নীরদ সখকোরে তাঁকে 'বাদসাই কুড়ে' খেতাব দিয়েচেন। বাদসা বড় বুদ্ধিজীবি এজন্য তিনি বাবুর কাছে ভারী প্রতিপন্ন, বাবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না কোরে কোন কম্মই করেন না, বাবু যা বলেন বাদসার তাতে সুধু 'হুঁ' নয় এ সেওয়ায় একটা অলঙ্কার দেওয়া অভ্যাস আচে, বাবু যদি বলেন 'কেমন হে ঐ দেলখান কালো না' বাদসা তাতে 'আজ্ঞে কালো বই কি আবলুসের মতন কালো' বোলে বাবুর ওপিনিয়ন কন্‌ফারম্ করেন, এর দরুণ বাদসাই কুড়ের পোষকতা একএক সময় এম্নি উপহাসজনক হয়ে উঠ্‌ত, আর তাতে অন্য মোসাহেবেরা এত ফোড়ং দিত যে তাতে বাদসাই বুদ্ধি লজ্জা পেত।

চৈতন্যফক্‌কা বাবাজী, বাবুর দ্বিতীয় পেয়ারের দোসর, বাবাজী বাবাজীর মতন ওল্‌কামানে, টিকীওলা, তেলককাটা, আর তাঁর গলায় ৪।৫ ফের মোটা মালা জড়ান। বাবুর এত দেশ থাক্‌তে বেসেরেস্তার বাবাজীকে মোসাহেব করায় পলিশি আছে, বাবাজী হতে

অনেক রকম কায আদায় হয়, যেখানে ছুঁচ প্রবেশ কর্‌তে পারে না সেখানে দাদা ঠাকুর, গোঁসাইবৈরাগী অঘটন ঘটিয়ে থাকেন, বাবাজী এক কর্ম্মের গোয়েন্দা, এর জন্যে বাবু তাঁর ভারী ন্যাওটো। অনুষ্ঠানের ত্রুটির মধ্যে বাবাজীর সঙ্গে অন্য মোসাহেবদের চিড়ে কাঁচকলার সম্বন্ধ।

ভেড়াকান্ত নাগ B. A. B. L. (Big Ass + Bedlamite at Law.) নীরদ চন্দ্রের সাবেক স্কুল ফ্রেণ্ড এখন পেটের খাতিরে ইয়ারের দলে ফ্রিএড্‌মিশন পেয়েছেন। নাগ মশায়ের শরীর রাতজেগে পোড়ে মুখস্থ কোরে পুঁয়ে নাগের মতন,—পুঁয়েপাওয়া ছেলের মতন, পাকিয়ে গেছে,—এঁড়েলাগা ছেলের মতন পেটটি পীলেতে গ্যাঁড়্‌গ্যাঁড়্‌ কোচ্চে,—হাত-পা খড়্‌কের মতন লিক্‌লিক কোচ্চে, মাথা চাপ্‌ড়ালে ধূল ওড়ে,—চোকদুট নেবাতে হলুদপণা, তার কোলে রক্ত নাই, –অন্তরের গ্লানিতে শরীর গর্ভিণী স্ত্রীর মতন আইঢাই কচ্চে,—গায়ে হাত দিলে খড়ি ওটে নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, কেবল পড়া কেবল পড়া, এজন্যে বোকা পাঁঠার মতন তাঁর চাঁপদাড়ি গজিয়েছে। নাগ বাবু প্রাইভেট টুইসনে ২।০ সিকে মাইনে পান,—এরতার বাড়ী অন্ন মার্‌তেও এলেন না, তবু উকীলি, মুনসেফি, ছাড়া কেরাণীগিরি কি স্কুলমাষ্টারি করা হবে না। তিনি দিনকত ছোট আদালতে প্রাক্‌টিস্ কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেখানে কেউ তাঁকে পোঁছে না!—ডিক্রুচ্ গোমেষ, মাণ্‌কে, রামকেষ্টার মেলা! তিনি এক দিন বাবুর কাছে ইংরেজি ইস্‌পিচ্ করাতে বাবু মুখ ফিরিয়ে বোসে বল্লেন, 'আমি ইংরিজি বুজি নি, বাংলা জান তো বল নইলে দূর হও।' নাগমশয় 'সকলেই আমার মতন রে' বক্‌তে বক্‌তে সেই ইস্তক ছোট আদালতের দিক দিয়েও চলেন না। সবর্ডিনেট্ ও ছোটআদালতের দুচারজন জজ্ বাস্তবিক্ বিশুদ্ধ ইংরেজি বুঝতে পারেন না। ভেড়াকান্তর কাযের মধ্যে নীরদ বাবুর মজলিসে কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে তিনি সুবিধামতে লগ্নমাফিক ওপিনিয়ান দেন

ও নজির দেখান্,—হরহরির আকারের মতন ইংরেজি-বাংলা দোআঁশ্‌লা কথা কন, সময় বিশেষে তার মাথামুণ্ড থাকে না, নাগ বাবু্‌ সাক্ষাৎ গোবরগণেশ !

আচাভূয়া ডাঁশ, আর একটী মোসাহেব, আচাভূয়ার চেহারা দেখলে তিনি যে কিষ্কিন্ধ্যায় জন্মে ছিলেন সকলে সহজেই স্থির কর্‌তে পারতেন। ডারউইন সাহেব বলেন, মনুষ্য প্রথমে শামুক, গুগ্নী, থেকে জন্মে ক্রমে শিয়ালযোনি প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ বানরে ঠেকে শেষ মনুষ্যত্বে দাঁড়ান, ডারউইনেব এ কথা অলৌকিক ও কৌতুকজনক হলেও তাঁকে নিতান্ত উন্মাদ বলা যেতে পারে না, ভেবে দেখ্‌লে অনেক বানরাকার নর আছে যাদের পূর্ব্বপুরুষ পিথেগোরাশ ও প্রাচীন ঋষিদের মতে বানর ছিল। আচাভূয়ার মাথা তেলপণা, কপাল বড়, ভ্রূর নীচের হাড় উচু, নাক থাঁদা, গাল সেঁধন, চোখ মিট্‌মিটে ও কটা, তিনি একুনে ঠিক বানরটী, কেবল তাঁর নেজ নাই। যাঁরা চিত্রবিদ্যার মর্ম্ম জানেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে একটা দুশ্মন্ চেহারা, কি থুত্থুড়ে বুড়ো আঁকা কেমন শক্ত। আচাভূয়ার 'হাত নড় নড়ে, পা সরুয়া, পেট গজন্দর' মুখটী খালি 'ফুলুয়া' না হয়ে কতক ভুলুয়া গোচ হয়েচে, দেখে বোধ হয় যেন তিনি কত কাল খেতে পান নি। তিনি যখন চলেন তখন তাঁর শরীরটা এম্নি নগজবগজ করে, যে অন্ধকারে ছেলেপিলে দেখ্‌লে আঁৎকে ওঠে, তখন তাঁকে ঠিক পিশাচের মতন দেখায়। আচাভূয়ার শরীর এম্নি বিকল আর খাটোখোট যে তাঁকে আট বছরের ছেলের চেয়েও ক্ষুদে দেখায়, তিনি এম্নি অদ্ভুত বাউনে, তাতে যদি মুখ না পেকে যেত, কার্‌ সাধ্য ঠাওরায় যে তাঁর বয়স অধিক। আচাভূয়ার গুণের মধ্যে বাবুর অন্য পারিষদেরা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি কল্লে, আচা তাদের সে সব বেহিসেবি ঠাট্টার মর্ম্ম না বুঝে তাদের রঙ্গে গোড়্‌ দেন, তাতে বাবু বড় আমোদে থাকেন।

চন্দ্র বাবুর একটী ওস্তাদজী আচে তিনি বাবুকে—বাবুর বিবিকে

গানবাজনা শেখান, ওস্তাদজীর নাম ভঁয়রো মিশ্র, ইনি উচক্কা বয়েসে 'সবলোট' ছিলেন, প্রবীণ হয়ে 'উড়তে না পেরে পোষ মেনেচেন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গ বসাক 'নিষ্কলঙ্ক' কর্ত্তাভজাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেন। ছটুম গোঁসাই
ও বটুক সাঁই।

হেমাঙ্গ বসাক নীরদ চন্দ্রের ওস্তাদের কাছে খেয়ালটপ্পা এমন শিখেচেন যে গেয়ে মোহিত কর্‌তে পারেন, বাবু তাতে খুশী হয়ে তার মাসে ৩০ টাকা বরাদ্দ কল্লেন। হেমাঙ্গকে পেটের দায়ে বাবুর মন যোগাতে হতো তাতে তিনি যার-পর নাই ক্ষুণ্ণ হতেন, তিনি বয়াটেম, জ্যেঠাম, লাম্পট্য ভারী ঘৃণা কর্‌তেন, তাতে পেটের দায়ে তাঁর সম্মতির মধ্যে কাষ্ঠহাসি আর হুঁ হাঁ প্রকাশ পেত। তিনি এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বৈঠকখানার বাগানে বেড়িয়ে ফিরে আস্‌বেন দেখলেন. একটী বাবু একটী কোড়ে-রাঁড়ী আর একটী আধ-বুড়ীর সঙ্গে ঐ বাগানের এক ঘোঁজের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুলেন। রাস্তায় বাবুটি একটু আগে চল্‌লেন, স্ত্রী দুজন একত্রে চল্‌ল, হেম স্ত্রীদের পেছনে থেকে শুন্‌লেন তারা বলাবলি কচ্চে যে আজ শুক্রবার 'নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তাভজাদের' পরব কুড়ে-রাঁড়ীটির ঐ দলে হাতেখড়ি হবে। হেম নীরদ বাবুর কাছে থেকে কর্ত্তাভজাদের অনেক গল্প শুনেচেন, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তাভজাদের এক নতুন রকম ধর্ম্মসভা হয়েচে তাঁর বোধ হলো। বাবুটী পাথুরেঘাটার এক গলিজ্ঞ গলিতে সেঁধলেন! ঐ গলি প্রকৃত কুচনীপাড়া, তথায় বোধ হয় ভদ্রলোকের বসতি নাই, রাজ্যের জুআচোর, হপ্তুকলুমে, খুঁটৃআঁখুরে, জালখোতে, বর্ব্বলে, আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাঁড়ে চারদিক গিজগিজ কচ্চে, যেখানেসেখানে পাইখানা ও নর্দ্দমার দুর্গন্ধে গা ঘিণ্‌ঘিণ্‌ করে, ওর মধ্যে একআধটা আস্তাবলও আছে, একখান জঘন্য বাড়ীর দ্বারের মাথায় টিনের একটা ভাঙ্গা হাতলাণ্ঠন ঝুল্‌চে, বাবুটী ঐ বাড়ীতে সেঁধন

এই সময় হেমাঙ্গ তাঁকে মিনতি কোরে বল্লেন, 'মশয় কর্ত্তাকে দেখ্তে আমার বড় ইচ্ছে আছে, যদি অনুগ্রহ কোরে নিয়ে যান।' বাবুটী বড় খুশী হয়ে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন আর কর্ত্তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে 'ইনি আমার পরম বন্ধু' বোলে হেমাঙ্গকে ইন্‌ট্রোডিউস্ কল্লেন অথচ তাঁর নামও জানেন না। কর্ত্তা শান্তমূর্ত্তিতে হাসি ২ মুখে হেমাঙ্গকে অভ্যর্থনা কল্লেন। কর্ত্তার বয়ঃক্রম ৫০সে পৌঁছেচে, বুল্‌বুলী কুরুচে বস্‌লে যেমন পালক ঝোরে যায় কর্ত্তার চুল তেম্নি অনেক ঝরে গেছে, মাথাটী তার দরুণ টাক্-বুটকাটা, যা কিছু চুল আছে তার অনেক পেকে ধবধব কচ্চে, বাকী ডাঁশিয়েচে, আর একুনে সব রূক্ষ ও রোগা। কর্ত্তা সাধ করে একটী চৈতনচুট্‌কি রাখ্তে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, খেদের বিষয় তা যতবার রাখেন ততবার সেটী বকুল ফুলের মতন শীগ্‌গির ঝোরে পড়ে, শেষ তিনি ত্যক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা কোরে বস্‌লেন যে তিনি নিজেও টিকী রাখ্‌বেন না আর শিষ্যদেরও রাখ্‌তে দেবেন না। কর্ত্তার পূর্ব্বে ঝাঁটাপ্রমাণ সৌখিনতর গোঁপ ছিল, টাকপোকার দৌরাত্ম্যে তার মধ্যেমধ্যে প্লেন্ হবার সুরুতে কর্ত্তা গোফজোড়া রেগে মুড়িয়ে ফেলেন কিন্তু তিনি সে আইন বিবেচনা কোরে শিষ্যদের মধ্যে চলিত করেন নাই। কর্ত্তার এম্নি হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গালদুট মাংসে এম্নি টেপো, চোক্‌দুট তার ভেতর এম্নি সেঁধিয়ে গেছে যে দূর থেকে বোধ হতে পারে যে কর্ত্তা একরকম নিচোখো জানয়ার। কর্ত্তার নাকটী বিশেষ স্থূল, আর তার ডগের দিকে থোব্‌নাওলা, কেবল দাঁতগুলি বেশ, আর একটিও পড়ে নাই। তাঁর হাতপা এম্নি খর্ব্ব যে যদি না নাক থাকত তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ বোলে ভ্রম হতো। কর্ত্তার পেটটী দশমেসে পোয়াতির মতন, তাতে ইলা রাজার ইতিবৃত্ত মনে পড়ে, কর্ত্তা বেঁটেখেটে গুরুতুস্ব,—সাক্ষাৎ হস্তি-অবতার আর সত্যিকের আল্লাদে বুড়। কর্ত্তা দুপা চল্লে হাঁফিয়ে মরেন, তাতে তাঁর এমন গলৎঘর্ম্ম হয় যে বোধ হয় যেন তিনি গরম জলে নাইলেন। বাবুটীর সঙ্গে

যে আধ-বুড়ীটী এসে ছিল সেটী কর্ত্তার ছোটদিদি, কত্তা তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তাতে সকলে তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তিনি সব্‌চিন্ ছোটদিদি। ছোট দিদির নাকটী নতিয়ে পড়্‌চে, তাতে তেলকটি বেয়ে পড়্‌চে, রং ফুটে বেরুচ্চে, বয়স কিছু লম্বা, ছোট দিদি একুনে যেন পাকা আঁবটী,—যেন দুদটুকু মোরে ক্ষীরটুকু হয়েচেন। ছোট দিদির স্বভাব অতি মৃদু ও পবিত্র, দেখ্‌লে ভক্তি হয়। কর্ত্তার প্রতিবাসীরা কেউকেউ বলে যে কর্ত্তার সব জালিয়াৎ, কর্ত্তা ভক্তবিটেল আর ছোটদিদি বুড়ো ময়না। এ কেবল প্রতিবাসীদের কথা, প্রতিবাসীরা কত অন্তরঙ্গ সকলেই জানেন। হুটুম গোঁসাই একখান ছোট শতরঞ্চতে বোসে আছেন, সে আসনে আর কেউ নাই, কর্ত্তাভজার মতে কর্ত্তার আসনে কেউ বস্‌বার যোগ্য নয়। কাছে ছোটদিদি বোসে কর্ত্তাকে বাতাস দিচ্চেন, তাঁকে সর্ব্বদা বাতাস কর্‌তে হয় এজন্যে তিনি ছোটদিদিকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন, এ ছাড়া ছোটদিদির বিশেষ একটু গুণ আছে, যেমন সেকালে ‘ছেলেধরা’ ছিল ছোটদিদি তেম্নি মেয়েধরী, ছোটদিদি না থাক্‌লে গোসায়ের এতগুলি মেয়ে শিষ্য যুটত না, বিশেষতঃ ছোটদিদি রকমারি মেয়েমহলের মিশনরি, তাঁর কাছে বিবি মিশনরিরা কল্কে পান্‌না, ছোটদিদি ময়নাপণা, সোহাগ উচাটন, বশীকরণমন্ত্রে কামাখ্যার ডাকিনীর চেয়ে ওস্তাদ। আঁতুড়ে ছেলের বালসায় ছোটদিদি না হলে হয় না, ছ্যাখনহাসির স্বামী ঘরে শোয় না তা ছোটদিদির গুণ নইলে সার্‌বে না ছোটদিদি ‘বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী’ ছোটদিদি ঝোলেও আছেন ঝালেও আছেন, অম্বলেও আছেন, এ সেওয়ায় কারু একজন চাকরাণী চাই, (চোদ্দ আইনের দরুণ তার অভাব নেই) কেউ গহনা কিন্‌বে কি বিক্রী কর্‌বে কেউ কন্যা দেখাবে, এসব বিষয় ছোটদিদির ঘটকালি নইলে মঞ্জুর নয়, এ ছাড়া ছোটদিদির সুপারিস্ অকাট্য, ছোটদিদি একরকম জ্যান্ত ডিক্সনারি আর কল্পতরুর মতন ফলপ্রদা। কর্ত্তাভজাদের চিকিৎসা করা ধর্ম্মের অঙ্গ। বিবি

মিশনরির যেমন দাতব্যে পড়ানো, পশমবোনা শেখানো, দলভারী কর্‌বার ফন্দী, ছোটদিদির তেম্নি ঔষধ আর গুণগাণ, মেয়ে মজানর কল। হুটুম গোঁসায়ের সম্মুখে একখান পাটীতে বটুক সাঁই বোসে গাঁজা টিপ্‌ছেন, তান্ত্রিক মতে যেমন 'কারণ' কর্‌বার বিধি আছে, তেম্নি গাঁজা টানা, কর্ত্তাভজার বিধি। বটুক সাঁই হুটুম গোঁসায়ের প্রধান শিষ্য, তাঁর হুটুমের কাছে ভয়ানক মান, এমন কি বটুকের ক্ষমতা অধিক কি হুটুমের ক্ষমতা অধিক, হুটুম বটুকের শিষ্য না বটুক হুটুমের শিষ্য, একএক সময় এ ছোট দিদিও মীমাংসা কর্‌তে পারেন না। বটুক, অটল লাহিড়ীর পুত্র, তাঁর পিতা ভারী চাকুরে, এ সেওয়ায় তাঁর উপরি (চুরি) আছে, তাতেকোরে অটল, বল্‌দে ব্রাহ্মণদের ১০ টাকা দিয়ে থাকেন, আর পূজাআচ্ছায় ১০ টাকা খরচ কোরে থাকেন, এ ছাড়া তাঁর বারমাস চণ্ডীপাঠ (গোলেমালে) স্বস্ত্যেনশান্তি আর ডাক্তরের খরচ লেগেই আছে। বাড়ীতে বিগ্রহ (নিগ্রহ) আছে, অটল লাহড়ী সপরিবার মায় বাছকেনে ছেলে তাঁর আতপ চালের ভোগ প্রসাদ পান, বাড়ীতে মাছ আনবার হুকুম নেই। অটল শূদ্রের বাড়ী জলগ্রহণ করেন না, একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে তিনি তার বাড়ী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অটলের বৌমার অন্তর্ভেদী পীড়া হয়, অটল তাঁর আলাপি স্ত্রীর সুপারিসে হুটুম গোঁসাইকে আনেন, গোঁসাই এক পান হত্তেলভস্মে আর ঝেড়েঝুড়ে বটুকের স্ত্রীকে আরাম করেন, সেই অব্‌দি হুটুম গোঁসাই অটল লাহড়ীর কাছে ভারী প্রতিপন্ন, আর সেই অব্‌দি বটুক লাহড়ী হুটুমের দলভুক্ত হয়ে সেই খাতিরে হুটুমের নিকট 'সাঁই' খেতাব পেয়েচেন। কিন্তু যে অব্‌দি হুটুম গোঁসায়ের নিকট বটুক সাঁইয়ের হাতেখড়ি সেই অবদি বটুকের চেহারা একরকম অর্থাৎ খারাব রকম ফিরেচে, আর তাঁর মানসম্ভ্রম গিয়েচে। দুষ্ট প্রতিবাসীরা কাণাকাণি করে যে এ সকলের কারণ গাঁজা, কেউ বলে 'শুধু তা নয় আর আফিম' অপরে বলে তার সঙ্গে কিছু 'গোচ' আছে। এ প্রতিবাসীদের

কথা, তারা যা বলে তা একেত সত্যি নয় আবার তারা কিছু ডাক্তর নয় যে ডাএগ্‌নসিস্ কোরে চেহারার কারণ নখদর্প্‌ণের মতন দেখিয়ে দেবে। কর্ত্তার আস্তানায় ঢুকে বটুকের শরীর খাক্ হলো, চোখের নীচে কালী পড়্‌ল, রং কালীমেড়ে গেল, মারকুলীর প্রভাবে দাঁতের কণকণানির খাতিরে দাঁতে মিশি দিতে হলো, আর তিনি 'হুদের ছেলে বুড়ুলেন।'

বটুক সাঁই গাঁজার টিপ্‌ সেজ্জে হুটুম গোঁসাইকে দিলেন। কর্ত্তাভজ্গাদের বথার নিয়মের উচ্ছন্ন ধারায় লেখে, যে শিষ্যেরা গাঁজা সেজ্জে তা আগে কর্ত্তাকে না দিয়ে টান্‌বে না। গোঁসাই গাঁজায় যেমন টানমারেন অম্নি হাঁফিয়ে দম্‌সম, তাতে কাসী এসে তাঁকে 'ধুদ্‌রো ফুল' দেখিয়ে দিলে। তাঁর হুটীচক্ষু কপালে উঠ্‌ল, ঝরঝর কোরে ঘাম পড়্‌ল, গলা ঘুণ্ডড়ি বাজসার মতন রকমরকম বোল বের কল্লে তার ভেতর ঘড়্‌ ২ ঘড়ড়্‌-ঘোঁ শব্দে রথ চল্ল, গায়ের সির যা কখন দেখা যেত না দেখা দিলে, চোক বেয়ে টস্ ২ কোরে জল পড়্‌ল, মুখে ফেণা কাট্‌ল, শিষ্যেরা মনে কল্লে বুঝি গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণ ডাকেন, কেউ কেঁদে উঠ্‌ল, কেউ 'ওমা গোঁসাই যে কেমন করেন' বল্‌লে, বটুক সাঁই বল্লেন, 'ও গো মাসকল (ওঁ বিষ্টু) ও গো ভাই ভগ্নীরা ভয় নাই, গোঁসাই ভক্তির মহিমে দেকাচ্চেন, কষ্ট না হলে ধর্ম্ম হয় না, গোঁসাই মোনে কল্লে কষ্ট হোতে মোক্ত হতে পারেন, গোঁসাই তা কোর্‌বেন না, গোঁসাই ছার শরীরের ভাল চান্‌ না, গোঁসাই ইন্দিরীয় সুক অগ্রাজ্যি করেন গোঁসাই দিষ্টান্ত দেকাচ্চেন, যে ধর্ম্ম কাঁটাবোন আর অনেক কষ্টে কত্তাকে পাওয়া যায়, কত্তা যে কি বস্তু তা গোঁসাই দেকেচেন, আর এই সোমায় যে সোমায় তোমরা অন্দকায় দেকচ, গোঁসাই অন্দের নড়ী কির্‌পণের ধোন কত্তাকে দেকে প্রাণ ঠাণ্ডা কচ্চেন' এই বোলে গাঁজাতে দম দিয়ে

'গাজাতে দম লাগিয়ে লাক টাকায় এক কিন্‌ব হাতী'

বোলে গান ধর্‌লেন। হেমাঙ্গ বসাক হুটুমের দশা দেখে কাতর

হচ্ছিলেন বটুকের আশ্বাসবাক্যে কিছু ধৈর্য্য হলেন, গোঁসায়ের কিন্তু চক্ষুস্থির, শেষ এমন হলো যে তিনি নড়েনও না চড়েনও না, খালি থেকেথেকে তাঁর এক দীর্ঘ শ্বাস বেরচ্চে অনেক ক্ষণ পর গোঁসাই একবার চাইলেন, অম্নি চোখ বুজ্‌লেন, আবার কাস্‌লেন, ফের 'রিলাপ্‌স' হলো, এক জন নবীনা স্ত্রী গঙ্গাযাত্রার পরামর্শ দিলে, এমন সময় গোঁসাই ফের চাইলেন, আবার চোক বুজ্‌লেন, একবার মাথা নাড়্‌লেন, বটুক সাঁই 'ধন্যিধন্যি আপ্নি ধন্যি জন্মেছিলেন' বোল্লেন ছোট দিদি 'ও বোন ভেব না' কত্তা সামান্যি বস্তু নন্ ওঁর নীলেয় যে মোজেচে সেই বুজেচে' বোলে মেয়েদের শান্তনা কোরে একটু কাষ্টকান্না কাঁদলেন, তখন গোঁসায়ের চেতন হতে সুরু হলো, ক্রমে তা গজিয়ে উঠ্‌ল, শেষে যখন তা ষোল আনায় পৌছল তখন গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক কাঁদতে লাগলেন, তাঁর ভারী ভাব লাগ্‌ল, গোঁসাই অক্কা থেকে আক্কেলে এলেন। ধন্যির ধ্বনি লেগে গেল, 'ভিটে তোল' 'বুজুম বুজ্ তাবুজুম' বোলে খোলখত্তাল বেজে উঠ্‌ল, বাবাজী চেহারার শিষ্যেরা কর্ত্তার সঙ্গে 'এ রি, আ আ' সুর টান্‌লেন,—সুর জোমে গেলে কর্ত্তা বাউলের সুরে এই গান ধল্লেন ;—

'সহজ মানুষ আলেক নতা
আলেকে বিরাজ করে বাইরে খুঁজ্‌লে
(ভোলা মন বাইরে খুজ্‌লে) পাবে কোতা ?
আলেক দুনিয়ার মাজে,
আলেকে সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কত্তা।
দেখ আলেক গাছে ফুল ফুটেচে,
ও তার সৌরভে জগৎ মেতেচে,
আলেক হয় গাছের গুঁড়ি, ডাল ছাড়া রয়েচে পাতা।'

গানের ধুম লেগে গেল, ভাক্ত পুরুষরা হরেক রকম হেঁড়ে গলায়, স্ত্রীর কেউ বামা স্বরে, কেউ নাকি স্বরে, কেউ ঝুমুরের স্বরে, আশর

মাৎ কোরে তুল্লে, ধুমধড়াক্কা রগড় লেগে গেল, গোলমালে মেয়ে পুরুষের মধ্যে ইশারাআস্‌টা—এর গায়ে ওর ঢোলে পড়া, দৈবের দোষ দিয়ে হতে লাগ্‌ল। বটুক সাঁই কুঁদেকুঁদে 'ধেইধেই তাধেই, তাতাধেই' কোরে তুড়ী দিয়ে নেচে 'গোর প্রেমে কস্তায় মজ' বোলে গৌরের প্রেমে মেতে নেড়ানেড়ীর কের্ত্তন আরম্ভ কল্লেন, মেয়েদের মাঝে হুড়াহুড়ী আর অন্ধকারে কত রকম ঢেলাফেলা খেল্লেন, নানা রকম আওয়াজ ছাড়্‌লেন, কেঁদে ফাটালেন, গোঁগা কল্লেন, জানালেন যে তাঁর স্কন্ধে কর্ত্তা চেপেছেন, শেষ সপ্তমে চোড়ে সামাল্‌তে না পেরে এক মাগীকে নিয়ে ঘুরে পড়্‌লেন। হুটুম গোঁসাই ঘুমন্ত স্বপ্নে-দেখাগোচ এক রকম নিঝ্‌ঝুম গান গাচ্চেন, অর্থাৎ তিনি যাত্রার অধিকারীর ন্যায় কাণে হাত দিয়ে চুপিচুপি সুর ধরিয়ে দিচ্চেন, তাঁর এর বেশী হবায় সাধ্য নাই। গান থাম্‌ল, পাড়াপড়সী বাঁচল, বটুক সাঁই গাঁজা সাজ্‌লেন, হুটুমকে দিলেন, হুটুম 'নেম রক্ষে' গোচ আল্‌গা টান টেনে বটুককে দিলেন, বটুক কোল্কেফাটা গোচ টেনে আমাদের সেই বাবুটিকে দিলেন। কোন্ বাবুটি? যে বাবুটি হেমাঙ্গকে কর্ত্তার কাছে নিয়ে যান। বাবুটি গাঁজা টানেন না চরস টানেন, বাবুর নাম সোণারচাঁদ, তিনি রসিকতায় যাত্রার ছকুবাবু, বুদ্ধিতে ঢেঁকী, আর কুমন্ত্রণার গোড়া। তাঁর নিবাস সেই অঞ্চলের আঁস্তাকুড়ে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর কাগচের দালালী করেন, আর তিনি নিজে উকীল মল্লীক কোম্পানীর আর্টীকেল ক্লার্ক। বাবু একটি সেতারে অস্থিরপঞ্চক গত্ বাজাচ্চেন, বাবুর এম্নি ধূণ্ হাত যে তাতে সঙ্গত চলে না, তাতে অরসিক শ্রোতারা বুঝতে না পেরে 'এ কেঁইমেই বাজনা থামলে বাঁচি' মনেমনে করচে। সেতার থাম্‌ল, হুটুম গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, সকলে চুপ, বটুক সাঁই চোখ বুজে বুকে হাত দিয়ে ভক্তিভাব প্রকাশ কল্লেন, হুটুম গোঁসাই ঢিম আওয়াজে মেয়েলি ঢংয়ে ভজনা আরম্ভ কল্লেন।

'বুড়ীর নত হারিয়েচে বুড় খুজ্‌তে যাচ্চে' মেঘ ডাকলে অবোধ

ছেলে এই বুঝে থাকে, ভেবে দেখ এতেও গূঢ়ত্ব আছে, শিশু যদিও মার প্রতারণায় ভুলে যায়, তবু তার এমন জ্ঞান হয় যে ঐ শব্দের কোন কারণ আছে, যেমন আধার না থাক্‌লে আধেয় থাক্‌তে পারে না, যেমন অগ্নি না থাকলে পর্ব্বতে ধুঁয়া হতে পারে না, শিশু তেম্নি সেই মহাপ্রভুর চমৎকার মহিমায় মনে করে যে আকাশে কারু হতে কি কাণ্ড হচ্চে। ধর্ম্মের মর্ম্ম স্বভাবতঃ জন্মে, গুরু উপদেশে তার মলা কেটে যায়, গুরু বিনে গতি নেই। ধর্ম্ম না থাক্‌লে রাজ্য ছারখার হতো, (কোন্ না হয়েচে ?) দেখ একটা কাককে মাল্লে হাজার কাক জড় হয়, এতে আমাদের চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখান হয় যে, ধর্ম্ম আছে বই কি, আর দেখ আমার শ্বাস হওয়ায় কে না কাতর হয়ে ছিলেন ? আপনাদের মধ্যে কেউকেউ আমার দলে আসেন নাই, বোধ করি আসবেন, (বটুক, 'তার সন্দ কি') আপনারা ধর্ম্মতঃ বলুন তা দেখে আপনাদের দুঃখ হয়ে ছিল কি না ? ('হাঁ হয়ে ছিল' বোলে সকলের সায়) তা হবেই, আমি তা দেখিচি, আমার চোক বুজে ছিল, আমি তাতেও দেখিচি, আমি কি দেখি কর্ত্তাই দেখান্, বোধ করি আপনাদের দেখাতে পারেন (বটুক ঘাড় নেড়ে 'ঠিক') কিন্তু তা বড় সহজ নয়, কথায় বলে 'যত্নে রত্ন মেলে' ঘুমন্ত যিনি দেখান্, ঘুমন্ত যিনি চেয়ান্, তিনি কি সামান্য রত্ন ? তিনি কি টাকা, না কড়ী না পয়সা ? যা মোট বোয়ে আন্‌তে পার,—ভিক্ষে কোরে আন্‌তে পার,—আলটপ্‌কা পেতে পাব। সে রত্নের কিম্মৎ নাই, জহুরী তা চিন্‌তে পারে না, কেউ তা হাতে পেয়ে হেলায় হারায়। লোকে মনে করে 'মনে কল্লেই কর্ত্তা পাওয়া যায়' এ কত বড় ভ্রান্তি ? যোগেন্দ্র, মুণীন্দ্র (দেবেন্দ্র, কেশবেন্দ্র ফাঁক গেলেন !) যাঁকে যুগযুগান্তে ধ্যানে পান নাই তিনি কি হুকুমে হাজির হবেন ? তিনি সকল জায়গায় আছেন, (অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) ঐ পেতেনেতে আছেন, (সকলের পেতেনে নজর আর বটুকের কান্না) ঐ দেখ তিনি কলুঙ্গীতে এসে বস্‌লেন, (সকলের তথায় দৃষ্টি) আহা। কি

রূপ, কি ভঙ্গিমা, যেন কত শতশত পদ্মরাগমণি জ্বেলে দেচে, কি মধুর হাসি, কি নটবর ঠাম,—কি মোহন মূর্ত্তি?—দেখে প্রেমী জনের মন কেড়ে ন্যায়! নয়ন জুড়াল, ঐ বনমালার কাছে মল্লীকে ফুল ঝক্‌মারে, আহা! তোমার প্রেম-রসে মন উল্লাস হচ্চে, এমন মধুর প্রেমে যারা মাখা হয়েচে তারাই জানে আর তুমিই জান প্রেম কি পদার্থ। যে দিগে চাই সব অন্ধকার, সব মায়া জড়ান ভোজবাজীর খেলা, মায়ায় মোজে আমাদের সুখ নষ্ট হলো, পরের জন্যে কাতর হয়ে—পরের মন যুগিয়ে পিঁজরের পাখীর মতন পরের বশে থেকে আমরা আশা সুখ সকলি খোয়ালেম্। আমরা একদণ্ড স্বাধীন নই, কেউ আমাদের নয় তবু আমারআমার কোরে অসুখেতে দিন গেল। আমাদের ধর্ম্ম প্রেমময়, তাতে কাঁটা নাই, খোঁচা নাই, মাচ্‌কোফের নাই, মন এর গোড়া, সরলতা এর পাতা, দয়া, দান, ডালপালা, আর ভক্তি এর গুঁড়ি। পরের সোণার জিনীস মাটির মতন দেখ, পর পুরুষকে ভায়ের মতন দেখ, পরস্ত্রীকে ভগ্নীর মতন দেখ আর সকলি প্রেমময় জান।

'মহাত্মা দুলাল পাল এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। পাল মহাশয় পূর্ব্বে এমন দুঃখী ছিলেন যে কখনকখন তাঁর দিনান্তে অন্ন যুট্‌ত না, এক দিন তিনি এক ফকীরকে গাঁজা খাইয়ে সন্তুষ্ট কোরে তাঁর কাছে কিছু সার বস্তু প্রার্থনা করেন, ফকীর ভাত খেতে চান, দুলাল ভাত আন্‌লে তিনি তাঁকে সেই ভাত গঙ্গার অপর পারের আর এক ফকীরকে দিতে বলেন, দুলালের পেরুণির কড়ী নাই, ফকীরের চমৎকার মায়ায় তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে গঙ্গা পার হন। দুলাল ওপারের ফকীরকে ভাত দিলে ফকীর ক্রোধে জ্বোলে উঠে তাঁর সঙ্গে এপারে আসেন, এ পারের ফকীর তাঁর পায়ে জড়িয়ে পড়েন, তাতে ওপারের ফকীর এক সুড়ঙ্গতে সেঁধন, এপারের ফকীর তাঁর পেছন ধোরে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন। দুলাল মনে কর্‌লে তাঁদের সঙ্গে নির্ব্বাণ পেতেন, তিনি তা না কোরে প্রথম ফকীরের স্থানে কোন

সার বস্তুর যাচ্ঞা করাতে ফকীর তাঁকে এক ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে বলেন, যে তিনি ঐ কাঁথায় বোসে যাকে যা বল্‌বেন তা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। সেই কাঁথা আমাদের সর্ব্বস্ব, ঘোষপাড়ায় দোলের মেলায় তার একখানা নকল মাত্র পাড়া হয়। কর্ত্তাভজারা সামান্য কথায় বলে যে 'মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কর্ত্তাভজা' আজকাল কালের কুচক্রে ঠেকে এ কথা উপহাসের মধ্যে হয়েছে, আত্মতত্ত্বই এই ধর্ম্মের সার, আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, পরমাত্মা এই দেহ-স্বর্গে বিরাজ করেন, কর্ত্তাভজারা এই স্থির কোরে 'এই দেহই পুণ্যক্ষেত্র, 'অহং কর্ত্তা' আমি আত্মারই ধ্যান কর্‌ব মনে কোরে, রূপ কল্পনা না কোরে আত্মতত্ত্বেই মগ্ন ছিলেন। পরে কালেতে অজ্ঞানতা দোষে জীতেন্দ্রিয় লোকের অভাবে আমাদের উপাসকেরা সারতত্ত্ব ছেড়ে ইন্দ্রিয়-সুখের পরতন্ত্র হয়ে, ধর্ম্মের পথ অধর্ম্মে রোধ করে। আমি তাদের দুর্নীতি সহিতে না পেরে সকলের মনরঞ্জক এই ধর্ম্ম স্থাপন কোরেছি, তাতে ঘোষপাড়াওলাদের সঙ্গে আমার মতান্তর ও মনান্তর হয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ কি গৌরাঙ্গের উপাসনায় আপত্তি করেন না, জগন্নাথের বিষয়েও আপত্তি নাই, বাবাঠাকুর আর ঋষি-কেষ্টর বিষয়ে তাঁদের ভারী আপত্তি, আমার মতে কিছু ভেদাভেদ নাই, কি হিঁদু, কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, কি নাস্তিক, (বাল্মীক নয়?) কি আঁতুড়ে ছেলে, আমাদের দলে ভুক্ত হতে পারে, এতে কালেতে এই ধর্ম্ম পৃথিবীতে একাকারে ব্যাপ্ত হবে (তা হয়ে এলো)। জগন্নাথ দেব কর্ত্তাভজাদের প্রথমে পথ দেখান্‌, তাঁর রাজ্যে জাতিবিচার নাই। চৈতন্য, জগন্নাথের মত সূক্ষ্ম জেনে তাহা প্রবল কোরে তোলেন। পঞ্চানন্দ জন্মস্থানের গোলযোগে যদিও সে মতে চলতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁর হতে সকলের সমান হবার উপায় হয়েছে, বাবা ঠাকুরকে ভ্রমে পূজা করে, তাঁকে ভক্তি কল্লে যদি দোষ হয় তবে হিঁদু মাত্রেই দোষী। কার বাড়ীতে না বাবার পূজা হয়? বিয়ে হলে বাবা—ছেলে হলে বাবা—অন্নপ্রাশনে কর্ণবেধে বাবা—

শাপমন্ন্যু মেগে নেবার বেলা বাবা—তোমরা একবার বল বাবা ('বাপা' বোলে শিষ্যদের প্রণাম) কোন্ পোয়াতি না বাপাকে ভয় করে ? বাপা কাঁচাখেগো দেবতা (বটুক—'তার সন্দ কি ?)। ঋষিকেষ্টর ধর্ম্মে আহারের বিচার—জেতের বিচার নাই, যথার্থ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ।'

হুটুম গোঁসাই এ প্রকারে ভজনা সাঙ্গ কোরে থর্‌থর্ কোরে কেঁপে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়্‌লেন, সকলে 'হাঁ হাঁ' কোরে তাঁকে ধোরে ফেল্লে, 'ওগো বাতাস দাও, জান্‌লা ছাড়' বোলে কেউ আঁচল, কেউ কোঁচা, কেউ পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস কর্‌তে লাগল, এক মাগী 'ও মা কি হলো' বোলে ডাকছেড়ে কাঁদতে বোস্‌ল, গোঁসাই ঐ মাগীর কিছু ধারেণ্ । ছোটদিদির বুকখান দড়াস কোরে বেজে উঠল ; বটুক গোলেমালে চণ্ডীপাঠ কর্‌চেন, তিনি আপনার কর্ম্মেই ব্যস্ত, বসাকজী পলাবার পথ দেখ্‌চেন সোণারচাঁদ বাবু, উইল ও এড্‌মিনষ্ট্রেশন্ নিয়ে পড়্‌লেন, কীর্ত্তনে বাবাজীরা গঙ্গাযাত্রার ফুরাণ আঁট্‌চেন, এমন সময় 'ভিড় ছাড় ভিড় ছাড়' বোলে ছোটদিদি সকলকে সরিয়ে দিয়ে গোঁসায়ের মাথা কোলে তুলে তাঁর চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগ্‌লেন আর ক্রমিক বাতাস কল্লেন্, বাতাস কর্‌তে কর্‌তে গোঁসাই একবার চম্‌কে উঠ্‌লেন, এক বাবাজী 'বুঝি হলো' বোলে উঠ্‌ল, গোঁসাই একটু নড়্‌লেন, এক মাগীর ঘাড়ে পা তুলে দিলেন, মাগী চাপা পড়্‌ল, মাগী 'ও মাগো' বোলে গোঁসায়ের পা ছুম্ কোরে ফেলে দিলে, গোসায়ের চেতন হল, গোসাই 'কর্ত্তা হে তোমার ইচ্ছে' বোলে উঠে বস্‌লেন। সিন্নির আয়োজন হলো, শিষ্যরা সিন্নির উপলক্ষে, কেউ পয়সা, কেউ সিকি, হুয়ানী, টাকাটা, দিতে লাগ্‌ল, এক বাটী দুধে ময়দা, বাতাসা, গুড় দেওয়া সিন্নি সকলের হাতে বাঁটা হলো, বড় এক খোরা দুধ আর বড় এক গোছা রুটী আর গোটাকত বাটী এলো, ফি বাটীতে দুধ রুটী ও চিনি দেওয়া হলো, আর তার এক বাটী এক জন, এক বাটী দুজন, একবাটী

তিন চারিজন কোরে ভাগ কোরে নিয়ে একত্রে বোসে হাপূরহুপুর কোরে খেতে লাগ্‌ল, হেমাঙ্গ কর্ত্তার অনুরোধে একটি বাটী নিলেন, কর্ত্তার প্রসাদ কেউকেউ সাধ কোরে খেলেন। খাওয়া হলো, গাঁজা চল্‌ল, নতুন কোড়ে-রাঁড়ী ভর্ত্তি হলেন, কর্ত্তা ও বটুক সাঁই হেমাঙ্গকে মহা সম্মান কোরে 'মশয় আমাদের যেন ভুল্‌বেন না, আবার যেন দর্শন পাই' বোলে বিদায় কল্লেন, আমার কথাটি ফুরাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাইকেলের উদ্যোগ।

নারদ চন্দ্র রমেশ্বরী টেনে গোলাবীগোচ নেশা কোরে বোসে আছেন, তাঁর মনে হঠাৎ খেয়াল হলো যে তিনি কুড়ে হয়েচেন, দিন-পাঁচ-ছয় হেলায় হারিয়েচেন, ঐ কয় দিন কত রগড়, আয়েস, গট্‌রা, ধুমধাম, খুনখারাব হতে পার্‌ত, এতে তাঁর মনে কি সাধারণ আপ্‌সোস হয়? তিনি আর আল্‌সেম সইতে না পেরে বাদসাই কুড়েকে বল্‌লেন, 'ওহে আমাদের পাঁচ-ছ দিন যে হেলায় গেল, মনে কর এতে কত মজা হতো!'

বাদসা। 'এই কদিন মজা রং তামাসার মাত্‌ করা যেত স্বচ্ছ মজা।'

(নাকে কাঠী দিয়ে হাঁচতে ২ চৈতন্যফক্কার প্রবেশ।)

(ফক্কার প্রতি) 'আরে কে হে ওল্‌পরামাণিক যে, দেখো যেন আমাদের গায়ে হেঁচ না, আঃ কি বেআক্কেলে লোক, ভদ্দর লোক বোসে রয়েচে না নাকে কাটী দিয়ে হাঁচি।'

এই সময় বাবাজীর নাক চার-ব্যারল্‌ রিভল্‌ভার হয়ে নাক দে মুখদে পোঁদদে আওয়াজ বেরল।

ভঁয়রো। 'মোশাঁর হলো না বাঁকী আচে?'

বাদসা। (নীরদের প্রতি) 'মশয়' দেখলেন কি আক্কেল?

চৈতন্য। 'আরে রও, খুব ইয়ারকি শিকেচ, আমার বুজি মানুষের প্রাণ নয়, বাবা একদণ্ড হাঁচবার যো নেই।'

বাদসা। 'তুমি জন্মজন্ম হাঁচ, এখন মাথার ঝুম্‌ড়ীটি ছেড়ে এসে কথা কও।'

চৈতন্য। 'মোরে যাই, আহা! হেসে যে অজ্ঞান!'

নীরদ। 'বাবাজি! আমরা এই মাত্তর বলাবলি কচ্ছিলুম যে

পাঁচছ দিন অব্যর্থ, (?) গেল, এতে কতনাকত মজা হতো— (বাদসার প্রতি) কেমন হে?'

বাদসা। 'ঐ যে বল্লুম, মজা ছেড়ে রংতামাসায় সহরটা ফুঁপিয়ে দিতুম।'

চৈতন্য। 'এত দেশ থাক্‌তে ফোঁপান কেন? আমাদের তো মাবাপ মরার দায় পড়ে নি, কি অলুক্ষ্‌ণ!

কোনকোন লোকের এম্নি স্বভাব যে আপনার আহাম্মকিতে অপ্রতিভ না হয়ে যখন দেখে যে এড়াবার যো নাই তখন কথার ফেরে—উল্‌ট চাপ দিয়ে কি রেগে—নয়ত গাল দিয়ে আপনাদের দোষ ঢাক্‌তে যায়। কেউ আবার ওপরচালাকী কোরে আপনার অসঙ্গত কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। বাদসা তাদের মধ্যে একজন, বাবাজী তাঁর ছল ধরাতে তিনি, জবাবের আর পথ না পেয়ে 'আমরা আমোদআল্লাদকে ফোঁপানো বলি আমরা হাওয়া চিবিয়ে খাই, ওরে তুই চন্নামেত্তর কি বিষ্ণুপাতুকা না খেয়ে বাড়ী থেকে বেরুস নে, তোর ভারী বুদ্ধি হয়েচে দেখিস যেন কেউ দিষ্টি দেয় না।' বোলে আপনার আহাম্মকি উড়িয়ে দিলেন।

চৈতন্য। 'এমন না হলে কি ছেলে, ছেলে মাকে বাপের পরিবার বলে, বাবাকে বাড়ীর সরকার বলে, আর বিষ্ণুপাদোদককে পাতুকা বোলে আপ্নি খায়।'

আচাভুয়া। 'বাবাজি, কি হলো২? আমি তোমাদের কতা কিচুই বুজ্‌তে পারি নি, হাওয়া কি আবার চিবান যায়?'

(সকলের খিলখিল কোরে হাসি)

বাদসা। 'তা নইলে তোমায় আচাভুয়া বোল্‌বে কেন, (আচার দাড়ি নেড়ে) ঠিক বোলেচ বাবা।'

চৈতন্য। (বাদশার প্রতি) 'ওরে গণ্ডমুখ্‌খু কাপড়ে কি আগুণ ঢাকে? বাবা এবার তুমি কোতায় যাও, তোমার ডেস্কনারিতে ফুঁপনকে হাসি বলে, কাসন্দীকে গুড় বলে।'

বাদসা। 'আর আমার বাস্কনারিতে বাবাজীকে মুদ্দফরাস বলে।'

নীরদ। 'যা হোগ বাদসা, বাবাজী তোমায় বড্‌ড নিচ্চে।'

আচা। 'আজ্ঞে না কৈ বাবাজী ওঁয়ার গায়েও হাত দেন নি।'

(হাসিগট্রা)

বাদসা। (আচার প্রতি) 'তুমি কেন মিথ্যে কইলে? বাবাজী আমায় মার্‌লে বই কি।'

আচা। আমি ধর্ম্মতঃ বল্‌চি,—বাবাজী আবার কখন্ মাল্লেন?'

ভেড়াকান্ত। (নীরদের প্রতি) 'দেখ্‌চেন, আচার কি শাদা মন, পোয়েটরা বোলেচেন যে, মন এমন transparent যেমন বরফ।

সকলের এতে হা হা কোরে হাসি, সকলের বিশেষ প্রীতি হলো, পরে নীরদচন্দ্র বল্লেন, ওহে একথায়সেকথায় আসল কথা যে চাপা পড়ে, নতুন একটা মত্‌লব খাটানা যাগ, চল কাল বাগানে গিয়ে একটু আয়েস করি।'

বাদসা। 'মশয়, এবার কি রকম আয়েস বলেন, বাবাজীর মালপো-ভোগ গোচতো নয়? কি বেসেরেস্তা লোক, তা বল্লেইতো হতো যে আমার পয়সা জোটে না, তা নয় কতকগুল চেলের গুঁড়ির পিণ্ডি আমাদের ভাগ্যে ছিল।'

নীরদ। 'কেন আর বাবাজীকে লজ্জা দাও।'

আচা। 'সত্যি কতায় লজ্জা কি মশয়?'

চৈতন্য। 'মশয়, আমাদ্দের অনেক দিন মাইকেল্ হয় নি, (হা হা হা সকলের হাসি) বাগানে এক দিন মাইকেল—' (হাসির ধুম)

বাদসা। এঁর জ্ঞান টনটনে, ইনি মাইফেল্‌কে মাইকেল বলেন।'

নীরদ। সত্যি হে, বাবাজীর কথা আমার বড় মনে লাগ্‌চে, কাল চল বাগানে মাইফেল দেওয়া যাগ, বসাকজীর মণ্ডলা মজলিসে

নেওয়া যাগ—(হেমাঙ্গের প্রতি) কেমন হে তুমি কি বল ?'

হেম । (আতুআতু কোরে) আজ্ঞে, আমি মজ্‌লিসের যুগ্যি নই ।'

আচা । 'তুমি আবার যুগ্যি নও, তো আমি বুজ্জি যুগ্যি ? তোমার চেহারাতেই যে আসর মেরে রেকেচে ।'

আচার কথায় সকলে হেসে খুন, সকলে তাক্ হয়ে রইলেন, নীরদচন্দ্র বল্লেন, যে, 'আচার একএক সময় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় ।'

ভেড়া । 'তা আশ্চর্য্য নয়, মেণ্টাল সায়েন্‌সে লেখে যে, পাগলেরও একএক সময় lucid moment হয়ে থাকে ।'

বাদসা । 'রামরাম ! তোমার নিজের ছিটের কসুর কি ? বাবা গেলেম, এবার ন্যায়শাস্ত্র না কি সায়েন্‌স পোড়ে ইয়ারকি দিতে আসবো ।'

আচা । 'তুমি রাগ কর কেন ? উনিও তো শাস্ত্রের কতা কোচ্চেন ।'

চৈতন্য । 'তা নয় হে, যাকে বলে ভাজাচাল তাকে বলে মুড়ী ।'

বাদসা । 'নাও, কোথায় 'ধান ভাংতে শিবের গীত' ওরে তুই মনসার ভাষাণ শিক্‌তে পারিস্ তা গেয়ে ভিক্ষে কল্লে পয়সা হয়, বাবা ইয়ারকিতে পা দিও না, পিচ্‌লে বেথোরে মারা যাবে ।'

আচা । মনসার ভাষাণ ওস্তাদ্‌জী তো জানেন ।'

ভঁয়রো । 'হামায় লিয়ে টানচ কাহে ?'

ভেড়া । (নীরদের প্রতি) লর্ড বেকন লিখেছেন যে, বাগান শরীরের স্বাস্থ্যবিধায়ক, এব Scenery রমণীয়, গাছপালা, ও ঘাসের গ্রীণ রংয়ে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয় তাতে কোরে স্বাস্থ্য বিধান করে ।'

বাদসা । 'একেই বলে 'ধান ভাংতে শিবের গীত নেজ পাস্‌করা বাবু, আর কি পুথী আওড়াবেন, না আপনার এই পর্য্যন্ত পুঁজীপাটা ? তোমার মতন বিত্তে হলেই গেচি আর কি ।'

চৈতন্য। 'তোমার কেমন রোগ হে সকলের পোঁদে লাগা, আপনার বিদ্যেতো চার-চেরা ?'

বাদসা। 'বহুৎ আচ্ছা বাবা—এর ভেতর চেরার কথা কেন ? চেপে যাও বাবা, চেপে যাও।'

চৈতন্য। 'থাম্ থাম্ তোর আর জেটামতে কায নি, হরি হরি !'

বাদসা। 'বাবাজীর হরির সঙ্গে কতক্ষণ ইয়ারকি সম্পর্ক ঘুচ্‌ল ?'

চৈতন্য। 'আ-হা-হা ! মনে কর ভারী কথা কচ্চি, তোমার মুখের মতন * * * হয় তবে খেদ যায়' (বোলে বাবাজী উঠে যান।)

নীরদ। 'আরে চট কেন, ইয়ারকি বোজ না ?' (বাবাজীকে হাত ধোরে বসান)

বাদসা। 'মশয়, যেতে দিন ও এ মজ্‌লিসের যুগ্যি নয়।'

চৈতন্য। 'তোর বাবা এ মজ্‌লিসের যুগ্যি নয়।'

নীরদ। 'আর বাবাজীকে ঘেঁটিয়ে কায নেই, আজ এক পালা আচ্ছা গাওনা হলো, রংয়ের হেঁপায় আমার প্রোপোজেলটি মাঠে মারা যাচ্চে।'

আচা। 'গাওনা কৈ আর হতে দিলে ? ওস্তাদজীতো এসেইচেন, তা যে গোল তাতে গাওনা কর্‌বেন কি।'

বাদসা। 'আরে বাবু ক্ষান্ত হ, কি বুজতে কি বোজে, বাবুর নবরত্নের সভা, তার মধ্যে বাবাজী টেক্কা হয়েচে।'

এইখানে বাবাজী আর না সইতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বাদসার পিঠে এক কেঁৎ কোরে লাথী ঝাড়্‌লে,—সকলে হোহো কোরে উঠল। নীরদ চন্দ্র বাবাজীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরে এই স্থির কল্লেন, যে, পরদিন প্রাতে তাঁরা নৃসিংহ নগরের বাগানে যাবেন, তার জন্যে কুকের বাড়ীর ১০ খানা জুড়ীগাড়ী—ছাঁচ্‌ড়াগাজীর রাইবাঘিনী বাই, আর এক সম্প্রদায় কণ্‌সার্টওলার বায়না হলো। কণ্‌সার্টওলারা বায়নার কথায় তো জ্বোলে উঠে ছিলেন, শেষ রকমসকম কোরে তাঁরা

থার্ড পার্টির হাতে বায়না এক্‌সেপ্‌ট কল্লেন, তাঁদের আর বাইজীর দলের জন্যে বটতলার-চতুর্দোল বরাদ্দ হলো। এ ছাড়া মিঠাইওলা, ময়রা, গোয়ালা যে যার বায়না পেলে। উৎকৃষ্ট জ্যামেকা রমেশ্বরী, সাম্পেন্ সেরী, মায় ধান্যেশ্বরী, এ সেওয়ায় ষোড়শোপচারের উপযুক্ত সিদ্ধি মাজুম, গুলি, গাঁজা, চরস, প্রভৃতি ছয় রাগ,—আর মিঠে, কড়া, মিঠে-কড়া, ভেল্‌সা, খাসঅম্বুরি, ইরাণী, মোগোলি, মাণিকমুক্তজারা, বাদসাই, প্রভৃতি ছত্রিশ রাগিণীর ফরমাজ হলো, পরে হুকুম হলো যে, এর উপযুক্ত পানযন্ত্র, তোড়যোড়, মেকলুট্‌কি, যেন পৌঁছয়। বাবুর বাড়ীতে একটা কৈলে বাছুর ছিল, বাবু বিবেচনা কল্লেন যে, 'নিত্যিনিত্যি পাঁটা খেয়ে অরুচি হয়েচে, বড় দফার মাস উইল্‌সনের বাড়ী না হলে হয় না, তবে যা রামপাকী, বক্‌বক্‌ম, হাঁসটা, মাজেসাজে চোলে থাকে। কৈলে বাচুরটি আচে, থাক্‌তে কেন ক্লেশ পাই, তবে পাচে বাড়ীর ভেতর টের পায়, তা এমন গোল কোরে দেব যে বাচুরটা যেন ছুট্‌কে পালিয়েচে' এই মনে কোরে সইসের উপর হুকুম হলো যে আস্তাবলের ৪টে মোরগ আর বাছুরটা পরদিন জবাই কোরে বাগানে পাঠায়।

বাবুর ছেলে-পিলে নাই, (বড়মানুষের তা অল্প ঘোটে থাকে) পাড়ার একটি টুক্‌টুকে ছেলে ধারকোরে তার সঙ্গে ভাইপো পাতিয়ে তাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে পাঠান হবে, কিন্তু তার সঙ্গে একজন সিয়ান লোক চাই,—তার অভাব নাই, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সকলেই বর্ত্তমান। বাবুর বাদসার উপর ভার হলো, বাদসা তাতে নারাজ, বল্লেন, 'আমার পেট ফুট্‌ফাট্ কচ্চে' বাবাজী অম্নি যো পেয়ে ঠোকর মাল্লেন, 'হ্যাঁ এর বেলা পেট ফুট্‌ফাট্ করবে, কাল কচুরী খাবার বেলা দেখা যাবে।' বাদসা কর্ম্মের বেলা বেস উপস্থিত ওজর সংগ্রহ কোরে রেখেছেন। বাবু শেষ মকর-গঙ্গাজল-গোচ ভাইপোর সঙ্গে বাবাজীকে পাঠালেন। নিমন্ত্রণর ফর্দ্দে ইয়ারগোচের জ্ঞাতকুটুম্ব,—আসর- জমকাল মজলিসি গাইয়েবাজিয়ে বাবু, সৌখীন

চোরাগোপ্তান্ পেসাদার বাবু, আদালতের ফেরৎ যোচ্চোর কেরানী-- এ সেওয়ায় বাবুর ল্যাবেণ্ডার ইয়ার, স্কুলের অ্যাণ্ডাবাচ্ছা চুণেপুঁটে চ্যাংড়া ছেলে কেউ বাদ গেল না। পরে যাযা বাকী ছিল সব ঠিক হলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাইফেল্।

শনিবারের প্রভাত বুড় বয়সের ছুকরী স্ত্রীর মতন প্রিয়দর্শন। শুক্রবারের রাতটি যেন বিয়ের রাতের মতন হেসেখেলে পোহায়, সূর্য্যদেব স্কুলের ছেলে,—বিশেষ কোম্পানীর আপিসের কুটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, আর মাতালের দরখাস্ত মঞ্জুর কোরে বোধ হয় যেন হিমাংশু হন, কেবল, চিনেবাজারের দোকানদার আর মারচ্যাণ্ট আপিসের কুটেরা কাযকর্ম্মের বাজার বজায় রাখেন, তাঁদের মরবার অবকাশ নাই। কাগের যজ্ঞিতে যেমন কাকগুল দলবেধে কাকা কোরে মাত্ কোরে তোলে, ঘড়ীতে ২ টর ঠং ঠং ঘা পড়্লে স্কুলের ছেলেরা তেম্নি নাচ্‌তেনাচ্‌তে ফলারে বামুণের নেমন্তন্নর মেজাজে, দলবেঁধে 'হো হো হৈ হৈ' কর্‌তেকর্‌তে বাড়ীতে এসে। গবর্ণমেণ্টের কেরানীরা ফেলা যান না, আজকাল কোম্পানীর আপিস স্কুলের বাড়া, হেড সাহেব হেড মাষ্টারের বেহদ্দ হয়েচেন। কেরানীগিরিতে আর রস্ নাই। কেলেসোণা, আঁধারেমাণিক, গোষ্ঠীর তিলকরা শুন্‌তে মোটামোটা মাইনে পান, কিন্তু তাঁদের গাড়ীর খরচে, মদের খরচে, বাকী মেয়ের বিয়েতে 'ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না' শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে। মদ সেকেলে এজুকেটেড্ (জুজু কেতার) নেটিবদের সভ্যতার চিহ্ন, আর ছেলের বিয়ে এখনকার বিষয় করবার দাঁও!

শনিবার নীরদচন্দ্র সকালসকাল উঠে বাদসাই কুড়েকে তলব কল্লেন, তিনি ঢুল্‌তেঢুল্‌তে এলে নীরদ তাঁকে বল্লেন, 'সব হলো কেবল পাণের খিলী আর বড়বাজারের মেওয়ার বায়না হয় নি, তুমি যদি যাও।' বাদসা উত্তর কল্লেন, 'আমি গেলে বাগানে ম্যানেজ্ করে কে? কেন আচাভূয়াত আনা নেওয়ার কর্ত্তা?' নীরদ উত্তর কল্লেন, 'কর্ত্তা আবার কি? নড়েভোলাটা সব সময় মজ্‌লিসের ঘুগ্যি

নয়, তাই তাকে দিয়ে ফাইফরমাজ খাটিয়ে নিই।' নীরদ খিলী ও ও মেওয়ার ভার আচার উপর দিলেন। এদিকে তাঁর ইয়াররা জড় হলো, তাঁর চৌঘুড়ী, বেরুচ, ব্রাউন্‌বেরি, ফেটিন, ক্যারাকেল্‌, বগী এ ছাড়া ভাড়াটে গাড়ী, গহনার নৌকার মতন পঙ্গপাল বোঝাই হলো। চৌঘুড়ীতে ছাতে, পেঁছনে, কোচবাক্সে, শেষ কোলে বসিয়ে লোক চাপান হলো। ইয়াররা কেউ ধোপদস্ত কাপড় ভাড়া কোরে, কারু ময়লা কাপড়ই সই, কেউ ভাড়া সাল, বনাত, র‍্যাপার, গায়ে দিয়ে ছাতে বোসে রাজাউজীর, ছক্কাইপঞ্জাই, মাচ্চেন আর বেশ্যাদের দেখে 'আজ আমরা এক জন' মনে কোরে ভারী হচ্চেন। গাড়ীব বেগেতে তাঁদের শরীর এম্নি নপজ্‌বগজ কোরে ঢুল্‌চে বোধ হয় যেন তাঁরা তার-ওপর-তা নাকখত দিচ্চেন কি নামাজ কচ্চেন। গাড়ীর গড়্‌গড়্‌—ঘোড়ার টকাটক শব্দে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌ল, মুটেমজুর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চাবুক খেয়ে পিঠ গেল। এই অদ্ভুত প্রোসেশন্‌ দেখ্‌তে রাস্তায় লোকারণ্য। এর মধ্যে আজকালের কতিপয় উঠ্‌তি লোক পশ্চাৎ বাদানুবাদ কল্লেন—

রামকান্তে। 'হ্যাদ্দেকচুস্‌ অ্যারা বুজি অং ত্যাক্‌তে যাচ্চন।'

ছিষ্টে। 'দূর মেন্‌ষে পুষ মাসে অং কি রে? বাবু গোঙ্গা-যাত্তরায় যাচ্চন।'

নিধে। 'বাবু ঠায় জেন্ত বোসে ওয়েচন্‌ তা গোঙ্গাযাত্তরা কি বলুস্‌? বাবু খোড়্‌দায় ছেনান্‌যাত্তরায় চোলেচন।'

ভোঁদো। 'তা লয় রে তা লয়, অরা চিত্তেশ্বরীর আস্‌ত্থাক্‌তে যাবুন।'

ক্রমে বাবুরা বাগানে উপস্থিত। আজ বাগানের কিবা শোভা। দেশবিদেশী ফুলগাছের কেয়ারি কিবা চিত্তরঞ্জক! কুসুমগুলি শ্বেত পীত নীল পাটল লোহিত হরিৎ হিঙ্গুলী বেগুণী সিন্দূরী অঙ্গরাগ যথাস্থানে স্তবকেস্তবকে মেখে সেজেগুজে আপনাপন অঙ্গের বাহার দিচ্চে,—কেউ কেউ প্রিয়-সমীরণ-সহায়তায় সৌরভ বিস্তার কচ্চে।

অদ্ভুত অর্‌কিড্‌ তরুর থলোথলো ফুল,-চিনের ঘাস,—পুষ্পবতী লতা-বাটিকা—পুষ্করণীতে পদ্মের দল,—সব্‌জে সিঁদূরে সোণালী মাছেভরা শিল্পরচিত হাঁসের ফোয়ারা,—প্রতিমূর্ত্তি, পরী,—কৃত্রিম বনস্থলী, —সুবিস্তীর্ণ সেতুবাঁধা ঝিল,—স্থানে স্থানে ফুলগাছে-ঘেরা নবীন তৃণাঙ্কুরে সাজান বাদামে, ত্রিকোণ, গোল, আটকোণা, বিশ্রাম-স্থল,—গোলাকার স্তরে স্তরে সাজান ফুলের টব, —লৌহ জালমোদা চিড়িয়াখানায় হীরামন সুরী মদনা কাকাতুয়া মুণিয়া বিহঙ্গম, আর গ্লাশে ঢাকা ফুলগাছে বাগান আলো করেছে। বৈঠকখানায় বিখ্যাত ইংরেজ মোগল বাদসা ও বাঙ্গালির চেহারার বড় বড় গিল্‌টিকরা তস্‌বির, —রেফেল্‌, রেনল্‌ড, টর্‌নরের আশ্চর্য্য চিত্রপট,—বৃহৎবৃহৎ গিল্‌টি আয়না,—হরেক রকম এন্‌গ্রেবিং,—কার্পেট ও পুঁতির ছবি, —যথাস্থানে সাজান আছে। গোল, ধূদ্‌রোফ্‌লে, ঘসা, স্ফাটিকের সুগঠন ঝাড়,—বিশ-ডেলে প্রকাণ্ড সেজ, ছ-ডেলে দেয়ালগিরী,—হরেক রকম ল্যাম্প্‌—বাতি-দান,—থামগুলা বৃহৎ খাটে জরীর বুটাদার রেসমী মশারি তার কিন্‌খাবের চাল, আর বিলেতী জরির কাযকরা মকমলের শয্যা—তদ্ভিন্ন টেবিলে সাজান পোর্‌সিলেন্‌ জগ্‌, ডিকেণ্টর, ভাস্‌, ফুলদান, গ্লাশকেসে সাজান সোণারূপার ও রেসমি ফুলগাছ, পাখী, শাদা পাথরের ফলফুল, পরী, মূরদ্‌, জানোয়ার, আহ্লাদে পুতুল, খেল্‌না, শোভা কর্‌তেছে। ঘরের কার্ণিস মর্গল ও ছড়্‌, শিল্পপারিপাটা ও গিল্‌টেতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। কার্ণিসের নিম্ন ভাগ মাল্যাকারে আর দ্বার খড়্‌খড়ে চারিদিক লতা-পাতা ফুলে চিত্রিত। আসরে বহুমূল্যের উত্তমউত্তম কার্পেট, তদুপরি স্বচ্ছ মছনদ্‌ পাতা, তার মধ্যেমধ্যে কার্চপের কাযকরা তকিয়া পড়েচে, আর নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ছড়ান রয়েচে। এই সকলেতে উদ্যান সাক্ষাৎ অমরভবন হয়েচে, যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকে একএক রমণীয় পদার্থ মনকে পুলক-বিপুলে মোহিত করে, এমন কি বোধ হয় এ সকল দেখে ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

নীরদ চন্দ্র সবান্ধবে বাগানে স্নানাহার কোরে মাইফেল ও খানার তদ্‌বির কর্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে শিয়ালগুল নেমন্তন্নর গন্ধে নরক গুল্‌জার হয়েচে দেখে 'ও হে হুয়া' বোলে দূরস্থ বন্ধুদের খবর পাঠালে, ইঁদুরেরা তার দরুণ ধেইধেই কোরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চাল্লি কর্‌তে লাগ্‌ল, পেঁচারা ফিলোজফারের গাম্ভীর্য্য ছেড়ে বেরুল। শীতকালের বেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অবসান হলো, পাখীরা কলরব কর্‌তেকর্‌তে নীড়ে আস্‌তে লাগল, দিগাঙ্গনাগণ বাবুদের বেআদপির ভয়ে পূর্ব্বাহ্নে নিবিড় তুষারে গাঢাকা দিলেন, কুমুদিনী বাসরসজ্জার হা-প্রত্যাশায় প্রাণনাথের পথ পানে চেয়ে আছেন, পত্নীপ্রাণ শশাঙ্ক প্রাণেশ্বরীর বিরহ-যাতনা অপনয়ন আকাঙ্খায় হাস্‌তেহাস্‌তে আস্‌ছিলেন, দিগাঙ্গনাদের ইঙ্গিতে বুঝ্‌লেন যে তাঁকে বাবুদের মাঝে লজ্জা পেতে হবে অতএব তিনি তাড়াতাড়ি মানেমানে ঘনাবরণে সেঁধলেন, তবে প্রাণকান্তা একেবারে হতাশা না হন এই কারণে থেকে-থেকে মেঘের অন্তরাল থেকে প্রণয়িনিকে দেখ্‌তে লাগলেন।

নিমন্ত্রিত লোক, গাইয়ে বাজিয়ে, জড় হলো। নীরদ গললগ্ন-বাসে সকলকে অভ্যর্থনা কচ্চেন, বাদসাই কুড়ে তাতে এসিষ্ট কচ্চেন, কিন্তু বাবু চোখের আড়াল হলে তিনি গোঁজামিলান দিতে কসুর কচ্চেন না, 'ওরে তামাক দে—বাবুদের পাণ দে—রামা কোথায়?' বোলে চেঁচিয়ে যত হয় সব ম্যানেজ কচ্চেন। বাদসা টোয়ালে হাতে কোরে পেটের নীচে কোঁচার ফুলটি গুঁজে গেরস্থারী চালে কর্ত্তৃত্ব কর্চ্চেন। ক্রমে ক্যাঁকোঁ প্রিংপেড়াং ধ্বনিতে এস্‌রাজ তানপূরা তবলা মৃদঙ্গের স্বর বাঁধা হলো। ভঁয়রো মিশ্র রামের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত বাল্মীকির লবকুশের ন্যায় হেমাঙ্গ বসাকের সঙ্গীতবিদ্যার পরিক্ষা নিতে জাঁকিয়ে বস্‌লেন। হেমাঙ্গ চুলটি খোট্টাইকেতায় বাব্‌রি কোরে আঁচড়ে, একখান কাশীপেড়ে ধুতি তেকোঁচা কোরে পোরে, সবুজ বারাণসী সাল, কিন্‌খাবের চাইনাকোট, গায়ে—মাথায় তারই একটি টুপী টেরচা কোরে দিয়ে, একটি হীরের আংটি আঙ্গুলে এঁটে, হাঁটু-

গেড়ে বসেচেন, এতে তাঁর রূপ এম্নি খুলেছে যে এত চমৎকার জিনীস থাক্‌তে তামাম লোক নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখ্‌চে। নারায়ণ মোহিনীর বেশে যেমন আশুতোষকে ভুলিয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ বিনা মোহিনীর বেশে সকলকে তেম্নি মোহিত কোরে রেখেছেন। কি ভঙ্গি! কি হাবভাব! অপাঙ্গের কিবা চোরাদৃষ্টি! কিবা অট্টঅট্ট হাসি—মধুমাখা কথা! কি শীলতা! কি নির্ম্মল অকপট মন! এতে হেমাঙ্গ সকলকে চিত্রপুত্তলির মতন স্থির ভাবে রেখেচেন। তিনি ওস্তাদজীকে প্রথমে, অন্য গুরুজনকে তৎপরে প্রণাম কোরে প্রথমে দেশ ভাষায় এই পদ গাইলেন,—

(সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি।)

সখি! 'শ্যামলি ধবলি' ফুক্বরে কানাই
মোহন মধুর স্বনে মন হরে লয়।
শুনে বাঁশরী আ মরি! চঞ্চলিতা হলো
চকরী, চকর আশে আশাপথ চেয়ে!
হেরি বঙ্কিম ভঙ্গিম সুঠাম সুরূপ
শয়নে স্বপনে,—মদনে মজাল দিয়ে
কলঙ্কের ডালি, ভাই, কালা-কলঙ্কিনী,
শ্যাম বিনে এ যৌবনে উন্মাদিনী সখি!

হেমাঙ্গের গান শুনে সকলে 'বাহবা বহুৎ আচ্ছা জীতারহ বাবা' বোলে তাঁর প্রশংসা কল্লেন, তার প্রাণতোষিণী সঙ্গীতিতে, মধুময় স্বরে, ললিত তানলয়ে, চিত্ত-বিমোহন হাবভাবে, প্রাঞ্জল স্বভাবে, মজ্‌লিসের যাবদীয় লোক তাঁকে ভূয়োভূয়ঃ আদর কল্লেন, সকলে একবাক্য হয়ে বল্লেন যে, তিনি একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ হয়েচেন, ওস্তাদজীর তাতে বিশেষ গৌরব বাড়্‌ল, তিনিও গানে আপনার ক্ষমতার শেষ দেখালেন। পরে ফেলো, পাঁদাড়ে, বিত্তেভুড়্‌ভুড়ি, প্রভৃতি দেশওয়াল,—আর আগা খাঁ, বগা মিশ্র, প্রভৃতি পশ্চিমে কালোয়াৎ, কেউ মৃদঙ্গে ধুপুড়্‌ধাপুড় কোরে, ঘরফাটানে ধ্রুপদ গেয়ে,

—কেউ আগাগোড়া বেতালা হয়ে,—কেউ সেতার স্বরং তাউস্ এস্‌রাজ বীণ ফ্লুট, শেষ খঞ্জনী পর্য্যন্ত বাজিয়ে আপনাপন শিরোপা নিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে বস্‌লেন, পারসি মিশান হিন্দির বোলে ছয়লাব, কোনকোন বাবু সেই বোলের খাতিরে মোছনমেনে পোষাকে মিয়া-সাহেবের কেতায় বসেচেন। এদিকে মুহুর্মুহুঃ পাণতামাক চল্‌তে লাগ্‌ল, বাইওলানী মজ্‌লিসে এলো, সে সারঙ্গ-সহায়তায়, নিরবচ্ছিন্ন কটাক্ষপাতে, বিপুল হাস্যে, বেশভুষার চটকে,—নাচের ভঙ্গিতে,—হস্তসঞ্চালন-পারিপাট্যে, ও ললিত স্বনে, সকলকে তুষ্ট কর্‌তে লাগ্‌ল। কেউ টাকার-উপর-টাকা দিয়ে তাকে গাঘেঁষা কর্‌চেন, বিবির গানে সকলে মোহিত, একটী ভট্‌চার্য্যি তাতে ভারী বিরক্ত হচ্চেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গ্রামে থাকেন, এজন্য নীরদ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রতিবাসীত্ব সুবাদ, ক্রমে তিনি তা থেকে 'পুষ্যির মধ্যে' ভর্ত্তি হন, ভট্‌চাযের তাতেও সানে না, তিনি ফুলের সাজীতে বাগানের কলামূলা পার্ করতেও ভয় করেন না,—কেউ আবার ব্রহ্মচারী হয়ে হোমের ঘি চুরি করেন, ইনি মড়া এলেন না। ভট্‌চায্ ট্রাই-আঙ্গেল্ কেতায় পাতুখান মুড়ে থেলো হুঁকায় তামাক টান্‌তেটান্‌তে ভেড়াকান্ত নাগের সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচার কর্‌ছিলেন। ভেড়াকান্ত বল্লেন, 'গানের নোট্ (ধ্বনি) অতি সুশ্রাব্য, ইতর ভাষায় স্বরকে সুর বলে, বাস্তবিক তা স্বর।'

ভট্‌চায্। 'সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরও যা রাগও তা, রাগ যে ব্রহ্ম, তাতে সুশ্রাব্য হবে না?'

ভেড়া। রাগ আলাপ কল্লেই যে harmonious অহো! সুশ্রাব্য হবে তার মানে নাই, Pope লিখেছেন,—

"Tis not enough no harshness gives offence,
The sound must seem an echo to the sense.
Soft is the strain when zephyr gently blows
And the smooth stream in smoother numbers flows

But when loud surges lash the sounding shore
The hoarse rough verse should like the torrent roar."

ভেড়াকান্ত ফড়্‌ফড়্‌ কোরে আরো আওড়ান, ভট্‌চায্যি তাতে হেসে ফেলে তাঁকে সতর্ক কোরে দিলেন যে, তিনি আপনি ইংরেজি জানেন না। ভেড়াকান্ত অনেক ভেবেচিন্তে ঘোর্‌ফের কোরে বাংলা কোরে বুঝিয়ে যখন দেখলেন ভট্‌চায্যি মজাল্‌ বুঝবেন না, তখন সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, যে রূপমাধুরী বর্ণনে blooming beauty অর্থাৎ বিকসিত সৌন্দর্য্য—প্রেমোন্মত্তের অভিলাষ স্থলে flame of desire অভিলাষের অগ্নিশিখা—কোন বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যে fever of excitement ঔৎসুক্যজ্বর, আর পঞ্চভূতের গোলযোগে strife of the elements অর্থাৎ 'ভূতসমস্তের বিবাদ' বর্ণন করা কর্ত্তব্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ণনার এই সকল রসে প্রবেশ কর্‌তে না পেরে, বিশেষতঃ ভূতসমস্তের গোলযোগ বুঝ্‌তে ভারী গোলযোগে পোড়ে নাগমশয়কে তার বিশেষ ব্যাখ্যা কর্‌তে বল্লেন, নাগ-মশয় তা 'নেজে গোবরে' কোরে শেষ এম্নি সমস্যায় ঠেক্‌লেন যে 'কুট্‌কচালে' সমস্যাগুলি কবিবর পোপের সঙ্গে মারা গেল। নাগমশয় শেষ এই মীমাংসা কল্লেন, যে 'গান কি কবিতার ভাব যেখানে যেমন সেখানে ঠিক তার প্রতিরূপ হবে, ভীমের আস্ফালন বর্ণনে মেঘ কি ঝড়ের নাদ,—সুন্দরী স্ত্রীর লাবণ্য স্থলে বিদ্যুতাভা—আর ঐ স্ত্রীর ঘাড় বর্ণন স্থলে সোয়ান্‌ পক্ষীর ঘাড়ের উপমা দেবে।' ভট্‌চায্যি সোয়ান পক্ষী দেখেন নাই, সুতরাং তিনি সুন্দরী স্ত্রীর ঘাড়ের মর্য্যাদা না বুঝ্‌তে পেরে অরসিক হয়ে রইলেন। ভট্‌চায্যি বাইজীর ক্রমিক পারষি মিশান হিন্দি গানে চোটে সভার মাঝে বোলে উঠ্‌লেন, 'আরে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ কে হে, এ যে কেবল কেঁইমেই, বলি ঠাকুরণ বিষয়ের গীতটিত কি নেই? রামরাম!' এতে মজ্‌লিসসুদ্ধ লোক হেসে উঠ্‌ল, গোটাকত ফচ্‌কে ছেলে তাতে যো পেয়ে আস্তেআস্তে ভট্‌চায্যির টিকীটি টেবিলের পায়ায় বাঁধতে লাগ্‌ল। এদিকে ভট্‌চায্যির আসির্ব্বাদে

বাইজীর গাওনা বন্ধ হয়ে ছিল, সে ফের তান মারে এমন সময় নীরদ চন্দ্র বোলে বোস্‌লেন 'সত্যিইতো ভট্‌চায্‌ ঠিক বলেচে, নিছক হিন্দি বুলি, তা হবে না বাবা, তোমায় পীরের গান গাইতে হবে' বোলে বাইজীকে কড়্‌কে নিলেন। বাবু মাঝারীগোচ নেশা কোরেচেন, কেউ ক্রমে চতুরং হয়ে আসছেন, সিদ্ধির ওড়ায়, গাঁজার ঘোরায়, গুলির চুল্‌কান ও ঝিমনয়, মদের দাপট আর হরবোলার বোলে আসোর গুল্‌জার। ভট্‌চাযিগোচের লোকরা বেআড়া কারখানা দেখে মানেমানে বিদায় হলেন। বাইজী কি করে বাবুর হুকুমে আর পেলার খাতিরে পীরের ছেড়ে সাপুড়ের গান পর্য্যন্ত গাইতে ক্ষান্ত হলো না। এই সময় পাশের এক ঘর থেকে একটা ভূত আসাতে বাইজী আঁউমাউ বোলে দড়াম্‌ করে পোড়ে গেল, ভেড়ুয়ারা যে যার যন্ত্র ছেড়ে চোক উল্‌টে মড়ার মতন আড়ষ্ট হলো, আগা খাঁ আল্লানাম আর বগা মিশ্র রামনাম জপ্‌তে লাগ্‌ল, সৌখীন বাবুদের কুঁপোকাৎ, মেড়াকান্ত-গোচ ক্ষীণজীবিরা মূর্চ্ছা গেলেন, ডানপিঠে ছেলেরা ভয়ে কুঁকড়িসুকড়ি হলো, সকলেই স্তব্ধ, কারু মুখে 'রা' নাই, চৈতন্যফক্কা বাবাজী আঁৎকে উঠে পাছুট চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পোড়ে আছেন, আছেন কি মরেছেন, তার স্থির নাই, কেউ এক টেরে চেয়ারে বোসে গেলাশে কোরে গলায় মদ ঢাল ছিলেন, হঠাৎ এই প্রেতযোনিকে দেখে দাঁতকবাটি লাগিয়ে চেয়ার থেকে ঘাড়মোড় মুচড়ে পোড়ে গেলেন, গ্লাশটা হাত থেকে পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্রের পর্য্যন্ত জ্ঞান নাই, দৈবযোগে বাগানে একজন রোঝা উপস্থিত ছিল, সে আচম্বিতে ভয়ানক চিৎকার শুনে ভূতের গন্ধ ধোরে সরিষা পড়ায় তার পালাবার পথ বন্ধ কোরে বৈঠকখানায় সেঁধল। রোজা অনেক মন্ত্রপোড়ে ঝেড়ে, জলের ঝাপট্টা দিয়ে, স্মেলিং শল্‌ট পর্য্যন্ত ব্যবহার কোরে ক্রমেক্রমে সকলকে চেতন কল্লে, সকলে চোখ মেলে দেখেন ভূত তখনও তাঁদের শাসন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সকলকে দেখ্‌চে, রোজা ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে লাগ্‌ল, রোজা যত মন্ত্র

পড়ে ভূত তত কাটিয়ে দেয়, ক্রমেক্রমে রোজার মন্ত্রতন্ত্র বেবাক ফুরাল, রোজা চোরের মতন মুখ চূণ কোরে দাঁড়িয়ে, ভূত হুপ্ পেয়ে তার স্কন্ধে চেপে তাকে 'ফুস্‌মন্ত্রের চোটে' বাদসাইকুড়ে বানিয়ে দিলে, রোজার কর্ণের একঘ্নীর ন্যায় শেষ একটি মন্ত্র ছিল, রোজা সেই মন্ত্র পোড়ে ভূতকে বাইরে নিয়ে গিয়ে. তার মুখে জলের ঝাপ্‌টা মারাতে ভূত নিজ মূর্ত্তি থেকে আচাভূয়ার মূর্ত্তি বার কল্লে, পরে ভূতেতে রোজাতে ভাব হয়ে এই নিষ্পত্তি হলো যে, ভূত আচাভূয়া আর রোজা বাদসাইকুড়ে হয়ে থাকবে। তখন সকলের ভ্রম গেল, বাবাজীর কেবল চেতন হয় নাই, তিনি এখনও পোড়েপোড়ে গোঁগোঁ কচ্চেন, অনেক কোরে তাঁর জ্ঞান হলো। এই ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, আচাভূয়া না খেয়ে বেলা ৪টের সময় পাণের খিলী ও মেওয়া তোয়ের কোরে এনে ক্লান্ত হয়ে পাশেব ঘরে ঘুমচ্ছিলেন, বাদসা তা টের পেয়ে তাঁকে বিলক্ষণ কোরে ভূত সাজিয়ে দিয়ে একটী ছেলেকে দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে, বোলে পাঠান যে, বাবু তাঁকে ডাকচেন। নীরদ বাবু এই রহস্যে বাদসার ওপর ভারী সন্তুষ্ট হলেন, বাইজীর গাওনা ভেঙ্গে গেল, কণ্‌সার্টওলারা একবার কোঁকা কল্লেন, তা বড় লাগ্‌ল না, সকলে ওস্তাদি গাওনা শুনে, রাত হওয়াতে তাঁদের মজ্‌রো বন্ধ কোরে দিলেন, তাতে ঐ ওস্তাদে দল একেবারে মাটি হয়ে গেল।

এদিকে খানার সারিসারি পাত পড়্‌ল, কৈলে পোলাও, কৈলে ইষ্টিক. কৈলে কট্‌লেট্,—রামকালিয়ে, রাম টিক্‌লি, রামপাখীর পূর দেওয়া বেগুণের দম,—কপি, গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়ে, ভেট্‌কী মাছ চচ্চড়ী, বাটা মাছ ভাজা, পাঁপড় খাস্তার কচুরি, লুচি, পরেটা, মিঠা গজা, অমৃত-জিলিপী, তাজফেণী, সীতাভোগ, লেডি-কেণিং, লর্ড ছট্‌পাট, মনোহরা, গোলাবী পেঁড়া প্রভৃতি সন্দেশ, ক্ষীরের মিষ্টান্ন, ছানার পায়স, ক্ষীর দধি, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানাদি, টক মিষ্ট চাটনি ও মোরব্বা, হরেক রকম সরবৎ প্রভৃতিতে ছয়লাপ, কে কত খাবে। খাওয়া হলো, পরে মদের ধূমধড়কা লেগে গেল, 'ছট্‌ পাট্‌

অট্টলট' বুলিতে কাণ পাতা ভার, 'ধিন্তাধিনা' গোচ রঙ্গকের্ত্তন কামড়াকামড়ি, খেউড় গাওয়া, পচাল পাড়া, কাঁসারির সংয়ের চেয়েও বেআদপি সং সাজ্জা, ঝাড় ভাঙ্গা, মাথা চালা, বমি করা, ফর্‌ফর্ কোরে ওড়া, অগ্নি হাতপা ভেঙ্গে পোড়ে যাওয়া, উড়র হোর্‌রা, চিৎকারের হল্লা, শিয়াল ডাকা, প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে নরক গুল্‌জার। শেষ কারু হাড়গোড় ভাংলো, কারু নাক কাম্‌ড়ে নিলে, কারু সাল, কাপড়, ছিঁড়ে ফাঁদ্‌রা ফাঁদ্‌রা, তবুও তামাম রাত গ্রাশ চল্‌চে—'দেদার ঢাল' আওয়াজ বেরচ্চে। পরদিন কাউকে পাঁজাকোলা কোরে মড়ার মতন তুল্‌তে হলো, কাউকে পুকুরে চোবান হলো, কাউকে সেক্‌তে হলো, কাউকে পটি বসাতে হলো, পরে বাবুরা খাওয়াদাওয়া কোরে নেচেকুঁদে গ্রাম তোল্‌পাড় কোরে, সেখানে চিরকালের জন্য খোশনাম রেখে যে যার বাড়ী ফিরে এলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নীরদচন্দ্রের স্ত্রী—নীরদ ।

রজনী থম্‌থমে, সকলে নিদ্রাগত, কেবল নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী শয্যায় একাকিনী এপাশ-ওপাশ করচেন আর স্বামীর বেআড়া চাল দেখে কত কি ভাব্‌চেন, এমন সময় খট্‌খট্‌ কোরে শব্দ হলো, তিনি মনে কল্লেন যে ইঁদুরে উপদ্রব কর্‌চে, ক্ষণ পরে যেন ইঁদুরের কাগজ কাট্‌বার মতন কিছুক্ষণ শব্দ হতে লাগ্‌ল, শেষে উঁচু থেকে একটা জিনীস ঘরের মেঝেয় ধুপ্‌ কোরে পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী ইঁদুর তাড়াবার জন্যে ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লেন, অম্নি দেখতে পেলেন খড়খড়ের ভেতর থেকে একটী জানয়ার নীচের বাগানের একটা গাছ বেয়ে পালাল, অন্ধকার রাত, জানয়ারটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না, বোধ হলো সেটা একটা বেরাল হতে পারে। ঐ রমণী ভাবী বিষয়ের কল্পনা কচ্চেন, তাঁর কপালে যে কি আছে ঈশ্বরই জানেন। আহা! মান্‌ষের হাতে না পড়্‌লে কুলবালারা কতই যাতনা পান, কতই অপমান সহেন! কোনকোন মহিলা দুশ্চরিত্র স্বামীর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, যেন আপনি অপরাধিনী, একি কম বিড়ম্বনা? কেউ স্বামীর দুর্নীতি, লোকলজ্জা ও সংসারযন্ত্রণা না সহ্য কর্‌তে পেরে আত্মহত্যা পাপে মগ্না হন, কেউ বা দুশ্চরিত্রা হয়ে দেশের মাথা হেঁট করান্‌।

নীরদচন্দ্র পরদিন নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তেটল্‌তে কোন এক আড্‌ডার ফিরৎ বাড়ীতে এলেন, তাঁকে হাত-ধরাধরি কোরে আন্‌তে হয়ে ছিল, তিনি বৈঠকখানায় এসে বেআড়া চিৎকার কোরে উঠে যাকেতাকে যা-ইচ্ছা-তাই গাল দিলেন, ক্রমে রং চোড়ে এল, চৈতন্য ফক্কাকে বল্লেন 'বাবাজি তুমি আমার মাতার মণি আর সব বেটা চোর—বাজাজি, তুমি বেটা শাল২ শালগেরাম—তুমি নচ্ছার

পাজী ছুঁচো—আচ্ছা বাবাজি, তার নাকটি যেন রসকলি—কে বাবা তুমি ইশেরা কর ?—প্রাণ যায় রে প্রাণ যায়—এক গেলাশ দে রে তোর পায়ে পড়ি।'

চৈতন্য। 'মশয়, একটু স্থির হন এখানেতো কিছু উপস্থিত নেই।'

নীরদ। 'আগে তা বল্লি নি কেন ?' (বাবাজীর পিঠে লাথী)

নীরদ পরে চেষ্টদেরাজ খুলে এক বোতলের দাম বার করবেন ও হরি! না কিছুই নাই। মাতাল হয়েও তাঁর হুঁশ হলো যে দেরাজে অনেক টাকা ছিল, তার কিছুই নাই দেখে ভীমমূর্ত্তি হয়ে ইয়ারদের এলোপাতাড়ি প্রহার করতে লাগ্‌লেন, ইয়াররা তাঁকে খানসামার জিম্মে কোরে দিয়ে পালাল। নীরদ, চাকরের সঙ্গে নক্‌শাতামাসা কোরে, তাকে কিলিয়ে, চেঁচিয়ে, বাড়ী ফাটাতে লাগ্‌লেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য ঘটনা।

নীরদচন্দ্র দেরাজ হতে টাকা চুরি যাওয়াতে তার কল বদ্‌লে ফেলেন, তাতেও চুরি যাওয়াতে তিনি এক টাকাও বাইরে রাখেন না, তবুও নিস্তার নাই, বাড়ীরভেতর বাক্‌স দেরাজ ও আলমারির ভেতর থেকে চুরি যেতে লাগ্‌ল অথচ সে সব আগে যেমন চাবী বন্ধ ছিল চুরির পরও সে সকল তেম্নি বন্ধ থাক্‌ত, কিন্তু কিসে চুরি যায় আর কেই বা চুরি করে তিনি তা ধর্‌তে পারেন না। তিনি এক সময় গোটাকত টাকার ধারে চিহ্ন দিয়ে রাখ্‌লেন। রাত্রে বাড়ী থাকুন বা না থাকুন, তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে ঐ টাকা দেখেন। চুরি রাত্রে যেত। নীরদ একদিন দেখেন ঐ টাকা নাই, তাতে তিনি তাড়াতাড়ি দরয়ানদের সিন্ধুকপেঁটরা খুলে, তাদের হুকুম দেন, যে, বাড়ী থেকে কেউ যেন না বেরয়, পরে চাকরদাসী, রাঁধুনী, দাওয়ান, সরকার, মুহরি, পুরুত, মায় আপনার স্ত্রীর পর্য্যন্ত সিন্ধুক বাক্‌স তল্লীতল্লা খুলে ঐ টাকা বার কর্‌তে পার্‌লেন না। বৈঠকখানায় হেমের একটী ডেস্ক আছে, বিচারে তা খোজা যদিও উচিত, নীরদ তাতে সহসা হাত দিলেন না, যদিও অন্য মোসাহেবদের হতে তাঁর নীচপ্রবৃত্তি সম্যক সাধন হয়, তথাপি হেমাঙ্গের সরল স্বভাবে ও নিষ্কলঙ্কচরিত্রে, তিনি তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস্‌তেন, তাতে হেমাঙ্গের কেউ প্রতিবাদী ছিল না, কেননা হেম সকলের সঙ্গে সমান সদ্ভাব রাখ্‌তেন। নীরদ রাইটীং ডেক্‌স না খোলায় কেউ কিছু বল্‌তে পারেন না, দুষ্ট পুজারীবামুণ ছাড়্‌লে না, সুতরাং বাবু ডেস্কটি হেমাঙ্গকে দিয়ে খোলালেন, তাতে দেখেন তার ভেতর সেই চিহ্নিত টাকাকটি রয়েছে। নীরদ থতিয়ে গেলেন, হেম কাঁদ্‌তে ২ দড়াম্ কোরে পোড়ে গেলেন, নীরদ সন্দেহ কল্লেন যে, এ পূজারীর

কারসাজী, হেমাঙ্গের ওপর কোন মতে সন্দেহ হতে পারে না। এর মধ্যে কেউ হেমকে ঠেস্ কোরে বল্‌তে লাগল, হেমাঙ্গ কেঁদে অস্থির, তিনি নীরদের পা ছুঁয়ে বল্লেন, যে, তিনি এ বিষয়ে দোষী নন, তাঁর অদৃষ্টের ফেরে যা হবার নয় তা হলো। কেউ বল্‌তে লাগ্‌ল, হেম কি কোরে অন্তঃপুরে যাবেন, আর চাবীর ভেতর থেকে চুরি যাওয়া বড় শক্ত, বিশেষ, ঘরে বাবুর স্ত্রী থাকেন, এ বিষম চুরির সন্ধান করা অসাধ্য, ছাতের উপর, অন্দরমহলের প্রবেশদ্বারে, যেখানেসেখানে পাহারা, এর ভেতর থেকে চুরি, এ স্বপ্নের মতন বোধ হতে লাগ্‌ল। কেউ আরব্য উপন্যাসের জ্বেনির গল্প আন্‌লেন, বাড়ীতে স্বস্ত্যোনশান্তি অনেক হতে লাগ্‌ল, ভূত নাবান হলো, তবু চোরের সন্ধান পাওয়া গেল না। হেমাঙ্গ বসাক লজ্জাভয়ে রাইটাং ডেস্কটি আচাভুয়ার বাড়ীতে রাখ্‌লেন আর বাবুর বৈঠকখানা ছেড়ে আচার বাড়ীতে শুতে আরম্ভ কল্লেন। আচা নীরদের কাছে হেমের প্রতিষ্ঠা দেখে তিনি হেমের সঙ্গে ভাই পাতিয়ে ভাব কোরেচেন! এ রকমে, একটু মানুষের মতন লোকের লেজ ধোরে অন্ত্যজ লোকও মানুষের মধ্যে গণ্য হন, অথচ পূর্ব্বে তিনি কাওরাপাড়ায় থেকে কাওরাদের সামিল হয়ে ছিলেন, পরে তিনি ঘরভাঙ্গা কর্ণমন্ত্রী হন। এ রকম লোকেরা ভিজে বেরাল, এঁদের চেনা ভার, এঁদের সব রকম কাযেই পাওয়া যায়!

হেমেতে আচাতে ক্রমে হরিহরাত্মা, হেমাঙ্গ গান তোয়ের কোরে আচাকে শেখান্, হয়ত আচা হেমের ঠেন্ গান লিখিয়ে নিয়ে তা মুখস্থ করেন। দুটি যেন মাণিকযোড়, দুটির স্বভাব অমায়িক, তাঁদের চরিত্রে কোন দোষ নাই, তাতে মিল্‌বে না কেন? যে যেমন তার তেম্নি যোটে, যেমন হাঁড়ী তার তেম্নি সরাও মিলে থাকে। দুই গরিব বন্ধুতে এই রকম মিলেমিশে আছেন, এর মধ্যে এক দিন নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী ডাক্‌ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লেন, নীরদ কান্নায় ঘুম থেকে উঠে 'কেনকেন' কোরে প্রেয়সিকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তাঁর স্ত্রী কপালে

করাঘাত কোরে কেঁদে বল্লেন, 'আর আমার মরণ কি বোল্ব, নোর সিঁন্দুক খুলে সব্ গয়না গেচে।' সর্ব্বনাশ! নীরদ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়্লেন, হীরে, জহরৎ ও মতিতে অভাবপক্ষে লক্ষ টাকার গহনা, নীরদ কিছুক্ষণ চৈতন্যরহিত ও নিস্পন্দ, পরে সিঁধুক খুলে দেখেন, যে তা 'হাঁহাঁ' কর্চে, তিনি ফের লোকজনের জিনীসপত্র উট্কে বাড়ী খুজে উলট্পালট্ কল্লেন, কোথায়ও একটী বামাল বেরুল না, বাদসাইকুড়ে চালপড়া, নলচালা, পাণদর্পণ, প্রভৃতি অনেক সন্ধান বোলে দিলেন, গরলগাছার ঢোঁড়া-উল্লা, রামকেষ্টপুরের মড়া আচার্য্য, রাজ্যের জান, গুণী, সন্ন্যাসী, সাহেব ও বাঙ্গালী স্পিরিচুয়ালিষ্ট (ভূতুড়ে) জড়ো হলো, তাতে সকলেই ১০ টাকা পেলেন, কিন্তু শেষ না রাখ্তে পেরে দুএক-ঘা মিষ্টি মেঠাই খেয়ে বিদায় হলেন। নীরদের আহার নাই, নিদ্রা নাই—লোকজন আত্মীয়বন্ধু সকলের উপর বিষদৃষ্টি,—কেবল বেচারা আচাভূয়া ডাঁশ আর হেমাঙ্গ বসাক এখনও অবিশ্বাসী হন নাই, B. A. নাগ মশয় দেখেশুনে সোরেচেন, নীরদ বদফেয়ালি ভুলে গেলেন, পুরাণ দাসদাসী, দরওয়ান, ও আমলাদের জবাব দিয়ে নতুন লোক বন্দবস্ত কল্লেন, শোবার ঘরের নীচের বাগানে রাদ্দিন পাহারা রইল, এতে কিছুদিন চুরি মেড়ো পড়্ল। নীরদ চন্দ্র একদিন অন্তঃপুরে একটু মনের ফুর্তিতে বোসে পত্নীর সঙ্গে লেখাপড়ার কথা কচ্চেন, তাঁর পত্নী বিবির কাছে লেখাপড়া শিখেচেন, নীরদ মধ্যে মধ্যে তাঁর পড়া শোনেন, নীরদ তাঁকে বই আন্তে বল্লেন, তাঁর পত্নী সেল্ফ থেকে বই পাড়তে গিয়ে দেখেন তাঁর রচিত কতকগুলি পদ্য সেল্ফে নাই, এতে তিনি হাস্তেহাস্তে স্বামিকে বল্লেন, 'একি হলো, পোড়া চোরে কি আমার লেকা কাগজগুলিও ছাড়্বে না? হাসিও পায় দুঃখও ধরে।' নীরদ চন্দ্র 'হাঁ এত দেশ থাক্তে চোরের কাগচ নিয়ে আবার কায, তুমি ভুলে আর কোতায় রেখেচ' এই কথা বোলে পত্নীর মুখে পড়া শুন্তে লাগ্লেন, দৈবাৎ পাত উল্টাতে ২

বোয়ের ভেতর থেকে একখান চিটী পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্র সেইখানি তুলে পত্নিকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'এ কিসের চিটী' তাঁর রমণী হাস্‌তেহাস্‌তে বল্লেন 'তবে এ তোমারই কায, কাগজগুলি নিয়ে চিটীখান রেখেচ। নীরদ চন্দ্র 'সে কি' বোলে চিটীর শিরনামা পোড়ে দেখেন তাতে আপন স্ত্রীর নাম লেখা, পরে তাহা খুলে এই পাঠ কল্লেন,—

প্রমোদিনী ঊষা পাশে তপন কিরণ
কে বলে রুচির অতি ঘন অন্তরালে ?
সেরূপ বিরূপ হলো রূপেতে তোমার।
চিকণ-চিকুর-চিত্র অতি অনুপম,
কবরী-ভূষণ আহা কেমন সেজেচে
অতুল বিপুল রূপে! পীনপয়োধর
যৌবন করেচে আলো,—বর্ণনে না যায়!
কিবা ছলে কে শিখালে নেচেনেচে চেয়ে
নয়ন ভুলায় মন। আর হাসিরাশি
যেন বিজলীর ছলে প্রকাশি লুকায়।
উন্নত কোমল গলে দোলে রত্নমণি,
সঙ্কুল কাঁকালে শোভে সোণার মেখলা।
হেরে তব চারু ছবি কবি যায় হেরে,—
বর্ণনে বিবর্ণ ছাঁদ *—পড়িল প্রমাদে।
যেমন মাঠের মাঝে সতৃষ্ণ পথিক
মরীচিকা হেরে হ্লাদে ধায় সরোবরে,
যেতেযেতে মায়া-জল অমনি লুকায়,
হাহাকার করে পান্থ ভ্রান্ত হয়ে মোজে।
অতি গুণবতী সতী সত্য বটে তুমি,
মিছে আশা করি আমি তোমার লাগিয়ে

---

* ছন্দ

ফেল না আমায় ফেরে মরীচিকা মত।
প্রেমের পুতলি হেরি উথলিল সুখ,
শুন লো, প্রিয়ে লো! বলি,—কি বলি কি বলি?
না সরে বচন মোহে, প্রাণাকুল হলো,
রাখ প্রাণ আদরিণি! তোমার সুঠাম
নয়নের অভিরাম, তবু প্রিয়তমে!
কি লাগিয়ে দিবানিশি প্রাণ কেঁদে ওটে?
ভাবিয়া ভাবুক মন অকূলপাতারে
প্রাণ হারাল হারাল, রাখ লো রাখ লো
আশ্রয়ে, নইলে প্রাণ হারাই হারাই!

প্রেমাকাঙ্খী বশম্বদ,
শ্রীহেমাঙ্গ বসাক।

নীরদ চন্দ্র পত্র পোড়ে একবার পত্রপানে—একবার ভূমিপানে—পুনশ্চ পত্রপানে—আরবার ভূমিপানে চেয়ে, পরে একবার আকাশ-পানে—একবার স্ত্রীর পানে—আবার পত্রপানে চাইলেন—ক্ষণকাল হতচিত্ত হয়ে রইলেন, পরে অকস্মাৎ যেন বাতিকের বেগে ঝেঁকে উঠলেন। তাঁর মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল--গা টল্‌টল কর্‌তে লাগ্‌ল—তাঁর মুখ অপস্মাররোগের মতন বিকট হলো, তাঁকে যেন ধাঁদা লাগ্‌ল! তাঁর পত্নী 'ও মা কি হলো' বোলে কেঁদে উঠে তাঁকে ধোরে ফেল্‌লেন, নীরদের অগ্নি প্রচণ্ড মূর্ত্তি, তাঁর মুখ ফুল্‌তে লাগ্‌ল—চক্ষু আরক্ত হলো—ঠোঁট কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল আর তিনি ব্যাঘ্রের মতন লাফিয়ে উঠে পত্নীর ঘাড় ধোরে তাঁকে চিটীখান দিয়ে বল্লেন, 'এ সব কি কাণ্ড? তবেতো তোরা আমার সর্বনাশ কর্‌চিস্' বোলে তাঁকে কঠিন করাঘাত কর্‌লেন, তাতেও না ক্ষান্ত হয়ে, তাঁকে 'এর বিহিত কর্‌চি' বোলে শাসিয়ে আস্ফালন কর্‌তেকর্‌তে বাহিরে গেলেন। বৈঠকখানায় হেম আর আচা বোসে আছেন, তাঁরা তাঁর উগ্র-মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হলেন। হেমাঙ্গকে দেখে নীরদের অঙ্গ রাগে

গস্‌গস্ করতে লাগ্‌ল, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন হেমাঙ্গের কোমলাঙ্গ বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। নীরদ পত্রখান হাতে কোরে দীর্ঘকাল এইভাবে বোসে রইলেন, আচাভূয়া বেগতিক দেখে হেমকে ইঙ্গিত কোরে দুজনে উঠে যান এমন সময় একখান পত্র হেমের গা থেকে ঠিক্‌রে নীরদের কাচে পড়্‌ল। আচম্‌কা পত্র পড়াতে নীরদ চম্‌কে উঠ্‌লেন, হেম আর আচা চোলে গেলেন। নীরদ লিপিখান নিয়ে দেখেন তার শিরনামায় হেমাঙ্গ বসাকের নাম লেখা আর তার অক্ষরগুলি তাঁর স্ত্রীর লিখিত বোধ হলো। তিনি পত্রখান খুলে এই পাঠ কর্‌লেন,—

নবীন-নীরদ-নাদে চাতকী যেমন
জল-আশে রঙ্গে হাসে পুলকে মগন।
পুচ্ছ উচ্চ কোরে শিখী নাচিয়া বেড়ায়,
রসরঙ্গে প্রেয়সীকে তুষিবারে ধায়।
গোলাব-কুসুমগুলি একে মনোরম
যদি মিলে প্রজাপতি হয় অনুপম!
কুহরে কোকিল যদি বিচ্ছেদ-মিলনে
আহা কি ললিত তাহা অনুরাগি মনে।!
নির্ঝর নিরখি যদি সরিতের কূলে,
প্রকৃতির ছবি হেরে মন যায় ভুলে।
ভুলেও ভুলি না তবু উড়ু উড়ু মন,
প্রাণনাথ যদিস্যাৎ না রন্ তখন।
এসএস হৃদয়েশ! এস একবার!
এস হে, রাখ হে প্রাণ, তুমি হে আমার।

সেবিকা, বিরহিণী,
শ্রীমতী উজ্জ্বলকামিনী দাসী।

নীরদ চন্দ্র পত্র-খান উল্‌টেপাল্‌টে দেখেন, তবু তাঁর মনের প্রতীতি হয় না, একবার মনে করেন, যে প্রণয়িনীর স্বভাবে লেশ মাত্র দোষ নাই, হেমাঙ্গেরও কখন চিত্তের চাঞ্চল্য, অবিনয়, কি

অশ্লীল প্রকৃতি, ভ্রমেও দেখেন নাই, তবে এ কি ঘটনা? এ কি বিধি-বিড়ম্বনা না অদৃষ্টগোচর-ফল? নীরদ চন্দ্র হেমাঙ্গের হস্তের লেখা দেখেছেন, তাহাতে আর তাঁর স্বাক্ষরিত পত্রের শিরনামাতে ঈষৎ প্রভেদ আছে, এতে নীরদ এক এক বার মনে করেন, যে প্রণয়িনীকে অকারণ পীড়ন কোরেছেন, আবার ভাবেন যে, না, লিপি নিশ্চয় তাঁর হস্তলিখিত, আর যেকালে টাকা হেমাঙ্গের ডেস্ক থেকে বেরুল তখন হেমাঙ্গ অবশ্য সকলেতে দোষী, তবে তার হঠাৎ না দণ্ড কোরে আর একবার দেখা যাক কি ঘট্‌তে কি ঘটে, এই মনে কোরে তিনি হেমাঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নীরদের চলাচলি—নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তার দলে গোলযোগ।

নীরদের সভায় আর সকলে উপস্থিত, কেবল পুঁয়েনাগ মশয় আর বাদসা অনেক দিন ভেগেছেন, পুঁয়েনাগ না থাকলে বড় এসে-যায় না, বাদসাবিরহে সভা অন্ধকার। নীরদ বাবাজীকে বল্লেন, 'দেখ বাদসা আর দেখা দেয় না, ক দিন ডেকে পাঠালুম, তাতে খাতির নদারৎ।'

'দেখা দেবে কি, এ বাড়ীতে যে হেঙ্গাম হয়ে গেচে তাতে ইচ্ছে হয় না যে এ বাড়ী মাড়াই' বোলে বাবাজী উত্তর কল্লেন।

'আমরাও (আচার প্রতি দৃষ্টি কোরে) সে জন্যে বড় যাতায়াত করি না, মশয় প্রতিপালক, আপনার ধার কিছুতেই সুধতে পারি না, পরমেশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন, আমাদের অদৃষ্ট হতে আপনার দিনদিন ভয়ানক ক্ষতি, এতে আমরা মোরে আছি' হেমাঙ্গ এই বল্লেন।

'আপনার পা ছুঁয়ে (পদ স্পর্শন ও সকলের হাস্য) বল্‌চি মোশাইকে না দেক্‌লে প্রাণ চম্‌কে ওটে, তাই হেমকে বলি যে ভাই, বাবু আমাদের কি ভাল, এমন বাবু হবে না, এত যে চুরি, তবু বাবু আমাদের আপ্‌নার ছেলেমেয়ের মতন দেকেন, অন্য হলে, কি কার্‌খানাই কোর্‌তো, কার মনে কি আচে কে জানে ভাই, তবুও বাবু আমাদের পিতৃপালন কচ্চেন' আচাভূয়া এই কথা কহে সভাজনকে হাসালেন।

'হামাদের জাত হেমন লয়, মোশার কাছে পর্‌বস্তি হচ্চি ও জন্যে হামিত ভুল্‌তে পার্‌বে না' বোলে ভঁয়রো মিশ্র অভিপ্রায় প্রকাশ কল্লেন।

নীরদ চন্দ্র সকলকে ঠাণ্ডা কোরে বাদসার বাসাতে যাওয়া কর্ত্তব্য স্থির কোরে সকলে ফেটিংয়ে চেপে তথায় উপস্থিত হলেন। বাদসার বাসা মাণিকতলার সারকুলার রোডের পূর্ব্ব ধারের এক বাড়ীতে।

নীরদ চন্দ্র বাদসাকে বল্লেন, 'একেবারে যে ডুমূরের ফুল হলে, আর যে দেখা পাওয়া ভার, কেন আমাদের অপরাধটা কি?'

'ক্ষ্যামা করুণ ওকথা বল্‌বেন না, বড়মান্‌ষের সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া পেজ্জোম, আপনার বাড়ী যে চুরির ধূম, তাতে কি জানি শেষে গরিবের ছেলেকে নিয়ে বা টানাটানি হয়, সে দিন তো হেমাঙ্গের ডেস্ক থেকে টাকা বেরুল, কোন্ দিন হয়তো আমার বাসায় খানাতলাস হয়' বাদসা এই উত্তর কল্লেন।

'না হে না, যা হবার তা হয়েচে, কিছুদিন আর গোল নেই' নীরদ এই আশ্বাস দিলেন।

'তা হলেই বাঁচি, একি সর্ব্বনেশে চুরি, দেখেশুনে পেটে হাত পা সেঁধয়' বাদসা এই বোলে সাউখুড়ী কল্লেন।

পরে একথা-সেকথার পর নীরদ বাদসাকে কিছু মাল সংগ্রহ কর্‌তে বল্‌লেন, বাদসা তাতে 'আমার বড় পা কাম্‌ড়াচ্চে' বোলে ওজর করাতে নীরদ আচাকে দিয়ে দু বোতল ওল্ড টম্ আর তার উপযুক্ত ফুলুরী, বেগুণী, কড়াইভাজা, লঙ্কা মরিচ, চাটনি আনালেন। 'ঢাল্ ঢাল্ দেদার ঢাল' বুলি উট্‌ল, রং বেজে গেল, ঘুরেঘুরে কুঁদেকুঁদে নাচা, গ্লাস ভাঙ্গা, কাপড় ছেঁড়া, ঘরে আঁস্তাকুড় করা, হাঁকডাকে পাড়া ফাটান, রাস্তার লোককে ঠাট্টা করা, ঢোলে পড়া, প্রভৃতিতে রঙ্গভূমি ক্রমে জম্‌কাল হতে চল্‌ল। নীরদ চন্দ্র নেশায় ভোঁ হয়ে হয়ে হেমাঙ্গকে নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরে গ্লাশ নিয়ে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে চান, ক্রমে ভারী জবরদস্তি ও জোর কর্‌তে লাগ্‌লেন, এই সময় রাস্তায় একটা গোল উঠ্‌ল, হেমাঙ্গ তড়াৎ কোরে লাফিয়ে 'মশয় কি দেখে আসি' বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লেন, দেখেন গোচ্ছার বদমাইস ছোঁড়া একটি স্ত্রীর উপর লেগেছে, তাঁকে ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গিতে নিতান্ত কাতরা কোরেছে, চৌকিদার রঙ্গ দেখে হাস্‌চে। হেমাঙ্গ স্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেন তিনি ভদ্র লোকের স্ত্রী, মন্দ অবস্থা বোলে তাঁর কন্যার বাড়ী হতে হেঁটে বাড়ী যাচ্চেন।

এদেশের লোকেরা এত অসভ্য, তাঁরা রমণীকুলের মর্য্যাদা এত তাচ্ছল্য করেন যে, আমেরিকা খণ্ডের ইন্দিয়ানরা, আফরিকার হটেন্‌টটেরা, আর বন্য সাঁওতালেরা তাঁদের অপেক্ষা যোষাগণের মান রাখ্‌তে জানে। এদেশে ভদ্র মহিলারা গবাক্ষে দাঁড়ালে, লোকের মাঝে মুখ বার কর্‌লে, তাঁরা বেআব্‌রু হয়ে থাকেন। তীর্থস্থানে, ও গঙ্গাতীরে কত বেআদপ্‌ হয়ে থাকে মনে করুণ। নচ্ছার বাবুদের দূরবীণ-কষা-চোখে,—শীশে ও ইশারায় বোধ করি তাঁদের নিজনিজ বাড়ীর অনেক স্ত্রী পতিতা হন। এতে আবার এদের স্ত্রীশিক্ষা হবে, স্ত্রীদের প্রকাশ্যে ও লোকসমাজে আনা হবে! এবিষয়ে ব্রাহ্মেরা অনেক সভ্য বলিতে হয়।

'তোমাদের এ ভারী অন্যায়, রাস্তায় মেয়েরা কি চোল্‌বে না? কার বাড়ী না মেয়ে আছে, হেমাঙ্গ ছোঁড়াদের এ কথা বোলে স্ত্রীটিকে যেতে বলাতে ছোঁড়ারা 'হ্যাঁ বাবা এক্‌লা ভোগ না হলে কি হয়, বাবু বুজি বেম্মদত্যি রে' আপ্পাআপ্পি এই বোলে ঐ কামিনীর গা ঘেঁসে দাঁড়াল, হেমাঙ্গ আর সহিতে না পেরে 'খবরদার—সোরে যাও, নইলে এখনি দেখ্‌তে পাবে' বোলে সাহসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে ছোঁড়ারা ফের ব্যলীকতা আরম্ভ করে এই সময় নীরদের দলবল আসতে ছোঁড়ারা কে কোন্‌ দিকে ছট্‌কে পালাল। বাবুর মেজাজ ভরপূর মাৎ হওয়াতে তিনি অসাড় হয়ে পড়ে আছেন, স্ত্রীটি চোলে গেলেন, ইয়াররা বাবুকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী চল্লেন। হেম আর আচা, নীরদের বাড়ী হয়ে চোলে যান, তাঁদের মনে পোড়্‌ল যে, নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তাভজাদের কাণ্ডটা একবার দেখ্‌তে হবে। হেমাঙ্গ আচাকে ঐ অবতারদের ইতিবৃত্ত শুনিয়েচেন, আচার তাতে তাঁদের দেখতে ভারী ইচ্ছা হয়েছে, সে দিন শুক্রবার ছিল, অতএব তাঁরা পরামর্শ কোরে হুটুম গোঁসায়ের আস্তানায় গেলেন।

আস্তানা লোকে গিজ্‌ ২ কর্‌চে। ঝাঁপটাকাটা, উল্‌কিপরা,

ডাইমন্‌কাটা, খাঁদানাকী, চেরণদাঁতী, পোঁটাচুর্ণী, পেঁচামুখী, প্রভৃতি ভালমন্দ চেহারার আজ-বিবি নাগাদ নাতিপুতির বয়সী রঙ্গিনীগণ, আর থর-কামানে, হাড়হাবাতে, মড়াকেঠো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাব্‌রিচুলো, ঝাউগুঁফো, কাছাখোলা মোল্লা, প্রভৃতি অ্যাণ্ডাবাচ্ছা, ও বুড় রামশাল্‌কি-গোচ মর্দ্দরা একেবারে ঘেঁষাঘেষিতে জমাটবেঁধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাণ্ডায় পেতেনে, পুঁই-মাচাব উপর কাণাচে, ঝোঁপেঝাঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে 'ওমা কত্তা কি ভুঁড়ে গো'—'মা গো এম্নি কোরে কি পা মাড়াতে হয়'—'আ মর ছোঁড়া' —'বুড় মিন্‌ষের রঙ্গ দেকো'—'শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশীধারী' প্রভৃতি রসাল বাক্যালাপ হচ্চে। এক ঘরে অন্নক্ষেত্র আর কলায়ের ডালের হ্রদ হয়ে রয়েচে, এর মধ্যে বেরাল, কুকুর, ও কাগ, লোকের চোখে ধূল দিয়ে কায উদ্ধারের জন্য প্রবেশ কর্‌চে। বাড়ীতে এক দুষ্ট গাভী আছে, একজন লোক স্থানাভাবে তার কাঁধে চাপ্‌বার উপক্রম করাতে সে দড়ী ছিঁড়ে ছট্‌কে পড়াতে কে কার ঘাড়ে পড়ে, মাগীগুলত আলুথালু হয়ে চিৎকার কোরে বাড়ী মাথায় কল্লে, হুলস্থুল পোড়ে গেল, হুটুম গোঁসাই চট্‌কে যাবার ভয়ে কোণে দাঁড়িয়ে কষাকষিতে শরীর দুর্ব্বল কর্‌বার বিশেষ যত্ন পাচ্চেন, বটুক সাঁই সকলকে অভ্যর্থনা কর্‌তে ক্ষান্ত হয়ে এই ওক্তে কেষ্ণনীলের অনুকরণ কর্‌চেন, হেমাঙ্গ বসাক আর আচাভূয়া ডাঁশ এই সময় বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন। তাঁদের দেখে কর্ত্তা ভারী অপ্রতীভ, কিন্তু ভুঁড়ি চাপার ভয়ে সর্‌তে পারেন না, অভ্যর্থনাও কর্‌তে পারেন না. অতএব কুলবধূরা ভাসুরকে দেখে যেমন লজ্জা পান কর্ত্তা তেম্নি লজ্জায় ঘাড় গুঁজে রইলেন। রাত হয়ে এল, গাভীটি, অনেকের ঘাড়ে লাথী কষিয়ে শেষে ধরা পড়্‌ল। সে দিন নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দের একটা মেলা, হুটুম গোঁসাই হেমকে অভ্যর্থনা কোরে বল্‌লেন যে, 'আমাদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার দলের

মতান্তর জন্য উভয় দলের যে খেদ ছিল এখন আমার যত্নে আর ঘোষপাড়ার কর্ত্তা মহাশয়ের সম্মতিতে কুশলেন্দ্র আচার্য্য মশয় অনুগ্রহ কোরে এখানে সশিষ্য এসেচেন, এতে দুই দল এক হবে। কুশলেন্দ্র প্রাচীন লোক, তাঁর মাথাটি আগাগোড়া কামান, আকার সম্পূর্ণ ভদ্র লোকের মতন,—প্রকৃতি কিঞ্চিৎ চঞ্চল, আর তিনি বাকচাতুরীতে বড় নিপুণ। হুটুমগোঁসায়ের শিষ্যেরা গুজুগাজু কর্‌চে যে, কুশলেন্দ্র মূলে কর্ত্তাভজা নন, তিনি একজন প্রাচীন নৈয়ায়িক, পয়সা পেলে তিনি সব কর্ম্মে ও সব দলে আছেন। এ কথা কত দূর সত্য আমরা বল্‌তে পারি না। ছোটদিদি রসুইমহলে গিন্নীপণা কর্‌চেন আর বোলচেন 'মাগো আমি কটা হাত কোর্‌ব?' অন্নব্যঞ্জন বড় পরিবেষণ কর্‌তে হয় না, যে জাতি হোগ, নিয়ে খেলেই হলো, সমস্ত দিন কেবল খাওয়া, রাত অবধি খাওয়া থামে না, দিনের বেলা গোঁসায়ের এক পালা সংকীর্ত্তন আর ভজনা হয়েচে। সোণার চাঁদ বাবু যদিও খোশপোষাগী কি সৌখীন নন্, তবু খোশ্‌মেজাজী বটেন, তিনি সে দিন ৯-আঙ্গুলচেটাল কালাপেড়ে ধুতি পোরে, এক জোড়া হাফ্ ইষ্টিকিং আর চিনের বাড়ীর বার্ণিশ জুত পায়ে দিয়ে শিলিভ বোদামের প্রিহান্ গায়ে দিয়ে তার উপর পাক-দেওয়া উড়নী বুকের মাঝে চাপরাসের মতন বেঁধে, রূপর চেন-বোদামের ছিদ্রে একটি গোলাব ফুল গুঁজে আর একগাছ বেতের ছড়ী হাতে কোরে ঘুণিয়েঘুণিয়ে মেয়ের পালে অসিকতা কর্‌চেন। সোণারচাঁদ ক্লার্ক মেলার উদ্দেশে মাথায় বছরাবধি চুল রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা পেয়ে ছিলেন, মাথা গরমের দরুণ তা গজিয়েও গজায় না, তিনি এ দিন নাকের মাঝে থেকে সুতো ধোরে মাপ কোরে ঘাড় পর্য্যন্ত একটা সমান শিঁথে কাট্‌তে যত্ন পান, কালের কুটিল স্বভাব বশতঃ শিঁথেটি যতবার কাটেন ততবার সেটি এলোমেলো হয়ে পড়ে, তাতে তিনি ত্যক্ত হয়ে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল, এলোমেলোই সই' বোলে ঐ স্যাজের মাথায় জরীর বুটোতোলা

শাদা তাজ দিয়ে নবকাত্তিক দাঁড়িয়েছেন। ক্লার্ক বাবু দিনের বেলা এক পালা সেতার বাজিয়ে ফেলী, কাঞ্চুনী, মায় মজুরদের পর্যন্ত মোহিত কোরেছেন। ক্রমে রাত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, বটুক সাঁই অন্তর শুচি কোরে, ভাবে গলিত হয়ে, মাথাটি হেঁট কোরে রহেচেন, হুটুম গোঁসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, স্ত্রী শিষ্যেরা এক একজন কোরে তাঁকে বাতাস কর্‌চে। কুশলেন্দ্র মঙ্গলাচার কোরে আগমনি গেয়ে এই বক্তিতা কল্লেন,—

'ধর্ম্ম কারু হাত ধরা নয়, সকল জাতিরই ধর্ম্ম আছে। সৃষ্টির আদিমাবস্থায় ধর্ম্ম এক রূপ ছিল, তখন বোধ হয় আদিম জাতিরা বন্যজাতির মতন ইন্দ্রায়ুধ, কাদম্বিনী, উল্‌কা, বায়ু, সমুদ্র, ও অগ্নি প্রভৃতিকে পূজা কর্‌তেন। আদিত্য নিশান্তে দিঙমণ্ডলের চারু রূপ উজ্জ্বল প্রভায় প্রচার কর্‌তেন, তাতে আদিমবাসীদের কাযকর্ম্মের সুবিধা হতো, তদ্ধেতু, তাঁরা ঐ দেবকে দেবের মধ্যে আদি বোলে কীর্ত্তন করেন। বেদের মত ধর্‌তে গেলে (আর সে মত অখণ্ডনীয়) নিরবয়ব জ্যোতিরূপ পরব্রহ্মই অনাদিপুরুষ। পুরাণের মতে তাঁর দশ অবতার হয়। যদিও পূর্ব্বাবধি পঞ্চোপাসক ছিল, তথাপি প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মই ছিলেন, পরে ঐ পঞ্চ উপাসকের প্রত্যেক দল কালেকালে নানা সংজ্ঞায় ভিন্নভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যেরা ভারতের ভিন্নভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্ন মতে ব্যাপ্ত হয়েছেন। পূর্ব্বে মূর্ত্তি পূজার বিশেষ প্রথা ছিল না, রূপ কল্পনা কোরে পূজা করা বিরল ছিল, ক্রমে শাস্ত্রের চর্চায় একএক ধর্ম্মনিরত রাজা, কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কেউ জাতি বর্ণের উচ্ছেদ কোরে, কেউ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি কোরে, কেউ জাতিমর্য্যাদা বর্দ্ধন কোরে, মানবধর্ম্ম নানাকারে প্রচলিত করেন, নতুবা ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে নিয়ম কোরেছেন, যাহা মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তাররূপে প্রচার আছে, তাহাই চিরকালের ধর্ম্ম বোলে পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে ঋষিরা বিশেষ

কোরে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ নির্ণয় কোরে তাহা আপনাপন প্রণীত সংহিতায় লিপিবদ্ধ করেন। রাজা বেণের সময়ে সঙ্করজাতির সৃষ্টি হয়, পরশুরাম ধরণী নিক্ষত্রা কর্‌লে ক্ষত্রিয় লোপ হয়, ঋষিরা কৌশল কোরে ক্ষত্রকুল পুনঃস্থাপন করেন। যযাতির সময়ে ম্লেচ্ছের উৎপত্তি হয়। আদিসূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এদেশীয় আর বৈদিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না, বল্লালের সময়ে কান্যকুব্জস্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থের এদেশে বাস হয়, তৎকালে এদেশীয় নবশাক জাতির ও সুবর্ণ আর গন্ধবণিকের থাক হয়। রঘুনন্দনের দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের উচ্ছেদে তাঁর স্বনামখ্যাত স্মার্ত্তমত প্রবল হয়, তাতে নিত্যকর্ম্ম আর ধর্ম্মাচরণের নিয়ম গৌড় প্রদেশে স্বতন্ত্র হয়। চৈতন্য দেবের অবতারে এদেশে বৈষ্ণব শ্রেণীর মতান্তর হয়ে যায়। আমাদের ধর্ম্ম ঐ ধর্ম্মের অন্তর্গত বল্‌তে হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিরতিশয় প্রযত্নে তদবধি জগদ্ধাত্রী ও অন্যান্য দেবী পূজার প্রাচুর্ভাব হয়। আমাদের দ্বেষ নাই, আমরা সময়েসময়ে সত্যপীরের উপাসনা করি, তাই বোলে সত্যপীর যে আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত দেবতা এ স্বীকার করি না। এ সামান্য কথা, এর উপর আবার ঋষিকেষ্ণকে নিয়ে জড়ালে আমাদের ধর্ম্ম ছ্যাছ্যা হবে। ঋষিকেষ্ণ কে? সেত ছুতরের ছেলে, আর বাবা ঠাকুরের জন্মের বৃত্তান্ত শুন্‌লে ভক্তি উড়ে যায়, কোন্ বিধাতা এই অবতারকে সৃষ্টি কোরেছেন? ঋষিকেষ্ণ কাহারা ভজে? ম্লেচ্ছেরা। বাবাঠাকুরকে ডোমে ছোঁয়, এঁরা যদি আমাদের উপাসনার যোগ্য, তবে পরেশনাথ কি অপরাধ কল্লেন? ধর্ম্ম মনে আর ভক্তিতে, তা মালা ঠক্‌ঠক্ কল্লেও হয় না, ঘণ্টা নাড়্‌লেও হয় না, গাউন পোর্‌লেও হয় না। সেই যে সার বস্তু, একাগ্র নিষ্কলুষ চিত্তে তাঁর ধ্যান কল্লে, তাতে ব্রত, পূজা, হোম, যজ্ঞ, সকলাপেক্ষা ফল হয়। 'সে দোরের নাইকো কপাট' তবু তাঁকে চেনে কে? রসনা ভুলেও তাঁর অপার মহিমাস্খলিত সুধারস পান করে না, বিজন বনে ঋষিরা অনসনে সে

রস মনের সাধে পান কোরে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি কোরেছেন। আহা! গলিত পত্রকুটিরে, কি শিখরচূড়ায়, আতপের তীব্র তেজ সহে, জলপটলের ঘোর জলসেচনে ভিজে, সেই মহাত্মারা যে কি সুখে কালাতিপাত কোরেছেন তা স্মরণে জ্ঞান ও ভক্তির উদ্রেক হয়। রূপকল্পনা অবোধের বোধের জন্য, তা বোলে যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আর সদাচার বিরুদ্ধ, মূর্ত্তি পূজা করা, ম্লেচ্ছরীতি, ম্লেচ্ছনীতি, প্রচলিত করা, ম্লেচ্ছকে দেবতা বোলে কীর্ত্তন করা, বাতিকের জোরে মুখে অনর্গল 'বাইবল্' মন্ত্র জপা, আর ফি কথায় কালুরায়, ও ধর্ম্মরায়কে ডাকা, উন্মাদের লক্ষণ। একেত সব ধর্ম্মেই গলদ আছে, লোকের মন তাতে সহজে বসে না, তাতে নিতান্ত ভড়ং কি নিতান্ত শঠতা কর্‌লে ক্রমে নাস্তিকতা প্রবল হবে। ধর্ম্মে মত্ততা কিছু নয়, তাতে ধর্ম্মের হানি হয়, তাতে স্থির বুদ্ধির, ও চিত্ত শুদ্ধির আবস্যক, ইন্দ্রিয় সংযমনই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আমাদের ধর্ম্ম কর্ত্তার ঝুলিকাঁথা নিয়ে, তাতে বাগাড়ম্বর নাই, 'সে গাছের নাইকো পাতা' পাতা নাই তা ঝর্‌বে কি? বরঞ্চ বৃদ্ধিই আছে, ফেঁকৃড়িতেফেঁকৃড়িতে বেড়েই যাচ্চে, ফল একগাছের বোলে সব সুস্বাদু, এতে কলম লাগালে, কারচুপি খেললে, সার বস্তু নিস্তেজ হবে। ভাইসকল. ভগ্নিরা! আপনারা ভ্রান্তি ত্যাগ করুণ, বৃক্ষের শাখা বৃক্ষেতেই থাকা ভাল, তার ছেদনে শাখারই সম্পূর্ণ ক্ষতি।'

কুশলেন্দ্র এই বোলে বক্তি্‌তা পর্য্যাপ্ত কর্‌লে হুটুম গোঁসাই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক সাঁই প্রভৃতি শিষ্যেরা রেগে লাল হয়ে কুশলেন্দ্রকে সভার মাঝে অপদস্থ করতে উদ্যত, কেউকেউ তাঁকে ঠেস কোরে 'বুড় শালিক আবার কেষ্ণ বোল্‌বে' বোলে ব্যঙ্গ কর্‌তে লাগ্‌ল, কেউ মুখভঙ্গী ও বিদ্রূপে তাঁকে উচিতমত গুরুদক্ষিণা দিলে, কেউ বল্‌লে, 'বুড়র তিন কাল গেছে এককাল ঠেকেচে তাতে বুদ্ধিসুদ্ধ লোপ পেয়েচে' শেষে সকলে জড়িয়ে বুড়কে নাস্তিক স্থির কোরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ কর্‌তে অগ্রসর। ধুমধড়কা লেগে গেল,

হাঁকের চোটে ভূত পালায়, ঝক্ড়াগণ্ডগোলে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল, তিড়িং কোরে লাফান, চাঁদমুখে ভেঁউচন, ঘুষির কসরৎ করা, বাগিয়ে লাঠী ঘুরাণ, গলা খাঁক্রি দেওয়া, গাল বাজান, আর হাততালি দেওয়াতে রঙ্গভূমি মাত্ কোরে তুল্লে, ভারী আখোজ বেধে গেল, আচার্য্যের দল সরবার চেষ্টায় এই মিষ্টি উত্তর গেয়ে আসর স্বরগরম কল্লে :—

হায়রে কলির চেলা ফুট্-ফাট্-ফুট্ !
বিশ্মোল্লায় ঝুট্,
সব ফাকীজুকী ছুট্,
ধর্ম্মের দোহাই মেগে দেশ কল্লে ভুট্
কত্তার কাঁথা ঢেকে ।
কাঁথা ঢেকে, য়ীশু ডেকে, মুখে ব্রহ্ম বোল্,
বাজে পীর-কীর্ত্তন খোল, তোমার সভার আগে ।
সভার আগে, দিশে লাগে, কালুধর্ম্মরায়
মজার বুজ্রুকি দেখায়, চেপে ঘাড়ের মাজে ।
ঘাড়ের মাজে, শিঁতে সাজে, পর লট্পট্ বুট,
হায়রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট !

হায়রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট !
হৃদে কালকুট
ভণ্ডামে নিটুট,
আঙ্গুল আড়াল দিয়ে সব কল্লে লুট
ধর্ম্মের নামের জোরে ।
নামের জোরে, ঝুলি ভোরে, পাঁউরুটি বিস্কুট
দাঁতে কুট্কুট্, কুট্ফুট্, টোকো উইলসন্ জোপে ।
উইলসন্ জোপে, কাপে কোপে, বাগিয়ে মার মোষ,
তাতে নেইকো দোষ, পোড়া পেটের দায়ে ।

পেটের দায়ে, জাত হারায়ে, পড় অট্‌লট্‌গুট্‌,
হায় রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট্‌।

আর ‘দূই য়েঁ কঁলিই থঁ্যায়া হুঁৎপাৎ-হুঁৎ’ বোলে ঝাঁটা হাতে কোরে এক প্রকাণ্ড রাক্ষসী এসে ভণ্ডতপস্বীদের এলোপাতাড়ি ঠেঙ্গাতে লাগ্‌ল। রাক্ষসীকে দেখে সকলের প্রাণ উড়ে গেল, হুটুমের দলের রঙ্গভঙ্গ, ও মুখের সাপট্‌ ঘুরে গেল, মাগীরা ‘মা গো’ বোলে আঁৎকে উঠল, বাবাজীরা ‘ও বাবা এ কে রে’ বোলে দাঁতেদাঁতে লাগিয়ে কেঁপে মরে, কুশলেন্দ্রের পাল ‘হরেকেষ্ণ’ জোপ্‌চে, হুটুম গোঁসাই ভয়ে অপকর্ম্ম কোরে বস্‌লেন, বটুকসাঁই গাঁজার কল্কে এক বাবাজীর গায়ে ফেলে দিয়ে ঝড়েহেলা নারকেলগাচের মতন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে আকাশ পানে চোখ কোরে রয়েচেন, বাইরে হুলস্থুল পোড়ে গেছে, ‘পালারে’ ‘এলোরে’ ‘গেলুম্‌রে’ চিৎকারে কাণ ফেটে গেল, কে কোন্‌ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই, কারু দিগ্বিদিগ জ্ঞান নাই, ভয়ে পাইখানায় ঢুকে পোড়েচেন, মহা কোলাহল, কাণ ঝালাফলা, ভাগ্যেভাগো আচাভূয়া কেমন কোরে গুড়িমেরে পালিয়েচেন, হেমাঙ্গ বসাক এক কোণে সেঁধিয়ে থরথর কোরে কাঁপছেন, তাঁর সকলের চেয়ে বিশেষ ভয় লেগেছে, মাগীরা রাস্তায় পোড়ে কেউ বলে ‘ওটা ডাইনী’ কেউ বলে ‘ওটা হুটুম গোঁসায়ের মা’ এক জন বল্লে ‘তা হলে গোঁসাই আৎকাবে কেন?’ পরে ‘শাঁকচিন্নী’ ‘পেত্নী’ আর যে যত রকম জান্‌ত সব রকমে সব গড়নে রাক্ষসীর বর্ণনা কল্লে। ‘অ্যাঁত আঁৎ অঁবদি হেঁয়াঙ্গাম, তোঁদেঁর্‌ ছাঁলাঁয় (জ্বালায়) পাঁয়াপঁইসী (পাড়াপড়্‌সী) কি ঘুঁম্মুবেঁ না,’ বোলে আচ্ছা কোরে শাসিয়ে রাক্ষসী অন্তর্ধান হলো।

ক্রমে সকলের জ্ঞান হয়ে ত্রাস কম্‌ল, কর্ত্তাভজারা যে যার ঘরে চোলে গেল, হুটুম গোঁসাই ভয়েই হোগ্‌, কি লজ্জায় হোগ্‌ এখনও এলোথেলো হয়ে পোড়ে রামরাম কচ্চেন, ছোটদিদি আর বটুক সাঁই আশ্বাস-বাক্যে তাঁর ভয় ঘুচাচ্চেন, আচাভূয়া ডাঁশ রাস্তায় হেমাঙ্গের

প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন, হেমাঙ্গ তাঁর কাছে যুট্‌লে দুই বন্ধুতে চোলে যান, আচার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি থেকেথেকে পেছনে দেখ্‌চেন, হেম তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্‌লেন, 'আহে কিসের ভয়? এখন্‌ত আমরা অনেক দূর ছাড়িয়ে এসিচি, যাকে সকলে রাক্ষসী মনে কর্‌ছিল, ওটা একরকম রাক্ষসীই বটে, কিন্তু সে মানুষ. তার নাম কল্লে, আমার গায়ের রক্ত জল হয়।' আচা জিজ্ঞাসা কল্লেন 'তবে সেটা কে?' হেমাঙ্গ তাতে 'ওটা একটা পাড়াকুঁদুলে মাগী. পূর্ব্বে তার যেমন বিকট আকার আর প্রচণ্ড স্বভাব ছিল এখনও সেইরূপ আছে, বরঞ্চ নাকঠোঁট কাটায় গন্নাখাদ হয়ে দেখ্‌তে আরো ভয়ানক হয়েচে, কিন্তু কিসে এরকম হলো এ বড় আশ্চর্য্য, পৃথিবীতে তার যুটি নাই' বোলে আচাকে বুঝালেন। পাঠকেরা ঐ রাক্ষসীর ইতিবৃত্ত জান্‌তে উৎসুক হচ্চেন, তার ইতিবৃত্ত গল্পের আরম্ভে প্রকাশ আছে, সে বক্‌না পিয়ারী। তার দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হয়ে মাখনওলার গলির লোকেরা মায় দোকানীপসারী এককাট্টা হয়ে হাপ্‌সী মাধাইকেই জাঁদরেল্‌ কোরে এক দিন তার সঙ্গে রণক্ষেত্রে মাতে, তাতে বক্‌না, ঝাঁটা, পোড়াকাঠ, শেষে ব্রহ্মাস্ত্র বঁটি জারী কর্‌তে কসুর করে নাই, তাতে মাধার কাণ, কারু নাক, কারু হাত, কাটা যায়, শেষ হাপ্‌সী মাধাই এককামড়ে তার নাকঠোঁট কেটে নেওয়াতে বক্‌নাপিয়ারী কাবু হয়ে পড়ে, আর সে সেই অবধি লোকলজ্জায় মাখনওলার গলি পরিত্যাগ কোরে ছুটুম গোসায়ের আস্তানার নিকটে ঘর বেঁধে আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হেম ও বাদসার বিপদ।

নীরদ চন্দ্র বাদসার বাড়ী থেকে তয়েরি হয়ে এসে বেহুঁস হয়ে পড়েন, পরদিন নেশা ছুট্‌লে কাপড় ছাড়বার সময় দেখেন যে জামার পকেটে ঘড়ী আর ২৫ টাকার ১ কেতা নোট নাই, এতে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। পূর্ব্বে যে গহনাপত্র চুরি গিয়েচে তার অপেক্ষা যদিও এ সামান্য ক্ষতি, তথাপি আবার চুরি যাওয়াতে তাঁর অত্যন্ত ভাবনা হলো, বিবেচনা কর্‌লেন, যে 'সাবধানের মার নাই' বদফেয়ালি হতেই এ সব ঘটে, হেমাঙ্গের উপর সম্পূর্ণ সন্দেহ হলো। তথাচ খানসামার উপর তম্বি কর্‌লেন। খান্‌সামা 'ধর্ম্মঅবতার পুনঃপুনু এরকম হওয়া বড় মোন্দ, এতে আমরাই খাত্তাই হই, আমাদ্দের বোল্‌তে ভর্‌সা হয় না কিন্তু হুজুর একবার বাবুদের কাচে তল্লাস কল্লে ভাল হয়, সে দিন তো হ্যামাঙ্গ বাবুর ড্যাস্ক থেকে ট্যাকা বেরুল, কার মোনে কি আচে ধর্ম্ম জানে, কিন্তু সকলেই বলেন যে সে ট্যাকা রাকা কারু কার্‌সাজি, নইলে হ্যাম বাবুর মোতন ভদ্দর মানুষ কলিতে দেখা যায় না' বোলে বাবুকে হুঁসিয়ার করে দিলে, তাতে নীরদ তাকে 'তবে তুই কি বলিস্‌' জিজ্ঞেস করাতে খানসামা 'হুজুব বিবোচনার মালিক, আমরা গোলাম, কি বল্‌বো' উত্তর কর্‌লে। একে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়েচে, তাতে খান্‌সামা উস্কে দিলে, নীরদ থানাতলাসের জন্যে থানা থেকে সারজনকে আন্‌তে বল্লেন। সারজন বাবুর নামে তাড়াতাড়ী এলেন, নীরদ তাঁকে সঙ্গে কোরে আচাভূয়ার বাড়ীতে গেলেন। আচা আর হেম গত দিনের নীরদ বাবুর ঢলাঢলি, রাস্তায় নচ্ছার বাবুদের ব্যলীকতা, আর কর্ত্তাভজা দলের ঘটনা নিয়ে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেন, সিঁড়ীতে দুম্‌দাম্ কোরে লোক ওঠাতে আচাভুয়া চম্‌কে উঠ্‌লেন, এমন সময় সারজন, জমাদার, পাহারাওলা,

ও বাবু, উপস্থিত। আচাভূয়া তাঁদের দেখে ভয়ে কেঁচর মতন কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হলেন, হেমাঙ্গও ভয় পেলেন, নীরদ তাঁকে বল্লেন 'কাল্ পকেট থেকে আমার ঘড়ী আর ১ কেতা নোট হারিয়েচে, তোমরা নিয়ে থাক কি কে নিয়েচে দেখে থাক বল, এবার আমি অল্পে ছাড়ব না।' দুই বন্ধু সভয়ে ম্লান হয়ে উত্তর কর্লেন, তাঁরা তার বাষ্পও জানেন না। নীরদ তা শুনে হেমাঙ্গকে বল্লেন 'একবার তোমার ডেস্ক খোল।' হেমাঙ্গের প্রাণ উড়ে গেল, একবারত ধরা পোড়েচেন, কি করেন, ডেস্ক খুলে দেখাতে যান অম্নি নোট বেরিয়ে পড়্ল। নীরদ অবাক হয়ে রইলেন, হেম, বাবুর পায়ে জড়িয়ে বল্লেন, যে তিনি জানত অপরাধী নন। সারজন নোট নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কল্লেন যে, তিনি ঘড়ী বারকোরে দিবেন কি না। হেমাঙ্গ উত্তর কল্লেন যে তিনি ঘড়ীর বিষয় কিছু জানেন না, নোটের বিষয়ও কিছু জানেন না, তবু তিনিই চোর স্বীকার করেন, সারজন তাঁকে কড়্কাতে লাগ্লেন, ক্রমে গালাগালি ঘুষা, ও গলা টেপায় হেমাঙ্গকে নিপীড়িত কর্লেন, তথাপি হেম ঘড়ী চুরি স্বীকার কর্লেন না। যদিও বন্ধুত্ব নিবন্ধন আচাভূয়াও চুরির ভেতর থাক্তে পারেন, তথাপি নীরদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যখন অস্বীকার গেলেন আর যখন তাঁর বাক্সসিন্ধুকে কিছুই বেরুল না, তখন তাঁকে কেবল খানিক পীড়াপীড়ি কোরে নিষ্কৃতি দিলেন। সারজন হেমাঙ্গকে ধরে নিয়ে যান, নীরদের হঠাৎ স্মরণ হলো যে গত দিন বাদসা চুরির উপলক্ষে খানাতলাসের কথা উত্থাপণ করেন, এতে বাদসার ওপর যদিও সন্দেহ হতে পারে তবু বাদসা এমন আহাম্মক নন যে জানিয়ে চুরি কর্বেন, বিশেষ, বাদসা নীরদকে কোন রকমে কখন ঠকান নাই, তবু বাদসার ঐ অলক্ষণে কথা মনে পোড়ে নীরদ সারজনকে বাদসার বাসায় লয়ে গেলেন। বাদসাই কুড়ে এত বেলায়ও ঘুমচ্ছিলেন, তাঁকে ওঠালে, তিনি সারজনকে দেখে বল্লেন, 'এ আবার কি?' নীরদ সহজে বল্লেন 'ভাই রাগ কোরো না, কাল আমার পকেট থেকে

ঘড়ী চুরি গেছে, তোমার কখন কোন দোষ নেই, তবু উচিতমত সকলের মন রাখ্‌বার জন্যে একবার তোমার কাচে তলাস নেওয়া মাত্র।' বাদসা এ কথা শুনে 'মন্দ নয়, আমি যে কাল, তখনি বোলিচি যে কোন্ দিন আমার খানাতল্লাস হবে, ঐ যে হেমের হাত বাঁধা' বোলে 'এই নাও চাবী নাও' বোলে চাবী ফেলে দিলেন। নীরদ 'আ হে রাগ কর কেন' বোলে তাঁর বাক্স খোলান—ও সর্ব্বনাশ! না সোণার ঘড়ী অম্নি বেরিয়ে পড়্‌ল। বাদসা থতমত খেলেন, সারজন ঘড়ী নিয়ে তাঁকে ধরতে যায়, বাদসা উপস্থিতমত 'কেন কি হয়েচে, আমি কি জানিয়ে চুরি কল্লুম? কাল বাবু এখানে মদ খেয়ে ঢলাঢলি কোরে ছিলেন, আমি বেগতিক্ দেখে ঘড়ী হারাবে ভেবে তা খুলে তুলে রেখিছি. এখনি তা দিয়ে আস্‌তুম, এতে আমি চোর' বোলে মুখের সাপটে সারজনকে পর্য্যন্ত 'থ' কোরে দিলেন, সারজন বামাল পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে তাঁকে আর হেমাঙ্গকে পুলিশে নিয়ে গেলেন। নীরদ মকদ্দমার জোগাড় কর্‌তে লাগ্‌লেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

পুলিশ ।

স্থাবরজঙ্গমে যত বিকটাকার ও ভয়ানক জীব কি ভয়ানক বস্তু আছে, পুরাণে নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা আছে, পুলিশ তাদের সমান ভয়ানক স্থল। এর নামে ঠৈটাম, অতিবুদ্ধি, লুকাচুরি, ও ধড়ীবাজী বেরিয়ে পড়ে, ভদ্র লোকের পক্ষে পুলিশে হাজির হওয়া মৃত্যুর সমান, সেকেলে বুড়রা সে জন্যে পদেপদে ক্ষতি স্বীকার কোরেও পুলিশে পা দিতেন না। পুলিশের গায়ে যেন যত রকম ভয়ানক জুআচুরি, ঘুষ, বাটপাড়ী, বব্বলেম, গঙ্গাজলি, অবিচার, চোরের ভাল, সাধের দায়, ইতরমি, ও অত্যাচার লেখা আছে। ভদ্রলোকের ১০ টাকা চুরি গেলে তাহা প্রমাণ করাতে, আগাগোড়া ঘুষ দিতে, হাড়ীমুচী ও নেড়ের পায়ে তেল দিতে, আর না খেয়ে হাজির থেকে, বেশীর ভাগ গলাধাক্কা খেতে, প্রাণান্ত হয়, তাতে বাদী ফেঁসে গেলে (তা প্রায় সহজেই যায়) তাঁর নাকালের শেষ থাকে না। এর অপেক্ষা ঝক্‌মারি নাই। ফৌজদুরীর নামে শঙ্কা হয়, তাতে সত্যকে মিথ্যা করা বড় সহজ, পয়সা ছাড়্‌লে একএক রামুশামু, পিদ্রুবাঁদরুর হাড়ে ভেল্কী খেলে, এর্ ভেতর অনেক বাঙ্গালিও আচেন যাঁরা রামুশামুর মাস্‌তুতো ভাই। কল্‌কেতার পুলিশ যাঁরা একবার দেখেচেন, তাঁরা কখন ঐ চমৎকার স্থান ভুলতে পার্‌বেন না, যদি সেখানে গলাধাক্কা প্রভৃতি না থাকৃত তা হলে সকলে যাদুঘর ছেড়ে ঐ অপরূপ যাদুঘর দেখ্‌ত। সেখানে ভদ্রলোকের যে কত খাতির তা এক হেয়ার স্কুলের হেঙ্গামে প্রকাশ হয়েচে, এতে আবার আমরা সভ্য রাজ্যে বাস করি! এতে আবার শিবিলিজেসন্, আর রিফরমেশন! হায়! যেখানে শামুবাঁদরুর মেলা, যেখানে ভদ্রলোক বাঁদ্রুর হুকুমেহুকুমে ফিরে চোরের অধম ও হাড়ীর হেঁজ হয়ে থাকেন, সেখানে পদার্পণ করা কি ঘৃণাকর! আমরা যে সময়ের

গল্প কর্‌চি তখনত কল্‌কেতার পুলিশ ছিল ভাল, এখন বৃষ্ঠা-আইন আর ১৪ আইনের নষ্টামি, আর বিচারের রহস্যতে সহরে কাণ পাতা ভার। খবরের কাগজে একএক দিনের নকল, আর ক্লার্কের মনিটারি দেখে হেসে পেট দম্‌সম, ঐ দুই আইন এ রাজ্যের টেকা আইন। এমন সভ্য খোশপোষাগী রাজ্য কখন হয় নাই আর হবে না! বৃষ্ঠার যাচন্দার, গোয়েন্দা আর তদ্‌বিরকারদের ঘোঁৎঘোঁতানিতে লোকের নিত্য-নিয়মিতকর্ম্ম খোলসারূপে সারা ভার, এর ভেতর হেল্‌থ-অফ-শূয়র সকলের ওস্তাদ। বৃষ্ঠার আইনের যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে গেলে জুষ্টিশ্‌ মশয়রা আগে সাজা পেতে পারেন, সহরের তাবৎ পাইখানা জড়িয়ে তাহা তাঁদের ১টা পগারের সঙ্গে সমান। একি তাঁরা এক দণ্ড বিবেচনা করেন? তাঁরা কেবল প্রজাপীড়ন করতে আছেন। ১৪ আইনের দরুণ শতশত নিরপরাধিনী রাঁড়িভুঁড়ীর ভূষ্য নাশ হতে দেখে ভদ্রলোক সব 'তাক' হয়ে আছেন। বিলেতে এ রকম আইন জন্য পার্লেমেন্টের অখ্যাতিতে টিটি বেজে গেছে, এখানকার রাজপুরীষ রাবণের ওপর এক কাঠী। আজকাল পুলিশ দফায় ২ রকমারি এজালাশে মেছোহাটা, কুচনিপাড়া, নিলেম, ও মেতরের আড্‌ডা প্রভৃতি ঝক্‌মেরেচে। গুল্‌জার নগরের এই চেহারাখানি সকলের সেরা, এর ভেতর লাইসেন্‌স আইন চিত্তির কল্লে সোণায় সোহাগা হয়!

এদিকে পুলিশে নীরদ চন্দ্র, সারজন আর সোণারচাঁদ উকীলের সঙ্গে কাটগড়ার একধারে দাঁড়িয়ে মকদ্দমার তদ্‌বির কর্‌চেন, বাদসা আর হেমাঙ্গ চৌকিদারের জিম্মেয় আর এক ধারে আছেন, ঘরের ভেতর পাহারাওলা, সারজন, হাটচোর, গাঁটকাটা, গোয়েন্দা, খোচো উকীল, ও বাট্‌পাড় মোক্তার, গিস ২ কর্‌চে, এর মধ্যে উকীলে মক্কেলে পরামর্শ, চোরাইমালের সওদা, গোয়েন্দার ফিকির আঁটা, আমলাদের ভিক্ষা কোরে কারচুপি খেলা, তামাসাদর্শকদের জটলা, চারিটির চাঁদা সাধা, ভদ্রলোকের গলাধাকা, ভদ্র সাহেব ও

ভদ্র বাবুর রাঁড়ের ছেলের খোর্‌পোষের মাম্‌লা, খুনি হেঙ্গাম, ইত্যাদি নানা রংদার ব্যাপারে পুলিশের ছবি যেন মুখ-খারাব কোরে গালাগালির সাজে সেজেচে। বাইরে বাদসা প্রভৃতি অপরাধীর আত্মীয় ও সাক্ষী আর হরেক রকম লোকের দঙ্গল কেউ মদ খেয়ে, কেউ অমায়িকের চেহারায় কাতাবেকাতারে দাঁড়িয়েচে। ঘরের ভেতর বাদসার পক্ষে চৈতন্যফক্কা সাক্ষীস্বরূপ হাজির আচেন, তিনি বাবুর বেচাল আর তাঁর বাড়ী অসম্ভব চুরি, বিশেষ বন্ধু দুইজনের দুরবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, আর নীরদের সংস্পর্শে থাক্‌বেন না। যদিও বাদসার সঙ্গে তাঁর চিরকাল 'চিড়ে কাঁচকলার' সম্বন্ধ, তথাপি বহুকাল আলাপে, বিশেষ, বাদসার বিপদ দেখে, আর তাঁর আত্মীয়দের বিস্তর খাতিরে তিনি নীরদের মাতলামি প্রমাণ কর্‌বার জন্যে হাজির হয়েছেন। আচাভূয়াও এর মধ্যে থেকে, হেমাঙ্গকে দূর থেকে আশ্বাস দিয়ে ফুঁপিয়ে২ কাঁদচেন, তা দেখে পাছে মেজেষ্টারের দয়া হয়, নীরদ, চৌকিদারকে টিপে দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে তাড়ালেন, এ রকম ঘটনা পুলিশে নিত্য হয়ে থাকে।

বাদসার চেহারা মলিন হয়েচে, তবু তিনি এমন ভাবভঙ্গি দেখাচ্চেন, আর হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আচেন, যেন জানাচ্চেন যে তিনি নিরপরাধী। বাদশার তরফ্‌ কানিংহাম উকীল এসেচেন। উকীল কানিংহাম্‌ ভারী বিচক্ষণ লোক, তাঁর তুল্য ব্যবস্থাকুশল ও সুবক্তা উকীল আজকাল নাই, ছুট্‌লে আদালতে তাঁকে পেলে, কৌন্‌সিলির আবস্যক হতো না, এতে কোরে উকীল কানিংহাম্‌ শেষ দশায় ভারী মাগ্‌গি হয়ে পড়েন, তাতে কোনকোন সময় তাঁকে ফি দিয়েও পাওয়া যেত না! উকীল কানিংহাম্‌ ঘাড়মুখ নেড়ে এক চোখে একখানা গ্লাশ এঁটে মেজেষ্টরের প্রতি মিট্‌২ নজর করাতে কোর্টসুদ্ধ লোক যেন একটা বাঘকে দেখে ভয়ে নিস্তব্ধ হলো, মেজেষ্টার আর সোণারচাঁদের গোচ উকীলরা ভড়্‌কে গেলেন। কানিংহাম উকীল, ইন্টারপুটুর্‌কে মাম্‌লা তুল্‌তে বল্লেন, ইন্টারপুটুর তাতে জোড় হাতে

নিবেদন কল্লেন, যে কেস নম্বর মাফিক ডাক হবে, আদালতের এই নিয়ম। উকীল কানিংহাম তাতে চোটে ঠিকরে উঠে ধম্‌কে দুইএক ফুট্‌র্‌ফাটুর কোল্লে ইণ্টারপুটুর ভয়ে ব্যস্ত হয়ে সব কায ফেলে 'বাদী নীরদ চন্দ্র' বোলে হাঁক দিলেন। উকীল সোণারচাঁদ সবে গোলেমালে পাস্‌ হয়ে তাঁর গুরুজী উকীলদের আখড়ায় ৵০ আনা হিস্তের জুনিয়ার পার্টনর (ধামাধর বখরাদার) হয়েচেন, সোণারচাঁদ বাবু আইনেতে দ্বিতীয় মিত্তিরজা খুড়, তাঁর পেটে অষ্টরম্ভা গজগজ কর্‌চে, বিদ্যা পাছে বেরিয়ে যায় এই ভয়ে তিনি মাল্‌কোঁচা মেরে তার উপর চাঁদনীচকের ফিরৎ প্যান্‌-ট্যান্‌টেলুন জুড়েচেন, মাথায় ৩০ সালের বন্যার আমলের নাম, মাত্র শাদা বাঁধা পাগড়ী এঁটেচেন, আর গায়ে একটা বাসিধোপের চাপকান ঝুলিয়ে সানাইদারের বেশে হাজির আচেন। সোণারচাঁদ উকীল আসরে নেবে কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে ওপনিং ইস্‌পিচ্‌ (কিচমিচ) কর্‌বার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তা ভেঙ্গে ছর্‌কুটে যাওয়াতে কানিংহাম উকীল মুখভেংচে বিদ্রূপ করায় কোর্টসুদ্ধ লোক হেসে গড়াল। অনেক কষ্টে কাগচের রিপোর্টাররা ঐ হিস্‌প্রিচের অর্থ মোটে এই সিদ্ধান্ত কল্লে যে, চাঁদ উকীলের মক্কেল, সহরের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনীমানীজ্ঞানীমহাত্মা, অনেক দিবসাবধি তাঁর রাড়ীতে, বাইরে, অন্দরে, বাক্সে, লক্ষ্মীর কৌটয়, শেষে পকেট্‌ থেকে, জিনীসের নিকেশ নাই চুরি যাচ্চে, এতে লাকটাকার ওপর মালামাল হারিয়েচে, কিন্তু কম্নে দিয়ে হারায় আর কে নেয়, তিনি বিস্তর সাবধানে আর বিস্তর পাহারাতেও ধর্‌তে পারেন না, শেষে তাঁর শুভাদৃষ্টক্রমে ঘড়ী আর নোট হাতেহাতে ধরা পড়্‌ল, এতে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, আর কোর্টও অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌বেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আর সে দিন পর্য্যন্ত তাঁর ক্লাএণ্টের বাড়ীতে যত চুরি হয়েচে বাদসাই চাটুয্যে আর হেমাঙ্গ বসাক তার মূল কারণ। ঐ পাষণ্ডদের অন্ন জুট্‌ত না, একজন সত্যসত্য ভিক্ষা কর্‌ত, নীরদ বাবু তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেন, এ সেওয়ায়

মাসহারা, বক্সিস্, আর তারা যখন যা চাইত তাদের দিয়ে তার মতন পুরস্কার পেলেন। কলিতে লোকের ভাল কর্‌তে নেই, এজন্যে তিনি অর্‌সাপ্‌কে (worship) অননুয় করেন যে, এমন বেইমান্‌দের পুলিপালানের হুকুম হয়। সোণারচাঁদ উকীল এই কিচ্‌মিচ্ কোরে হাঁপ্‌ছেড়ে জিরুতে লাগ্‌লেন, কানিংহাম্ উকীল তা শুনে মেজেষ্টারের মুখপানে চেয়ে চাঁদ উকীলকে ঠাট্টা বট্‌কেরা কোরে সার্‌লেন, পরে আপনার মক্কেলকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে এই কয় আপত্তি কল্লেন ;—

১ দফা—কোটের জুরিস্‌ডিক্সন্ (এলেকা সরহদ্দ) নাই।

২ " —(misnomer) (নামের ফের্)

৩ "—ঘড়ী রাখা চুরি না হয়ে bonafide (অহিত ভেবে নয়) কার্য্য স্বীকার করেন।

মেজেষ্টার। 'আপনার আপত্তিগুলি ভাল করে বুঝিয়ে দিন।'

কানিং। 'প্রথমতঃ' আমার মক্কেলের বাস ২৪ পরগণার এলেকার মধ্যে, উত্তর-সর্‌কুলর্ রোড়ের পূর্ব্ব ধারে, চার্য্যে আর পরোয়ানায় কল্‌কেতার উক্ত রাস্তার মধ্যে মাণিকতলা যে সাকিন দেওয়া হয়েচে তা ভুল, ঐ রোড়ের পূর্ব্বধার ২৪ পরগণার আর পশ্চিম ধার কল্‌কেতার সরহদ্দ, আমার মক্কেল রাস্তার পূর্ব্ব ধারে থাকেন, ঘড়ী রাখা সেই খানেই হয়ে ছিল, অতএব এ মকদ্দমা কখন কল্‌কেতার পুলিশে আস্‌তে পারে না, এই আপত্তিতে আপনার কোন ক্ষমতা নাই, তথাপি (চাঁদ উকীলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বাদীর উকীল এই ছেঁচ্‌ড়া মিচিল নিয়ে অন্য আদালতে ফের ধাষ্টমি না করেন তাঁকে সতর্ক কর্‌বার জন্যে আমি অন্য আপত্তি খুলে বল্‌চি। আমার দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম্ম এই যে, সব জাতির মধ্যে সখ্‌কোরে alias (ওর্‌ফে) নাম রাখার ব্যবহার আছে, তা বোলে একজনের যথার্থ নাম থাক্‌তে তাকে বাদসাই চাটুয্যে বোলে আদালতের পরোয়ানায় হাজির করান নিতান্ত বেল্‌কমি ও বেঅকুবি,

(এখানে 'আমার ক্লাএণ্ট আমাকে ঐ নাম বলাতে আমি তাই লিখিচি' সোণারচাঁদের উত্তর) তুমি না অনুসন্ধান কোরে ক্লাএন্টের মুখে একবার যা শুন্‌বে তাই লিখে বস্‌বে ? তোমরা আইনের মর্ম্ম নেজ তুলে একবার দেখ না, কেন উকীলগিরি কোরে বেড়াও, যত নির্ব্বোধ উকীলদের হতে আদালতের অকারণ দুর্নাম আর মক্কেলদের সর্ব্বনাশ হয়, (কোর্টের প্রতি) যদিও আমার দ্বিতীয় আপত্তিতে বাদীর প্রার্থনায় আদালতের রেকর্ড সংশুদ্ধি হয়ে মিচিল শুনানি হতে পারে তথাপি প্রথম আপত্তিতে আমি আদালতের ক্ষমতা বন্ধ কর্‌লেম। আমার তৃতীয় আপত্তিতে আমি স্বীকার করি যে, আমার মক্কেল, দ্বিরদ না বিরোদচন্দ্র বাবুকে মাতালের হেঁজ হয়ে ঢলাঢলি কর্‌তে দেখে তাঁর হিতের জন্য ঘড়ীটী তাঁর পকেট থেকে নিয়ে আপনার বাক্সে যত্ন কোরে তুলে রাখেন, চন্দ্র বাবু নেশার চোটে নিশ্চয় তা হারিয়ে ফেল্‌তেন, এ বিষয় সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করান সহজ, আর আমার এই আপত্তি পিনেলকোডের মর্ম্মানুযায়ী, তা এ আদালতে ভেঙ্গে বল্‌বার আবশ্যক করে না। ফলে, আমার ক্লাএণ্ট নির্দোষী, মান্য, গণ্য, পুণ্যবান লোক, তিনি ফিরৎচন্দ্রের ধার ধারেন্ না, আর তোয়াক্কা রাখেন না, তবে চন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল তাতে তিনি চন্দ্র বাবুকে পদেপদে কত বিপদ হতে বাঁচিয়েছেন. আর কৌশলে, পরামর্শে ও বলে, তাঁর পদেপদে কত উপকার কোরেচেন, তাতে, চন্দ্র বাবু যে রকম ভদ্রলোক তার মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কল্লেন। খলের সঙ্গে মিত্রতা করার এই ফল ! আমার ক্লাএণ্ট অকারণ এই অন্যায় দায়ে ঠেকে চিরসঞ্চিত সম্ভ্রম, ও চিরপরিচিত কুলমর্য্যাদা, একেবারে বিসর্জ্জন দিলেন, সে সকল উদ্ধার জন্য তিনি দ্বিরদ না ধীরদ চন্দ্রের উপর ২০০০০ টাকার হুরমূতের দাবী দিবেন।'

মেজেষ্টার। (সারজনকে ধম্‌কে) তুমি আদালতের লোক হয়ে পুলিশের এলেকা কত দূর জান না ? আজ অব্‌দি আমি তোমাকে

সস্‌পেণ্ড কল্লেম। (সোণারচাঁদের প্রতি) বাবু, তোমরা আইন আদালত কিছু বোঝ না, তুমি প্রধান আদালতের উকীল হয়ে আদালতের সামান্য সেরেস্তা জান না? কি আশ্চর্য্য! কোন্ মূর্খ এসব উকীলদের পাস্ করে? তোমার চেয়েত জেলাকোর্টের মোক্তাররা ভাল। আমি এ মাম্‌লা ২৪ পবগণায় চালান করতে পারি, মাম্‌লার আগাগোড়া গলদ. এতে তোমাদেব অভিরুচি হয় মিচিল নিয়মিত নেজামৎ আদালতে রুজু কর, আমি দাবীর সত্যাসত্য ও আইনের মর্ম্ম বিষয়ে কিছু বল্‌তে চাই না, উপস্থিত কেস্ এ পুলিশের হুদ্দর মধ্যে ঘটে নাই, তাতে এ বিষয়ে আমার এক্তার না থাকা প্রযুক্ত এ মাম্‌লা ডিস্‌মিস্ কল্লেম' বোলে দাড়িগোঁফ নেড়ে মেজেষ্টার সোণারচাঁদ উকীলকে হাঁকিয়ে দিলেন। বাদসাইক্‌ড়ে ড্যাং ড্যাং কোরে নাচ্‌তেনাচ্‌তে হাস্‌তেহাস্‌তে নীরদ বাবুকে ঠেস্ কোরে 'ধর্ম্ম আছে বাবা ধর্ম্ম আচে, আমার মনে পাপ নেই, যার পাপ ছিল তাকেই ভুগ্‌তে হলো' বোলে 'দৌড়' দিয়ে বেরিয়ে যান, এই সময় সোণারচাঁদ উকীল, কানিংহাম উকীলকে ধোরে নীরদ চন্দ্রকে বুঝিয়ে বল্‌লেন যে, বাদসাবাবু যা ভেবে ঘড়ী রাখুন, যে কালে তা পাওয়া গেল, আর নীরদ বাবুকে অধিক লজ্জা পেতে হলো না. কেননা সাক্ষীর দ্বারা মাত্‌লামি কাণ্ড আদালতের মাঝে প্রমাণ হলে বাবুর মাথা হেঁট হতো, অতএব এ স্থলে এ ছেঁড়ালেঠা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। কানিংহাম্ উকীল উত্তর কল্লেন 'আমার ক্লাএণ্ট বাস্তবিক এ বিষয়ে দোষী নন, তিনি বাবুর হিতের জন্য ঘড়ী তুলে রেখেছিলেন, পিনালকোডের মর্ম্মানুযায়ী এতে কোন দোষ কি দণ্ড অর্শায় না, (বাদসার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) আমার ক্লাএণ্ট এ বিষয় মেটাতে স্বীকৃত ছিলেন না, স্বধু আমার অনুরোধে তিনি এই করারে সম্মত হতে পারেন যে, নীরদ বাবু তাঁকে নগদ ২০০০ টাকা আর আমার খরচা দিবেন।' এ স্থলে সোণারচাঁদ উকীল মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে বাদসার খরচা দিয়ে রফা কোরে

দিলেন।

হেমাঙ্গের মকদ্দমা ডাক হলো, হেমাঙ্গ শোকাকুল চিত্তে অধঃদৃষ্টে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আচেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, কেন ? তা আমরা এখন অনুভব করতে পারি না। যদিও সোণারচাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে, তথাচ তাঁর ওপর হেমের কোন ভরসা নাই, কেননা উকীলের ধর্ম্ম আত্মপর বিবেচনা না কোরে ক্লাএন্টের প্রতি দেখা। কয়েদীর নবীন বয়স ও অতুল রূপ দেখে আদালত লোকে পূরে গেল, লোক চৌকিদারের ধাক্কা খেয়ে, তার হল্লা না মেনে, পিলপিল কোরে কোটে ঢুক্‌চে, কেউ বলাবলি কর্‌চে 'এ ছোকরা কখন চোর নয়, এ কেবল বড়মানুষের কুচক্র' কেউ 'বলা যায় না, পিনালকোড্ আজকাল বড় শক্ত আইন লিক্‌চে' বোলে আইনের ক্ষমতা ব্যাখ্যা কল্লেন, তা শুনে একজন হাপসীমাধাইগোচ বাবু, 'ছুট্ আমি লিখে দিতে পারি ও ছোকরাব কাঁচকলাও হবে না, মুখেরতো টেক্স নেই, একটা কতা বল্লেই হলো, কিন্তু বাবা তোমাদের পেনেলকোর্টের জ্ঞান টন্‌টনে' বোলে বিপক্ষদের হেসে উড়িয়ে দিলেন। সোণারচাঁদ উকীল এমন সময় মেজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে সকল লোক তাঁর কিচিরমিচির শোন্‌বার জন্যে ব্যগ্র হলো. উকীল চাঁদবাবু দাবীর বিবরণ পাঠ কোরে নবরঙ্গের ছাঁদে মেজেষ্টারকে বল্লেন, যে, 'কয়েদী বাদীর বদান্যে প্রতিপালিত, ঐ নরাধমের অবস্থা এমন হীন ছিল যে, সে, রাস্তায় টোটো কোরে ভিক্ষায় জীবনোপায় কোর্‌ত (কয়েদীকে দেখে শ্রোতাদের বিস্ময়) নীরদ বাবু তার যন্ত্রণা ঘুচিয়ে তাকে এমন উচ্চ পদে তুলে ছিলেন, এমন কি তিনি তাকে তাবৎ অনুগত লোকের অপেক্ষা ভালবাস্‌তেন, (এখানে শ্রোতাদের মধ্যে 'ও সব্ মিথ্যে' উক্তি) যে, তাতে যে সে এমন কৃতঘ্ন হবে এ বড় আশ্চর্য্য ! (শ্রোতাদের মধ্যে 'এ নিতান্ত অসম্ভব, এ আগাগোড়া মিথ্যা') (মেজিষ্ট্রেটের প্রতি) খোদাওয়ান্দ্। শ্রোতাদের কথায় কাণ পাত্‌বেন না, আমি প্রার্থনা করি তাদের দূর কোরে দেবার হুকুম হয়।'

মেজেষ্টার। 'তুমি নির্বোধ, তোমার আর কি বলতে আছে তা শীঘ্র শেষ কর।'

(এখানে উকীল বাবুকে ঠিসিয়ে শ্রোতাদের ব্যঙ্গ)

সোণারচাঁদ। 'ধর্ম্মাবতার, এবড় বেজায়, শ্রোতারা আমাকে ঠিসিয়ে কত রঙ্গ কর্‌চে, আপনি এতে কিছু বল্‌বেন না?

মেজেষ্টার। (হাস্‌তেহাস্‌তে) 'নাচ্‌তে গেলেই লজ্জাটি ভুলে যেতে হয়, এ কর্ম্মের এই ফল, তবু তুমি বিলেতের শ্রোতাদের দেখ নাই, এখন যা বল্‌বার তা বল' বোলে সারজনকে বোলে শ্রোতাদের হাস্যকৌতুক থামালেন।

সোণারচাঁদ। 'কিছু দিন হলো এক দিন কয়েদীর বাক্স থেকে বাদীর চিহ্নিত টাকা বেরয়, নোটখানও সেই ডেক্স থেকে বেরিয়েচে। বাবুর পরিচিত লোকের মধ্যে কেউ কয়েদীর মতন দরিদ্র নয়, এতে বেবাক চুরি কয়েদীরই কর্ম্ম, (শ্রোতারা 'তবে গরিব হলেই বুঝি চোর?') এজন্যে আমার প্রার্থনা যে এমন গুরুতর অপরাধীকে অতিরিক্ত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।' এই বোলে সোণারচাঁদ উকীল, সার্‌জনের এজাহারের দ্বারা প্রমাণ করালেন যে, হেমাঙ্গের ডেক্স থেকে নোট বেরিয়ে ছিল।

মেজেষ্টার। (হেমাঙ্গের প্রতি) 'তোমার কোন সাক্ষী কি কিছু বক্তব্য আছে?'

হেম। (বিনম্রে) 'আমি চুরি করি নাই, নীরদ বাবু আমার বিস্তর উপকার কোরেচেন, এজন্যে পুনঃপুনঃ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, ভরসা করি যেন আমার দণ্ড ভোগে তিনি চুরি হতে নিষ্কৃতি পান্, আর ধর্ম্মের জয় হোক, কিন্তু পৃথিবীতে সব বিষয়ে ধর্ম্ম নাই, এখন হুজুর আমাকে উচিতমত সাজা দিন।'

এ কথা শুনে শ্রোতাদের সকলের দয়া হলো, আদালত নিস্তব্ধ, শ্রোতারা মেজেষ্টারের রায় শোন্‌বার জন্যে কাণ পেতে আছে, মেজেষ্টার রায় দিবার জন্য মুখ খোলেন, আবার অম্নি তা বন্ধ করেন,

শ্রোতারা সব আঁচাআচি করতে লাগ্‌ল যে, তাঁর সুরায় বেরবে, এমন সময় মেজেষ্টার করুণ স্বরে হেমাঙ্গকে বল্‌লেন, 'কয়েদি, দেখ তোমার চুরি প্রমাণ হয়েচে, তুমি আপন নির্দোষ প্রমাণ করাতে পারলে না, এতে তোমায় রক্ষা করার আমার ক্ষমতা নাই, ফলে, তোমার এই প্রথম চুরি বোলে তোমাকে ১৫ দিন কঠিন পরিশ্রম কোরে কারাবাসের দণ্ড দিলাম।'

এই রায় শুনে শ্রোতারা বিষণ্ণ হলো, সারজন হেমাঙ্গের হাত বেঁধে তাঁকে জেলে নিয়ে গেল, শ্রোতারা 'আহা! কি হলো' বোলে চোলে গেল, রঙ্গস্থল তিমিরময় বোধ হলো। এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, চৌর্য্যবৃত্তি বিষয়ে রাজনীতির সার পিনালকোডের অভিপ্রায় এমন যে, যদি মাণ্‌কে শান্তের অস্থাবর বস্তু কু মনে গ্রহণ করে, কি হরণ মানসে তা এমন স্থানে লুকিয়ে রাখে যে শান্তে, তা খুঁজে পাবে না, এরূপ অনুষ্ঠানকে চুরি বলা যায়। আবার, মাণ্‌কেতে শান্তেতে প্রণয় আছে, মাণ্‌কে, শান্তের দ্রব্য শান্তের অবর্ত্তমানে কি তার বিনা সম্মতিতে যদি সরায়, কিম্বা সে কোন মাতালের বস্তু চুরি করে, এমন স্থলে মাণ্‌কে ধরা পড়্‌লে সে যদি বলে, যে 'আমি ভাল ভেবে ঐ বস্তু রেখে ছিলেম' তাহা হলে মাণ্‌কের এ কায টি চুরি বোলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধি আশ্রয়ে, মিথ্যা ও চাতুর্য্যের সহায়ে অপরাধ রূপান্তর হতে পারে, কি হয়ত তাহা কোনকোন স্থলে কেটে যেতে পারে। আমরা এ স্থলে হেমাঙ্গের দোষগুণ বিষয়ে কিছু বলি না, ফলে, তাঁর আর বাদসার কর্ম্মের এই প্রভেদ, যে, বাদসা হেমাঙ্গের মতন দোষী হয়ে কথার ফেরে পরিত্রাণ পেলেন, হেমাঙ্গ সেই ঘটনায় লিপ্ত থেকে নিজ বাক্য-দোষে রাজদণ্ড ভোগ কল্লেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাণাড়ে।

মধুমাস। বেল, জুঁই টগর, মল্লিকা. ফুল ফুটেচে, গন্ধবহ আনন্দে মেতে তাদের সোগন্ধ নিয়ে তাহা যেখানেসেখানে ছড়িয়ে বেড়াচ্চেন, বারফটকা বাবুরা চুলটি ফিরিয়ে, ইষ্টিক্ হাতে কোরে পাণ চিবাতে-চিবাতে সন্ধার সময় একটু আয়েসের জন্যে শ্রীপাঠ মন্দিরে চোলেচেন। সেকেলে কি বোকা কুটিওলারা বাড়ীতে এসে ছেলেদের ইংরেজের রাজ্য যাবার যত আষাঢ়ে গল্প কচ্চেন। সহরে গাড়ীর ভিড় থাম্‌লো, ধূলার ঢেউ ক্রমে কম পড়্‌ল, দুইএক বাবুর বৈঠকখানায় আর্গিণ, পিয়ানো, হারমনিয়ামের ক্যাঁকোঁ-হঁয়-ভোঁ আওয়াজ বেরুচ্চে, কোথায় পাপিয়া, শামা, দোয়েলের বোলে কাণ ঠাণ্ডা করচে, ফিরিওলা মালিরা শোলার ডালে চাঁপা ও গোলাপ ফুলের তোড়া গুঁজে বেচ্‌তে বেরিয়েচে, কোথায় সৌখীন বাবুদের বাড়ীর নিকটে, ও গণিকার বারাণ্ডার নীচে বেলফুলওলা এই গান করচে,—

(রাগিণী বসন্তবাহার। তাল—আড়াখেম্‌টা।)
আয় লো ও সোহাগিনি! কে নেবে লো ফুল?
নিলে পরে গন্ধ ভরে রবে না আকুল।
এম্নি আমার ফুলের হার
পোরে ভুলে যাবে প্রেমে তার,
ঋষি ঘুচে রসে মোজে হবে অনুকুল।
চাই বেল ফুল,

দৈবাং ঐ বেলফুলওলার সঙ্গে নকলদানাওলার দেখা হওয়াতে দুজনের টক্‌রাটক্‌রি লাগাতে তারা দণ্ডবিধি আইন ছেঁটে ফেলে খেউড়ের উতরে রাস্তা মাং কোরে তুল্‌লে। তা শুন্‌তে দোকানী-

পসারী, হাটের মেড়া, এ সেওয়ায় খোশপোষাগী বাবু ও বিবিরা জড় হলেন। রাস্তার ছোঁড়ারা 'লেগে যা রে গুরো' বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিচ্চে, কিন্তু নকলদানাওলার খেউড়ের ও কেতাদার নৃত্যের কাছে, বেলফুলওলা পেরে ওঠে না, শেষে রাস্তার ভদ্রলোকেরা সকলে একবাক্য হয়ে 'নকলদানাওলার জিত' এই ডিক্রি পাস্ কল্লেন। এই সময় একজন সখেরজলপানওলা চোলে যায়, সে নকলদানাওলার খোশনাম দেখে ভয়ে মাথা হেঁট কোরে, ঢিম আওয়াজে 'স' স্থানে 'ছ' কোরে 'চাই ছকের জলপান' বল্‌তেবল্‌তে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চোলে গেল, আর বেলফুলওলা কাঁদোকাঁদো মুখে 'ভাগুল' বুলবুলীর মতন মান খুইয়ে প্রাণ নিয়ে ভাগ্‌লো।

বাবু নীরদচন্দ্র ইয়ারগুলিকে তাড়িয়ে, হাড়ে বাতাস লাগিয়ে সন্ধ্যার সময় খিড়কীর বাগানে একটী রমণীর সঙ্গে বেড়াচ্চেন। বাগানটী সাধারণ উদ্যান হতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কেবল ক্ষুদ্র আভাষ মাত্র, তবু তাহা গাছপালায়, ফুলের কেয়ারি, ও পাতালতায় ভরা, তার মধ্যে একটী পুষ্কর্ণী আছে। স্থানটী পরিষ্কারপরিপাটী ও বিজন। উদ্যান-বিহারিণী-রমণীর চারুবদনভঙ্গিমা দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন তিনি উদ্বিগ্না হয়েচেন। তাঁর নয়ন বাষ্পাকুল হচ্চে। বাগানে প্রবেশ কোরে অনেকক্ষণ ধোরে উভয়ের বাক্যস্ফুট হয় না, নীরদ চন্দ্র প্রথমে 'যা হয়ে গেচে তার চারা নেই, সে কথাটি কি গেরো দিয়ে রাক্‌তে হয়, তাতে আমার অপরাদ কি? দেক্‌লে কি কাণ্ডই হয়ে গেল? বাড়ীতে যেন ভূতের নেত্য হলো, খালি চুরি হলে আমার দুঃখু ছিল না, আবার কিনা সেই সব বেআড়া চিটী, এতে কি আমার বরদাস্ত হয়' বোলে নিস্তব্ধ ভঙ্গ কল্লেন।

রমণী। 'রেখে দাও তোমার চিটী, কথা শুনে গা জ্বলে যায়, ঐ কথা একশবার, যে নচ্ছার তা লিখেচে, সে হতচ্ছারে যাগ্, তোমার যেমন বিদ্যে তেম্নি হাবাতেগুণকে জুটিয়ে আমাকে আচ্ছা জ্বলালে, যত হাটহাবাতের মর্‌তে তোমার কাচে বইত জায়গা নাই।'

নীরদ। ‘রাগ কোরো না, আমার কপালদোষে এত হলো, বড়মানুষের কার না ইয়ার আচে? ভাল কর্‌তে গিয়ে যে এত মন্দ হবে তা স্বপ্নেও জান্‌তুম না।’

রমণী। ‘লোকে দেখে শেখে, তুমি ঠেকেও শেখ না, কিছু বিবেচনা নেই, কাণে হাত দিয়ে দেখ কাণ আচে কি নেই, তা না লোকের কথা শুনে, হঠাৎ কিছু দেখে এক কাণ্ড কোরে বস।’

নীরদ। ‘লোকের কতাতো নয়, চিটী দেক্‌লে আর কি বিবেচনা থাকে? তুমিতো আপ্নি স্বীকার কোরেচ, যে, তা তোমার নিজের হাতের লেকা, আমাকে ভেবে তা লিকে ছিলে, সুদ্ধ সই আর শিরনামা তোমার হাতের নয়, এতে আমার সন্দ হবে না?’

এই বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রতীয়মান হবে, যে, কামিনীটী নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী উজ্জ্বলকামিনী, তিনি স্বামীর এই কথায় নিরুত্তরা হলেন। উভয়ে বাগানে বেড়াচ্চেন, এমন সময় চন্দ্রের আলোকে বাগানের এক দেশে একটী জীবের ছায়া দেখে উজ্জ্বলা ভয়ে ‘ও কি’ বোলে স্বামিকে জিজ্ঞেস কল্লেন। নীরদ চন্দ্র কিছুই না দেখতে পেয়ে ‘কৈ কি?’ বোলে জিজ্ঞাসা কবাতে উজ্জ্বলা ‘তাইত এই ছিল কি হলো? দেখ ঠাওর হয় না, ঠিক একটি মানুষের কি জন্তুর ছাওয়া পোড়ে ছিল’ বোলে স্বামিকে বুঝালেন। নীরদ ‘ও কিছু নয়’ বোলে পুনশ্চ বল্‌লেন যে ‘বল্‌লে বিশ্বেস কর্‌বে না, কিন্তু আমি পাজীদের ওপর বরাবর চটা ছিলুম, উচিত ছিল তাদের আগে তাড়ানো, কে জানে এমন বিভ্রাট্ ঘট্‌বে, এর ভেতর সকলেই আচে, কেবল ভেড়াকান্ত আর আচাভুয়া বোধ হয় নেই।’

উজ্জ্বলা। ‘তোমার কথায় যে বললুম হাসীও পায় দুঃখুও ধরে, এর মধ্যে আবার সাধ আচে? কেউ বিশ্বাসী নয়।’

নীরদ। ‘সত্যি, কিন্তু যে দুজনের কতা বল্‌লুম, তারা অবিশ্বাসী নয়।’

উজ্জ্বলা। ‘তা হবে কেন? কেবল আমিই অবিশ্বাসী হয়েচি,

তোমার এম্নি বুদ্ধি নইলে একজন চুরি কোরে খালাস পেলে, যত ঝাল্ আমার ওপর বইত না' বোলে ম্লানা হলেন।

নীরদ। 'আর ও কতায় কায নেই, এখনকার যেমন ঠকানে আইন হয়েচে এতে ভদ্দর লোকের অসম্ভ্রম হয়, এতে জোচ্চোরের ভাল, এমন অরাজক রাজ্যে বাস করা অধর্ম্ম।'

উজ্জলকামিনী এই সময় পুনশ্চ সেই ছায়া দেখে 'ঐ দেখ, বোলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্বামীকে তা দেখাবেন, না ছায়া অমনি যেন উপে গেল, এতে তিনি বিস্ময় মান্‌লেন, নীরদকে 'এ অমঙ্গলের লক্ষণ, এ যে কি, তা বোঝা ভার (চারিদিক নিরীক্ষণ কোরে) কোথায়তো কিচু দেখি নে, আমার মনে বড় ভয় হচ্চে, চল এখান থেকে যাওয়া যাগ্, কি হতে কি হয়, অদৃষ্টে আরো বা কি আচে' বোলে বাগান থেকে যেতে উদ্যতা হলেন। নীরদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে 'যেও এখন, একটু থাক না, এখানে কিসের ভয়? কিসের একটা ছাওয়া দেখে ভয় পেলে, মেয়ে মানুষ, একটু সাহস কর' বোলে পুনশ্চ বাগানে বিহার করতে লাগ্‌লেন। দুজনে আবার নিস্তব্ধ, পরে নীরদ চন্দ্র এদিকওদিক চারদিক খুঁজে, কিছুই দেখ্‌তে না পেয়ে বল্‌লেন, 'লক্ষ্মীছাড়া অল্লেয়েগুণ হতে আমি নাস্তেনাবাৎ হলুম, কেমন গেরো, পদেপদে দেক্‌চি, যে, যখন তাদের সঙ্গে মেশামিশি কম পড়ে তখন চুরিও বন্ধ হয়, তবুও কেমন মায়া, তাদের ছেড়েও ছাড়্‌তে পারি নে, এই দেখ হেমার ম্যাদের দিনদুই বাকি আচে, নোট চুরি অব্‌দি এ পর্য্যন্ত একটা খড়্‌কেও হারায় নি।'

'যদি এ বুঝেচ তবু ভাল' উজ্জলা একথা যেমন বোলেচেন, অম্নি সেই সময় বাগানের ভেতর, গাছ নাড়ার মতন শব্দ হওয়াতে তিনি ভয়ে বাগান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর পালালেন, নীরদচন্দ্রও সন্দিহান হয়ে তাঁর পশ্চাৎ গমন কর্‌লেন। নীরদ বাড়ীতে গিয়ে লোকজনকে ডেকে বাগান খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। তন্ন ২ কোরে, গাছে, ঝোঁপে, ও কোণে, অনেক খুঁজেও কিছুই বেরুল না, তাতে

লোকজনের কথায় আঁদাড়েপাঁদাড়ে, কাণাড়ে, শাঁখচিন্নী ও যকের গল্পে বিশ্বাস হওয়াতে তিনি ভয়ে খিড়কীর দ্বার ভালকোরে বন্ধ কোরে, আর, বাগানে পাহারা বাখিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জেল।

জেল নামটী কি ভয়ানক? প্রিয় জনের অপঘাত সংবাদে কি রাজবিচারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হলে অন্তরাত্মা যাদৃশ শোকাকুল হয় স্বজনের কারা-দণ্ডেও তাহা তদ্রূপ কাতর হয়ে থাকে। জেলের অঙ্গে যেন যত রকম অপমান, যন্ত্রণা, বিষাক্ত জ্বালা, আর কঠিন মৃত্যু, চিত্রিত হয়েছে। মানী লোকের পক্ষে তথায় বাস অপেক্ষা মরণ ভাল, কেবল সেখানে দুর্জনের অভেদ্য অন্তর শোকাতুর হয় না, ধর্ম্ম তাদের ডরান—যমও সহজে ছোঁন্ না। জেল-যন্ত্রণা জীবন্ত নরকভোগ। জেলে অবস্থান করা ধর্ম্মভীরু হিঁদুর পক্ষে অতি কঠোর, তাতে জাতি রক্ষা দুরূহ। জেলত বিষম কথা, মনে করুণ, সুদ্ধ পরবশ হওয়া কি কঠিন ব্রত? মনুষ্য, পালিত শুককে বহুল যত্নে রেখে, উত্তম আহার দিয়েও বন্য শুকের ন্যায় তার পুষ্টিসাধন কর্তে পারেন না। গৃহপালিত জীবের সঙ্গে প্রকৃতিস্থ স্বাধীন জীবের অঙ্গসৌষ্ঠবের কি তারতম্য তাহা প্রাকৃত-ইতিবৃত্তবেত্তারা জানেন, পরাধীনত্ব যে কি ভয়ানক তার চমৎকারচমৎকার উপমা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজ্যনাশে, পরবশে, শ্রীহীন ও পীড়াতুর হয়েচেন, এমন কি শত্রু-হস্তগত হয়ে অব্যবহিত কাল মধ্যে তাঁর কেশকলাপ ধবল হয়ে যায়। লর্ড মেকলের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌স, রাজ্য হতে পলায়ন কোরে সিয়ার্‌নেশ নামক স্থানে ধীবর ও নাবিকদের দ্বারা ধৃত হলে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহস লোপ পায় এবং তিনি ঐ ইতরলোকদের সমীপে কখন ক্রোধ, কখন উন্মাদের ন্যায় বক্তৃতা, কখন যৎ-পরোনাস্তি কাকুক্তি ও অনুনয় করেন।

রাজধানীর কলঙ্করূপ জেল, আজকাল যেরূপ কুৎসিত, ও

ভীষণাকার ৮।১০ বছর পূর্ব্বে তাহা তদপেক্ষা বিকটদর্শন ছিল। চতুর্দ্দিকের সেওলাপড়া, ফঙ্গবানি, প্রাচীর যেন অঞ্জনে লেপা হয়েচে, তাতে আজন্মকাল কলি পড়ে নাই, সিঁদুর-মাখা দ্বার ও কবাট, গুল্‌জার নগরের সৌখীন চিত্র। ঘরগুলিতে যদিও কালেভদ্রে কলি ফিরান হয়, কিন্তু তাদের সেঁতসেঁতেতে, দুর্গন্ধে, আর সংকীর্ণ আয়তনে, কয়েদীর পক্ষে তথায় তিষ্ঠন কঠিন। বর্ষাকালে ঘরের ভীতর বৃষ্টি আসায় তাহা বন্দীদের নিতান্ত অসহ্য হয়, এমন কি, আজ পর্য্যন্ত বৃষ্টির সময়ে দেওয়ানি জেলে টেঁকা ভার। একএক সময় ঘর পুষ্করিণীবিশেষ হয়ে থাকে। দেওয়ানি জেলত ভাল, ফৌজদারি জেলের দুর্দশা দেখে কান্না পায়। কয়েদীদের ঘরের অপেক্ষা লোকের বাড়ীর গাইখানা, আস্তাবল, ও সিঁড়ীর ঘর, ভাল, ঐ গৃহ এম্নি ক্ষুদ্র যে, তাতে তুজ্জন মানুষের মাথা গুঁজে থাকা ক্লেশকর। কয়েদীরা একএকজন এম্নি সঙ্কুল ঘরে একখান দুর্গন্ধ, ত্রিকেলে কম্বলে শুয়ে কাটায়। তাদের যন্ত্রণার সীমা নাই, রাশিরাশি পাতর ভাঙ্গা, চাপরাসীদের ঘনঘন ফৈজ্জৎ, গালি, ও বেত খাওয়া, তার উপর আবার আহারের কষ্ট। একএকজন কয়েদীর যত ফেরা পাতর ভাঙ্গা ভার আছে, তা যেমন কোরে হোগ্‌ ভাঙতেই হবে, তাতে একটু জিরুলে, কি গাফিলি করলে, এমন কি একটু আলস্য ভাংলে, কালান্তক চাপরাসীর ছড়ীতে তাদের পিঠ ভেঙ্গে যায়। তাতে হাজার খোশামদ কর্‌লে, কাঁদলে, আর পায়ে ধর্‌লেও চাপরাসীদের দয়া হয় না, তবে কিছু পয়সা ছাড়্‌লে যা মনে কর তাই হতে পারে। ঘুষে এমন ভয়ানক স্থানেও আরাম পাওয়া যায়, যে কৃতান্তসম দুর্দান্ত চাপরাসী, গর্ব্বিত শাসনকর্ত্তা, ও পামর অধ্যক্ষ, মনের সাধে কয়েদীদের পীড়ন কোরেও তুষ্ট নয়, যারা পাপে ডুবে আছে, পরের কষ্ট যাদের সুখ, সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বরেরা রকমসকমে ভুলে যায়।

হেমাঙ্গ বসাক জেলে স্তুপাকার পাতরের মাঝে ভূত সেজে হাতড়ী দিয়ে পাতর ভাংচেন, তাঁর সে শরীর নাই—সে লাবণ্য নাই,

মনস্তাপে তাঁর রূপ নাশ হয়েচে, পাতর ভেঙ্গে হাতে ফোস্কা হয়ে তা হতে রক্ত পড়্‌চে, গাহাতের বেদনা, ক্ষতর জ্বালা, কটকট্যানি ও ঝঞ্ঝনানি, সূর্য্যের প্রখর কর, পিপাসার তীব্র যাতনা, আর রক্ষকদের উৎকট তাড়নায় তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্চে। তাঁর ওপর যেন যমদণ্ড পড়্‌চে। একটা শিয়ালকে দেখ্‌লে যেমন সিকারী কুকুরগুল একেবারে তাকে ঝেঁকে ধরে, তেম্নি, দৈবাৎ তাঁর হাত কামাই গেলে দারুণ রক্ষকেরা তাঁর উপর বেত্রাঘাত, কর্‌তে থাকে। হেমের নয়ন দিয়ে ধারা বেয়ে অশ্রু পোড়ে পাতর পর্য্যন্ত ভিজে যাচ্চে, গা দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়্‌চে, প্রাণ কণ্ঠাগত। তৎকালের জেলে দেশীয় কয়েদীমাত্রের দুঃখের অবশেষ ছিল না, যদিও উৎকোচে, পীড়ার ছলে, আর ডাক্তরের শঠ্‌ফিকিরে (সার্টিফিকেট) ঐ কয়েদীরা ঘানিতে যুটে, চাপরাসী, মেট, মজুর, কেরাণী, কম্পজিটর, রসুইকর, ছুতর, সেজে পাতর ভাঙ্গা দায় থেকে এড়াতে পার্‌ত, কিন্তু সে সকল যোগাড় কর্‌তে অনেক 'কাট খড়' লাগ্‌ত। ইংরেজ কয়েদীর উপর তত পীড়ন ছিল না,—এখনও নাই, ইংরেজ সর্ব্বাবস্থায় স্বাধীন, তাকে জেলের কর্ত্তা পর্য্যন্ত শঙ্কা করেন। হেমাঙ্গ যথায় আছেন তার অনতি অন্তরে একজন সেলার উন্মত্তের মতন বিকট মূর্ত্তিতে পাতর হাতে কোরে বসিয়া আছে। চাপরাসী ও শাস্ত্রির দল, মায় খোদ কর্ত্তা পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে, আর মিষ্ট কথায় লোভ দেখিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা কর্‌চে, কয়েদীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একএকবার ঝেঁকে ২ ওঠাতে শাস্ত্রিঠাকুর, মায় খোদ হুজুর, ছুটে পালাচ্চেন, সে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌লে তাঁরা আবার সুড়্‌সুড় কোরে তার কাচে এগুচ্চেন। মধ্যে মধ্যে সে একএক পাতর ছোঁড়াতে সকলেই পয়ে৷ দিলেন, অনেকক্ষণ কারু দেখা নাই। এই গোলযোগের কারণ আর কিছু নয়, ঐ স্বাধীন কয়েদী পাতর না ভাঙ্গাতে প্রহরীরা তার প্রতি জুলুম্‌ করে, তাতে ঐ মহাতেজা কয়েদী তাদের কোন তোয়াক্কা না রেখে তাদের গালিপেড়ে, ভেঙ্‌চে, লাথী দেখিয়ে,

রঙ্গভূমি স্বরগরম কোরে তোলে, প্রহরীরা তাকে আঁট্‌তে না পেরে খোদ সাহেবকে খবর দেয়, খোদ সাহেব চোরের অধমভাবে হাজির হয়ে ইংরেজ বাচ্ছাকে থামাবার চেষ্টা করেন। পরে অনেক কার্‌খানায় স্বাধীন গোরাকে এই করারে থামান হয় যে, ভবিষ্যতে তার প্রতি কেউ আর জুলুম্ কর্‌বে না। তখন বাঙ্গালীরা লঘু দোষে কাঞ্জীহাউসে যেত, গুলজার নগরের এই অপূর্ব্ব বিচার!

দিবাবসান হলো, রক্ষকেরা 'গদাইনস্কর চালে' কয়েদীদের খোঁপে পূরলে, ঐ ক্রূরমতিরা দিবাভাগে বন্দীদের অশেষ ক্লেশ দিয়েও তাদের দুরাশা পূরে না, তাদের ইচ্ছা হয় না যে, বন্দীরা রাত্রিতে বিশ্রাম করে। জেলের রাত দিনের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। রোগী আর কারাবাসীর পক্ষে যামিনী বিষময়ী হন, বন্দীরা তখন নিজনিজ কোটরে থেকে দিবসের শ্রম হতে বিরাম পেয়ে কোথায় দুদণ্ড আরাম কর্‌বে, না সেই সময়ে আজন্মকালের যত ভাবনা, ও যত যন্ত্রণা মনে পড়ে। দিনের বেলা প্রহরীদের শাসনে, শ্রমে, আর প্রকাশ্য অপমানে, ঐ যন্ত্রণাদির অনেকগুলি গেরো দেওয়া থাকে, রাত হলে তারা গেরো ছাড়া হয়ে মনকে ঘিরে ফেলে, তাতে কয়েদীরা আরাম কর্‌বে কি? বন্দীর মধ্যে ঘোর পাপাত্মারা 'হা বিধাতঃ! আমাদের মরণ হয় না কেন? আমাদের নিস্তার কর, আমরা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলে আর দুষ্কর্ম্ম কর্‌ব না' বোলে জন্মের মধ্যে পরমাত্মার স্মরণ করে। হেমাঙ্গ বসাক আপন গর্ত্তে ঢুকে হা-হুতাশে ম্রিয়মান আছেন, পৃথিবী যেন নাই, কেবল জেলরূপ নরকই আছে মনে কর্‌চেন। বন্দীদের যাদের আত্মীয়বন্ধু আচে, তারা তাদের মনে কোরে স্নেহে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌চে। কোন দায়মাল আসামীর নবীনা রমণী, সুকুমার তনয়, কি বিপুল বৈভব মনে হচ্চে, যাদের স্থানে সে, জন্মের মতন বিদায় হয়েচে, তবে তার মনে একটু আশা আচে যে, সে দ্বীপান্তর হয়ে প্রাণে বাঁচ্‌তে পার্‌বে, হত্যাকারীর মনে সে আশা না থাকায় তার মতন দুঃখী পৃথিবীতে নাই, সে জীবনে হতাশ হয়ে,

মায়ামোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জলাঞ্জলি দিয়ে, এক মনে কেবল ফাঁসীকাঠের ভীরু ঘটনা প্রতিক্ষা কর্‌চে। গুল্‌জার নগরের এই চিত্রটি করুণ ও ভয়ানক রসে পরিপূর্ণ।

সায়ংকালে জেলে গোরা কয়েদীর মহল ভয়ঙ্কর হয়েও কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দজনক। তথাকার বন্দীরা দিনের বেলায় এত কড়াকড়েও ভ্রকৃপাত করে না, তাতে তারা রাত্রে নির্জন পেয়ে নিঃশঙ্কে গান ধর্‌চে, পচাল্‌ পাড়্‌চে, আর মেতে হেঁকেডেকে রং বাজিয়ে জেল মাথায় কর্‌চে। জ্যাকের ফণ্‌ফণানি ধর্‌ল, ম্যাকের নৃত্য আরম্ভ হলো, টমের 'গো ড্যাম্‌, রকম বুলির খৈ ফুট্‌ল, জোন্‌স, ব্রাউন, রঙ্গভূমিতে মাতালের নাট্যাভিনয় কর্‌তে লাগ্‌ল, দণ্ডবিধি আইন জেলের ভেতরে কলা খেলেন। জেল গোরাদের মামারবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, আর শ্রীঘর, বাঙ্গালীর পক্ষে তা সেই হরিংবাড়ী, (হয়রাণবাড়ী) নেড়ীমারা পেয়াদারও বাঙ্গালীর ওপর যত জবরদস্তি। পূর্ব্বে তথায় গোরারা অনায়াসে সুরাপান কর্‌ত, যদিও জেলের নিয়মে তথায় কোন রকম মাদক দ্রব্য লয়ে যাবার হুকুম নাই, অর্থ জোরে সে নিয়ম একপ্রকার রদ হয়ে ছিল, এখনও জেলে 'আঙ্গুল আড়াল দিয়ে' না হয় কি? গোরার ফড়্‌ফড়ানি, বক্‌বকানি, নৃত্য ও মত্ততায়, জেলের সেই স্থানের চিত্র হাস্যরসে আবিষ্ট হয়েচে। রক্ষকেরা ভক্ষক হলে না হয় কি?

ঘোর তিমিরাচ্ছন্না রজনী, চরাচর নিষঙ্গ, গোরাজেল ক্রমে নিস্তব্ধ হলো, বাইরে বেরুলে অন্ধকারে বোধ হয় যেন রাত গিল্‌তে আস্‌চে, এই সময় ভয়তরাসী লোকের প্রমাদ, তার একেলা থাকা কি বাইরে আসা, মৃত্যু দায় বিশেষ, পাছে ভূতে মারে, কি চোরে ধরে, এই আশঙ্কায় গোবেচারা ভালমানুষরা প্রাণান্তে এ সময় বিছানাছাড়া হন না। একে প্রগাঢ় অন্ধকার, তাতে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি হচ্চে, হুস্‌হুস কোরে বাতাস বইচে, আবার গাছের মড়্‌মড়্‌ শব্দ, পাতার চর্‌চর্‌ শব্দ, দ্বারজানালার ঝনৎকার, আর

মেঘের গড়্গড়্-গড়র্-গোঁ গর্জনে রজনী ভয়ঙ্করা হয়েচে। হেমাঙ্গ সৈঁত্সেঁতে ভাপ্সা, ঘরে খাটিয়ায় বোসে হাতের ওপর দাড়িটী রেখে ‘আকাশ পাতাল’ ভাব্‌চেন। জেলে মানুষের সাড়া নাই, কেবল তাঁর ঘরের বাইরে দুজন প্রহরী বোসে গল্প কর্‌চে,’ হেম আপনার ভাবনায় মগ্ন। পাশের ঘরে ঠক্‌ঠক্ ঘা পড়্চে, ক্ষণ বিলম্বে বোধ হলো যেন খানকত ইট পড়্ল, প্রহরীরা ভয়ে জড়শড়, এ সব ব্যাপারে হেমের ধ্যান ভাঙ্গাতে তিনি কাণপেতে ঐ শব্দাদি শুন্‌তে লাগলেন, কিন্তু ঐ শব্দ একাদিক্রমে না হওয়াতে, আর কিছুই দেখ্‌তে না পাওয়াতে, তিনি দ্বারের কাছে কাণ পেতে প্রহরীদ্বয়েরকথা শুন্‌তে লাগ্‌লেন। একজন প্রহরী এই সময় এক ভূতের গল্প ফেঁদে বোসেচে, সে তার সঙ্গীকে পশ্চাৎরূপ উপন্যাস শুনাচ্চে,—

‘ছ্যাক্ আসামুদ্দি! মুই পয়লা সোদোরের উকীল রামক্যাশোর বাবুর মুন্‌সী ছিনু, (পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।) বাবু ত্যাখন ছেরেস্তাদার ছ্যালো, তেনা ডেরায় বএট্‌কে কেতাব ছ্যাক্‌তো, উসি ওয়াক্তে তেনার গা মে প্যাক, ক্যাদা, ধুপধাপ কর্‌কে গির্‌তো, লে:কেন ও কিসি কা কাম বাবুতো কেচু মালুম প্যালো না, তেনা টুঁড়েটুঁড়ে হায়রাণ হয়ে গ্যালো, তেনার দিল্‌মে থোড়া খোশ নেই, মোরাসব বোৎ দিগ্‌দার হনু, এক রোজ ভাই ক্যামন হলো, না একটা সাঁপ একটা কেতাব মুয়ে কোরে পেলিয়ে গ্যাল, আর একদিন টাট্টিকা ময়লা বাবুর মুমে গির্‌লোঁ।’ এই বল্‌তে না বল্‌তে দড়াম কোরে এক বিষম শব্দে সকলকে স্তব্ধ কর্‌লে, মুনসীরপোর সয়তানের গল্প ঘুরে গেল, আসামুদ্দির দাঁতকবাটি লাগ্‌ল, সে ভয়ে উর্দ্ধস্বরে এমন এক ডাক ছাড়্‌লে, যে তাতে ফৌজদারি জেলের বেলকুল প্রহরী জড় হলো, তারা মুনসীজীকে আসামুদ্দির চিৎকারের ব্যাওরা জিজ্ঞেস করাতে মুনসীর পো সবিস্তারে সয়তানের কথা বর্ণন কর্‌লেন, এমন সময় ‘আদ্‌মি ভাগ্‌তা’ বোলে জেলের পাঁচীলের সেপাইরা মহা কোলাহল তুল্‌লে, চিৎকারে কাণ ফেটে গেল, চারিদিকে লোক

লাণ্ঠান জেলে খুঁজতে বেরুল, খোদ গবর্ণর ও ডাক্তর সাহেব, খুঁজ্‌তে বেরুলেন, খুঁজে প্রকাশ হলো, যে, গোরাচোর মহলের ৬ জন সেলার ঘরের জান্‌লা ও বাইরের পাঁচীল ভেঙ্গে চম্পট দিয়েচে। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' তখন 'খোঁজ্‌খোঁজ্‌' আর খোঁজ! চোর কি চৌকিদারদের জন্যে বোসে আচে? সাহেবরাত রেগে রক্ষকদের ওপর দেদার্‌ লাথী চালিয়ে, মুন্‌সীজীর পড়্‌পড়্‌ কোরে দাড়ি ছিঁড়ে, আর আসামুদ্দিকে লাথীয়ে সোজা কোরে জেলের সতর্কতা স্বর্‌গরম কর্‌লেন। মুন্‌সীজী 'কিল খেয়ে কিল চুরি' কোরে আসামুদ্দিকে চুপিচুপি বল্লেন, 'এ সম্‌ (সব) সয়তানের খেল্‌।' ঐ সময়ে জেলে বাস্তবিক সেলারদের পলায়ন ঘটনা হয়ে ছিল, তারা যথার্থতঃ পাঁচীল ভেঙ্গে পলায়ন করে, পরে কিছু দিন বাদে তারা ধরা পড়ে, তাদের মকদ্দমায় জনকত ইংরেজ আদালতের দয়া উদ্রেক কর্‌বার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে দিকপাল কৌঁসেলি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তিনি এখন বেঞ্চেতে আসন পেয়েচেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার উদ্দেশে সমারোহ।

অপরাহ্ন। সূর্য্য টল্‌তেটল্‌তে পশ্চিমদিকে হেলে পোড়েচেন, ক্ষুদ্র নবাবের শুভাগমন উদ্দেশে গুল্‌জার নগরে তাঁর অভার্থনার জন্য বিবিধ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হচ্চে, চাঁদপালের ঘাটে, গড়ের মাঠে, গবর্ণমেণ্ট ভবনে, রাস্তার যেখানেসেখানে একএক স্থানে একএক বিষয়ের তদ্‌বির হচ্চে। সহরে হুলস্থুল পোড়ে গেছে, হাটের মেড়া, আর বাদসাইকুড়েরা হুজুক পেয়ে দৌড়েচে, স্কুলের ছেলেরা স্কুল থেকে পালিয়ে ঠিকদুপর থেকে প্রিন্‌সেপের ঘাটে দাঁড়িয়েচে, বাঙ্গাল মাজীরা এই অদ্ভুত তামাসা দেখ্‌বার জন্যে সকালসকাল খেয়া বন্ধ করেচে, জাহাজের সেলার ও সিপ সরকাররা বানরের মতন জাহাজের মাস্তুলে বোসে আচে, মাস্তুলগুল চিত্রবিচিত্র হরেক রকম নিশানে সেজেগুজে বাহার দিচ্চে। চাঁদপালের ঘাটের ওপর রাস্তায়, গাড়ীর ভিড়ে পা বাড়ান ভার, বগি ব্রাউহেম, ফেটিন্ ও কেরাঞ্চিতে সাহেব বিবি ও বাবুদের হরেক রকম রূপ—হরেক রকম পোষাগ—হরেক ঢঙ্গে বসাদাঁড়ানতে গুল্‌জার নগরের চিত্র মনোহর হয়েচে। বিবিরা বাহারমেরে হাবভাবে, নয়ন কটাক্ষে নায়কদের মন হরণ কর্‌চেন, এর মধ্যে কোন মিশের হৃদয়েশ, লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর ডাঁশাল গণ্ডে কিস্ কর্‌চেন। পাহারাওলারা ৩২ সিংহাসনের পুতুলের মতন অসাড় হয়ে সার গেঁথে দাঁড়িয়েচে, সারজন ঘুরেঘুরে তাদের দাঁড়াবার কেতার বৈলক্ষণ্য ধোরে বেড়াচ্চেন, আর মধ্যেমধ্যে ঐ কেতাভঙ্গ চৌকিদারদের জুতর প্রহারে দোরস্ত কর্‌চেন। নগরের নায়েব-কো-মিশনর ঘোড়ায় চেপে সহরকোতোয়ালের কায কর্‌চেন, আর ঘোড়ায় চেপে হুট্‌হুট্ কোরে ভদ্রলোকের মাঝেঘোড়া ক্ষেপিয়ে ভিড় কমাচ্চেন। নেড়ে জমাদার খামাদাররা,

কএএক অবতার হয়ে বাঙ্গালীর কাছে প্রভুত্ব ফলাচ্চেন। ইডন বাগানের উত্তরস্থ মাঠে গোরা কামানদাররা কামান সাজিয়েচে, ইসপ্লানেডের ও গবর্ণমেণ্ট পে্লশের নিকটের বাড়ীসকলের ছাদে লোক থৈ ২ করচে, বিবিরা খড়্খড়ে খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়েচে। গবর্ণনেণ্ট প্লেশের রাস্তায় সিপায়ের সারবন্দী বাড়খাড়া হয়েচে, গড়েরমাঠে রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পোড়েচে, বোধ হয়, এক জনকে ধাক্কা মাল্লে বিশ জন সেই ধাক্কার চোটে পোড়ে যায়। হাপ্সী-মাধাইগোচ নবনাগররা ঘাটের নিকট বিবিদের ঘেঁসে দাঁড়িয়েচেন, আর তেঁতুলে বাগ্দিরা এই হেঁপায় ইংরেজের পালে মিশেচেন, তাঁরা 'সব জান্তা' হয়ে, রাজাউজীর মেরে, নবাবের নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় পশ্চাৎ মীমাংসা কর্চেন,—

অ্যাণ্ড্রু। 'আর শুন্চিস্ নয়া সাপটা পয়লা পিয়াদা কা কাম্ কোর্তো।'

গোমেষ। 'হা-হা-হা! সাপে কোখোন পিয়াদার কাম কোরে? ও ত পয়লা সেলার ছ্যাল, হামিতো মোদের অ্যাণ্টনির বাৎ শুনেচে।'

অ্যাশ্। 'ও বাৎ ঠিক, ওতো সেলার ছ্যাল আর মুচী বি ছ্যাল, আর অর্ ভাই জুত্ত বেনিয়ে খায়।'

ডিক্রুচ্। 'সে তো বাৎ তামাম্ ঝুটা, মোর ইয়াদ আচে, কি হামি যোখোন লেউলেনের হোশে ফোরম্যান্ ছ্যালো তোখোন সাপ্ মোর সাতে কাম্ কোরতো, ও তোখোন অগুরটেকার আচে।'

অ্যাশ্। 'তূই বোড়ো সিয়ান, লেকেন্ লেউলেনের হোশে তোখোন কোন্ সাপ্ পার্টনার আচে মুইতো শুন্বে, বোল।'

ডিক্রুচ্। 'মোর সাতে চ্যালাকি? (সক্রোধে) মুইতো পার্টনারের কেয়ার কোরে না।'

এমন সময় কো-মিশবানর সেই দিকে এসে ডিক্রুচের দলের ওপর ঘোড়া ফেল্লে ডিক্রুচ্ ও কেলোভুলো, বেল্কুস,

ঘোড়ার লাথী আর সাহেবের চাবুক খেয়ে, লজ্জায় 'দে ছুট' ক্ষুদ্র নবাব 'এই আস্‌চে' বোলে থেকেথেকে এক একবার গুজব্ উঠ্‌চে, কোন সেকেলে বাবু, ঘাটের নিকটে সাহেব দেখ্‌লেই আবদারে ছেলেকে 'ঐ রে বড়সাহেব' বোলে দেখাচ্চেন, ছেলে তাতে ভোলে না, একজন খোট্টা কোন জাঁদরেলের পরওলা টোপ্‌ আর ঝাঁপ্‌পাদার পোষাগে ভুলে তাঁকে বড়সাহেব ঠাউরে 'এহি লাট্ সাপ' বোলে, খোট্টা-দর্শকদের দেখাচ্চেন, তাতে ইয়ং-বেঙ্গলদের দল খোট্টাজীকে ঠাট্টাবট্‌কেরা কোরে হেসে গড়াচ্চেন, খোট্টা ভারী পেঁচাপেচি দেখে সে অঞ্চল থেকে সট্‌কে পড়্‌লেন। এমন সময় কেল্লার ভেতর তোপ হলো, ক্ষুদ্র নবাবের পোত ঘাটে ঠেক্‌ল, মাঠেতে কামান্‌দাররা কামান দেগে নগর তোল্‌পাড়্ কল্লে, ভেজো বাঙ্গালীদের সেই ফাঁকা আওয়াজে হৃৎকম্প হতে লাগ্‌ল ; বারুদের ধূমে মাঠ অন্ধকার কোরে গগণ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন কল্লে। নবাব জাহাজ হতে নাব্‌লেন, কেল্লার লাট্—ছোট হুজুর—পুলিশ কোমিশ-অনার—ভারীভারী মস্তরাম জাঁদ্‌রেল—খেড়েখেড়ে সিবিলয়ন, সকলে অগ্রসর হয়ে নবাব সাহেবকে যথাবিহিত সম্মান কোরে ৪ ঘোড়ার গাড়ীতে তুল্লেন। তাঁকে রিসিভ্‌ কোর্‌তে এক দল ধানভাঙ্গা ভ্যালান্তর (ভলন্টিয়ার) পোড়ার মুখে সেজে বেরুলেন, এঁরা রুসীয়ানদের আগমন ঠেকে আচেন, কিন্তু এঁদের হোতে যত হবে তা বুঝ্‌তেই পারেন! আর এক দল গড়ের কালা বাদ্যকর (রুল্ ব্রিটানিয়া) গত্‌ বাজিয়ে শ্রীযুতের উপলক্ষে মঙ্গলাচরণ গাইলে। সাহেবরা টুপী খুলে—বিবিরা রুমাল উড়িয়ে, 'হুর্‌রে' দিয়ে—সেপাইরা সঙ্গীণ খাড়া কোরে—উদোম্যাদা ছোটলোকের দল, আর হরকরা প্রভৃতি মিয়াসাহেবেরা সেলাম ঠুকে রাজানুগতভা জানালে। ইয়ংবেঙ্গাল আর স্কুলের ছেলেরা নবাবকে কেয়ার কল্লে না। রাজধানীতে ধূম্‌ধড়াক্কা লেগে গেল ; এত ভিড়ের ভেতর ১৪ আইনেভাজা মন্দা-মাগীরা প্রবেশ কোরেচে, তাদের মধ্যে গোলাপকে দেখে সাহেব

হেসেচেন, গোলাপ তাতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, সকলের নিকট সেকথার আদিখ্যেতা কর্‌চে, কিন্তু তার অদৃষ্টের ফেরে সে কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌চে না। বকুলফুল সাহেবের রূপে ভুলে গেছে, আর আঁদী, বাঁদী, চাঁদী, খাঁদী প্রভৃতি জাঁহাবাজ্‌ মাগীরা সেইখানে কোমিটি কোরে সিদ্ধান্ত কর্‌চে যে, নবাব যেই বাড়ীতে সেঁধবে ঐ তক্কে তারা তাঁর পায়েপোড়ে ১৪ আইনের দায় জানাবে।

ভিড়ের ভেতর বোম্‌মহাদেবের আড্‌ডার ফিরৎ একটা গাঁজাখোর এক টিপ বেশী কোরে চড়িয়ে চোক লাল কোরে এসে এক মাগীকে ধোরে টানাটানি, মাগী 'আ মলো মিন্‌ষে। ছেড়ে দে,—ওগো দেখ গো' বোলে 'সাত হাটের লোক জড়' কল্লে। বড়বড় মদ্দরা এই বেআদপ দেখে জ্বোলে উঠে মহাদেবের ভক্তকে কড়্‌কাতে লাগ্‌ল, মহাদেবের ভক্ত মুখের সাপটে সকলকে 'থ' কল্লে, মাগীর চিৎকারে রাজ্যের মাগী জড় হলো, তারা 'ওরে পোড়ার মুখ মিন্‌ষে! তোর কি মোত্তে জ্যায়গা নেই? বড় চুল্‌কুনি ধোরেচে বটে?' বোলে মিন্‌ষের হাত থেকে মাগীকে ছাড়িয়ে দিলে, মাগী গাল পাড়্‌তেপাড়্‌তে চোলে যায়, গেঁজেল তাকে ফের ধোরে 'ছি বাবা রাগ কোরো না, তোমার জন্যে ভুলো সারারাত কেঁদেচে, ছেলের প্রাণ কত সবে' বোলে তাকে হড়হড় কোরে টেনে নিয়ে যায়, তাতে 'কুবুধেসুবুধে' মেয়েরা বেওরা জিজ্ঞেস করাতে গেঁজেল তাদের বোঝালেন, 'অগো এ আমাদের বড় বৌ, ইনি আমার কতায় আগ কোরে ছট্‌কে পাইলেচেন।' এ কথা শুনে সুবোধ মেয়েরা 'ঘর কর্‌তে গেলে অমন কত হয়, তা বোলে কি স্বোয়ামীর ওপর রাগ কর্‌তে আচে বাছা, স্বোয়ামী বড় সামিগ্রী—দাঁত থাক্‌তে দাঁতের ময্যেদা জান না' বোলে বুঝুলেন। মাগী তত জ্বোলে উঠ্‌ল, আর মুখ নাড়া দিয়ে ফড়ফড় কোরে বোলে উঠ্‌ল, 'ও আমার সাত পুরুষের স্বোয়ামী—তোদের কল্লামি রেকে দে—আ মর, মিন্‌ষের যত বড় মুক তত বড় কতা—নেশা কোরে ভালমানুষের মেয়েকে টানাটানি।' এই সময় ১৪ আইনের

কোমিটিওলানিরা এসে মাগীর দিকে যোগ দিলে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল, হেঙ্গামের সীমা নাই, দাঙ্গা হবার সূত্র, স্কুলের ছেলেরা হৈহৈ কোরে 'নারদনারদ' বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিচ্চে, পৃথিবীর নিস্তার জন্যে ভাগ্যেভাগ্যে তৎকালে সারজন আসতে সকলের জারিজুরি থাম্‌ল, সারজন বোমমহাদেবের চেলাকে আচ্ছাকোরে কুঁৎকে দিয়ে কেঁৎকানির চোটে মায় কোমিটিওলানীদের সে অঞ্চল থেকে দূর কোরে দিলেন, তাতে সেই খানেই তাদের ১৪ আইনের উচ্চবাচ্চা থাম্‌ল। এমন সময় নিশান, ক্রূপ্‌সওয়ার, ও ভ্যালান্তর, সম্মুখ কোরে ক্ষুদ্র নবাব রাজপ্রাসাদে ঢুক্‌লেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে রাজভবনে কেঁদোকেঁদো শিবিল ও মিলেটরি আমলারা, হুম্বহুম্ব বাবুরা, অগাধ মূর্খ ফিরিঙ্গীরা, সিঁড়ীতে আড়্‌দালীর মতন দাঁড়িয়ে আচেন। নবাব গোয়ালে ঢুক্‌লেন, আবার তোপ হলো, আবার ব্যাণ্ড বাজ্‌ল, আবার বিবিদের 'হুর্‌রে' বুলি উঠ্‌ল, সাহেবরা টুপী ঘোরালেন, বিবিরা রুমাল উড়ালেন, নবাব সকল লোককে সেলাম ঠুক্‌লেন,—রাস্তার লোকরা হরিবোল বল্‌লে। তার পরে কি? তার পর সব ফাঁক। যা হয়ে গেল এখন যেন তা ভোজবাজীর মতন ফক্কিকার, এত ধুম, এত উদ্যোগ, যেন শেষে ফেঁসে গেল। এখানে গুলজার নগরের চিত্র আর এক রকম হয়ে মেড়ো পড়্‌ল, নগর জুড়াল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

কাঙ্গাল। —ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমারোহ যে সময়ে হচ্চে, সেই সময়ে গুল্‌জ্রার নগরের নরকটলায় একটি ক্ষুধাতুর যুবা পথশ্রমে নিষন্ন মনে ভিক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌চে। তার মাথা চাপ্‌ড়ালে ধূলা উঠে—গায়ে রক্ত না থাকাতে বর্ণ পাঙ্গাশে হয়েচে,—শরীর এম্নি শীর্ণ যে, হাড়গুলা 'জিজ্জির' কর্‌চে। যুবা এই আকারে সমস্ত দিন নগর প্রদক্ষিণ কোরে যেতে যেতে ঢলিয়া পড়্‌চে—ভিক্ষার জন্যে লালায়িত, তবু সে এবাড়ীওবাড়ী কোরে বেড়াচ্চে, তাতে কিছু প্রাপ্তি দূরে থাক্‌ কোন স্থানে তার তিরস্কার মাত্র লাভ হচ্চে। পাঠকরা! আপনারা কেউ শমনের রাজ্য দেখেছেন? আপনারা কি ঘুমচ্চেন?—একবার মনে করুণ—এক দণ্ড চেয়ে দেখুন, আমাদের পদেপদে যমযন্ত্রণা। রোগে, শোকে, দস্যুতে, আমাদের 'খাক' কর্‌লে। আমাদের কি তাতে বৈরাগ্য ভাব হয়েচে? না আমরা হতাশ হয়ে পরমাত্মার স্মরণ লচ্চি? আহা! আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দাসত্বের খর শানে ছেদিত হয়েছে! আহা! আমার মনে হচ্চে, আমাদের, 'কৌপীন সার,' হবে, আর আমরা ঐ নির্দোষ যুবার মতন পদেপদে কষ্ট পেয়ে পথেপথে ভিক্ষা কোরে ক্রূরের কুটিল উপায়ে অবিধেয় বিধি নির্ব্বন্ধে পেটের দায়ে বন্দী হব! যে দেশে জাতিবর্ণের ভেদ, তথায় সুখ কোথায়? সম্প্রতি বিজাতি শ্বেত ভিক্ষুকের উপায় বিধান হয়েছে, কিন্তু দেশীয় অগণনীয় ভিক্ষুকদের উপায় কি? আমি ভিক্ষুকদের দণ্ডবিধি মন্দ বলি না, কিন্তু দেশীয় ভিক্ষুকদের জীবনোপায় কোরে দিয়ে তাদের উপর ঐ দণ্ডবিধি প্রচলিত কর্‌লে ন্যায়সিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। একে দেশের লোক স্বভাবতঃ অলসশীল, তাতে ঋষিদের অব্যবস্থায় শূদ্রের পক্ষে জীবিকা

নির্ব্বাহ করা দুরূহ, আবার, ভিক্ষুকদের সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে যাচ্চে, এমন কি নগরের স্থানে স্থানে ভিক্ষুকেরা পুরুষানুক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে—এতে নগরের পাপ আর নগরের কলঙ্ক, রাখ্‌বার স্থান নাই। এই ঘৃণিত বৃত্তি যাতে নিবারণ হয় তাহা করা উচিত। পাঠকেরা অনেকে মূল রাজ্যের ফ্রি কন্‌ষ্টিটিউসান্‌—ফ্রি প্রেস্‌—পুয়র কমিশন্‌—র‍্যাগ্‌ড স্কুল, প্রভৃতির বিবরণ আমার অপেক্ষা বিস্তাররূপে শুনেছেন, আর কেহকেহ সে সমস্ত তথায় প্রত্যক্ষ দেখেছেন, এ রাজ্যত তার শাখা-রাজ্য, তবে কেন আমরা নরকে ডুবে আছি? বল্‌তে কি, যে, যে, মহারাণী—যে রাজমন্ত্রীরা, একদল ফেণিয়ান্‌দের উপদ্রবে ব্যস্ত—যাঁরা হিংস্রক, কি গৃহপালিত পশু পালনে ব্যতিব্যস্ত—যাঁরা একটা নূতন চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণে সযত্ন—যাঁরা স্বদেশে ভারতধনাগারের ধনব্যয়ে যবনভূপালের আতিথ্য কোরে থাকেন, তাঁরা উড়িষ্যার মহামরকে লক্ষলক্ষ প্রজার অকালমৃত্যু শুনে পুরাণ ভারতের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই! হায়! সংক্রামকরোগে পল্লীগ্রাম প্রজাশূন্য হলো! তার ঔষধ কোথায়?

ভিক্ষুক যুবা টোটো কোরে ঘুরে কিছুই কর্‌তে পারে না, তার সমব্যবসায়ীরা বরঞ্চ শ্লাঘ্য। তারা কেউ হাপু খেলে—কেউ জলমগ্ন দুঃখ, কি সন্তানের 'নিদান' পীড়া জানিয়ে—কেউ বুজ্‌রুকি দেখিয়ে—কেউ সাধু, কিম্বা বহুরূপী সং সেজে—কেউবা শাপমন্যু, ও গাল, দিয়ে—কেউ কপট অন্ধ, বা বোবা, হয়ে—কেহ শীতলা, বা সাফোরি, অথবা সাজিন্মা পীরের দোহাই দিয়ে—কেউ জলদোষরোগের চিকিৎসক হয়ে, যে যার একএক ফিকির এঁটে উপার্জ্জন কোরে বেড়াচ্চে। যুবা ভিক্ষালাভের এ সকল উপায় দেখে ভিক্ষাজীবীর নিতান্ত অনুপায় নয় বোধ কর্‌লে, তবু সে কিছুই কর্‌তে পারে না—কিছু কৌশলও জানে না। এদিকে গুলজার নগরে ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার জন্যে কত ব্যয়, আর কেমন সমারোহ হয়ে গেল, কিন্তু একজন ভিক্ষারীর অন্ন যোটে না! বেলা যায়—ক্ষুধায় প্রাণ যায়, তখন যুবার যন্ত্রণায়

দিনমণি মলিন হয়ে পাপমতি মানবদের প্রতিফল দিবার জন্য পশ্চিমাচলে লুকালেন, সৃষ্টি তাঁর জ্যোত্যাভাবে লোকাচার দেখে মনোমধ্যে ধিক্কার বোধ কোরে মলিন হলো। যুবা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কাশী মিত্রের ঘাটের গলিতে ঢুক্‌ল। ঐ গলি আজ পর্য্যন্ত যে কি ভয়ানক, পাঠকেরা তাহা ভাল জানেন, তখন তাহা কত দূর ভয়ানক ছিল তার স্বরূপবর্ণন করা দুরূহ। ভাঙ্গা, স্যাওলাপড়া, কালীমাখা, বাড়ী দ্বারা তার প্রবেশ-পথ এমন বিকটদর্শন ছিল যে, দেখ্‌লে বোধ হতো যে, গলি, যেন কালসর্পের ন্যায় মুখ ব্যাদান কোরে গিল্‌তে আস্‌চে। তাতে প্রবেশ কোরে দুএকটা মোড় ফির্‌লে ক্রমে এম্নি ভয়ঙ্কর স্থান এসে পড়ে যে, দেখ্‌লে ভয়ে গা কাঁপে। একে জনশূন্য, তাতে দুতিনটা মোড়ে একটা আলো নাই—ত্রিকেলে ভাঙ্গা, নড়নড়ে, মসিধরা, ভুতুড়ে বাড়ীগুলো পোড়ে খাঁ খাঁ কর্‌চে, তাতে জনমানবের শব্দ নাই। গলির প্রবেশস্থলে 'এক সম্ভ্রান্তা' বিধবা বহুকাল গঙ্গাযাত্রিনী হয়ে ছিলেন, তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা লোকান্তরগত হওয়াতে তাঁর বাড়ীও 'হাঁ হা' কর্‌চে। ঐ স্থানে দুচার ঘর মড়ীপোড়া, ও অগ্রদানী, ব্রাহ্মণ বাস করে, দুশ্মন্ চেহারার জনকত ঘোর নারকী—তার মধ্যে বোনিদী ভিক্ষুক, সাত-খুনে, জালখোতে, চোরাইমাল খরিদ্দার, গিল্‌টিওলা, বুজরুক, প্রচণ্ড 'মাতাল, শ্মশানবাসী উন্মাদ, ট্যাকখোর গেঁজেল, একদল গঙ্গাযাত্রার বৈরাগী, মড়ার কাঠ ব্যবসায়ী ও মুর্দ্দরফরাস, ছড়ীভঙ্গ হয়ে অথচ এক পল্লীতে মিলেমিশে আপনাপন হেয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে।' দাহঘাটের মুন্‌সী, তাদের মধ্যে মুরুব্বী লোক, রেজিষ্টারির বিশেষ তত্ত্বাবধান না থাকায় ঐ ঘাটে যে কত খুনি মুর্দ্দর একাল পর্য্যন্ত অবাধে পুড়েছে তা ভাবতে গেলে নগররক্ষকদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা হয়! আহাহা! এই না সোণার রাজ্য! যে সকল দাম্ভীক ও ঐশ্বর্য্যমদেমত্ত ইংরেজ, ইংরেজ লেখক, শান্তিরক্ষক, রাজপুরীষ কিম্বা প্রজা, যাঁরা কায়মনোবাক্যে দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে কষ্ট

দিয়েও 'বাঙ্গালী দুঃশীল—কৃতঘ্ন ও অশিষ্টাচারী' বোলে বেড়ান ঐ পরশ্রীকাতর তেজস্বীরা একবার নরকটলার গলিঘুঁজিতে এসে দেখুন, আর দেখিয়া বলুন, যে, আমরা ষোল আনা কর দিয়ে তার মতন ফল পাচ্চি কি না? হায়! আমাদের অধঃগতি বিবেচনা করলে শোকার্ণবে ভাস্‌তে হয়। ইংরেজদের দোষ দিব কি, সকলি আমাদের অদৃষ্টের ফল। কেন বা আমরা বাঙ্গালী হয়ে জন্মে ছিলেম? কেন বা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে ছিলেম?—যার দোষে—যে আস্পর্দ্ধার জন্যে আমরা কুকুরের হেঁজ হয়ে আছি।

যুবা ঐ গলিতে প্রবেশ করে ডানহাতি এক সরু গলিতে ঢুকে তার ভেতর দিয়ে এমন এক জায়গায় পড়্‌লে যে, বেরবার আর পথ পায় না। এখন তথায় হতে বাগবাজারের শেষ ভাগে পড়া যায়। যুবা তথায় হবুজবুর মতন দাঁড়িয়ে পথ ঠাওরাচ্চে, তথায় 'কাকস্য পরিবেদন' কেউ নাই,—ডোম কাওরা কসবী ও ইতর লোক যারা বসতি করে তারা সন্ধ্যার মধ্যে খেয়ে ঝাঁপতাড়া বন্ধ কোরে শুয়েচে—অন্য লোকেরও সেই গতি। ক্ষণ বিলম্বে এক পোড়ো বাড়ী থেকে বেআড়া রকম হাসি উঠ্‌ল, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বরও শুনা গেল—পরে সকলি নিস্তব্ধ—একবার 'হরি-হরি বল, হরিবোল' —আর একবার 'আমার আঁচলের মাণিক তুই রে বাপ, ও যাদু তোর কাঙ্গালিনী মার কি করিলি' বোলে গঙ্গাযাত্রার লোক আর পুত্রশোকাতুরা মাতা কোন দিক দিয়ে চোলে গেল। এই সময় একপসলা বৃষ্টি আসাতে যুবা যেতেযেতে এক ভাঙ্গা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াল—তার বিষম ভয় হয়েচে—'কোতায় এসে পড়্‌লুম—এ কি দায়—এ যে শ্মশানের কাচে, এবার মল্লুম' সে মনেমনে বল্‌চে। 'শ্মশানের কাচে' শ্মশান নামটি কেমন? তাতে আবার তখনকার কাশীমিত্রের ভাঙ্গা, দহপড়া, দুর্জ্জয় ঘাট, যুবার সে স্থান দেখেইত হৃৎকম্প হচ্চে—দাঁতে ২ ঠেক্‌চে—বুক দুদ্দ্‌ড় করচে। মধ্যে মধ্যে মড়াখেগো কুকুর ও ভুঁড়ে শিয়াল, তাকে ভ্রুকপাত না

কোরে তার পায়ের ওপর দিয়ে হন্‌হন্‌ কোরে ছুটে পালাচ্চে। ঝুর্ঝুর কোরে কতকগুল ধূলা তার মাথায় পড়্‌ল। একে শ্মশানের ভূতের ভয়, তাতে গায়ে, ধূল পড়াতে সে তাহা ভূতের কর্ম্ম মনে কোরে মৃতকল্পের মতন হলো, তৎকালে একজন মানুষভূত মদের ঝোঁকে টল্‌তে ২ একটী বোতল ঘোরাতেঘোরাতে ঐ দ্বারের কাছে 'আজ সব বেটাকে এই বো-বো-বোদলের চোটে মে- মেরে ফেল্‌ব' বল্‌তেবল্‌তে আস্‌চে। যুবা তার মূর্ত্তি দেখে ভূতের ভয় ভুলে তার ভয়ে তটস্থ হয়ে দ্বারের পাশে লুকুলে। ভাগ্যে ২ মাতাল আস্ফালন কর্‌তেকর্‌তে সে স্থান থেকে চোলে গেল, বৃষ্টিও থাম্‌ল। যুবা তথায় হতে তাড়াতাড়ি যেমন বেরবে এমন সময় তিনজন লোক সেখান দিয়ে চোলে যায়, তাদের এক জনের স্বর কাণে ঠেকাতে যুবা আস্তেআস্তে তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌ল। তাদের একজন তরুণ, একজন অধিক বয়স্ক, আর একজন ষণ্ডামার্কগোচ। রাত অন্ধকারে ঘুট ২ কর্‌চে, কিছু ঠাওর হয় না, কেবল একএকবার শ্মশানের আলো জম্‌কে উঠাতে অতি নিকটের পদার্থ অল্প ক্ষণের জন্য দেখা যাচ্চে। যুবা সেই আলোকে দেখ্‌লে যে, ষণ্ডামার্কের হাতে একগাছ বৃহৎ যষ্টি আছে, ঐ লোকও বৃহদাকার, শবদাহের আলোকে যদিও তার আকার স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল না, তথাপি সে যে সাক্ষাৎ ভীম তা সম্পূর্ণ বোধ হচ্ছিল, লাঠিগাছ তার বলের পরিচয় দিচ্ছিল। লোক তিনজন চোলে যায়, যুবাও চোলে যায় কিন্তু ঐ লোকেরা অনেকক্ষণ একটি কথাও কয় না, পরে তাদের মধ্যে তরুণটি 'আচাভূয়াকে একবার ধর্‌তে পাল্লে টের পাওয়াব' এই বল্‌বা মাত্র ষণ্ডামার্ক তাকে সাবধান, কোরে দিলে যে 'গুজুগাজু কল্লে মুস্কিল হবে, বাসাতে (বাতাসে) কাণাড়ে আচে।' যুবা এই কথোপকথনে এত কষ্ট পেয়েও কৌতুকাবিষ্ট হয়ে তাদের পেছনে যেতে লাগ্‌ল, যেতেযেতে তারা এমন এক স্থানে পৌঁছল যে, সে অঞ্চলে প্রাণী মাত্র নাই, একটা বাড়ী পোড়ে রাস্তায় ইট ও রাবিস স্তূপাকার হয়ে

আছে—এ দিকে খানা, ও দিকে কাঁটাবন, সে দিকে জঞ্জালের গাদা, আর এক দিকে এঁদো ডোবা, বাড়ীর চার দিকের এই চিত্র। বাড়ী দেখে শিয়ালকুকুর কাঁদে, দেলগুল হেলে রয়েচে, কড়ীগুল ঝুলে রয়েচে, পথ নাই, রাবিসের ওপর দিয়ে বাড়ীতে যাওয়ায় প্রাণ শংশয়, ঐ তিনজন লোক বাড়ীতে ঢুক্‌ল, যুবাও তয়তয়ে তথায় সেঁধল। যুবা বাড়ীতে সেঁধিয়ে 'কি বিপদ, আমার তো মন্দ বাই নয়, যার বাড়া নেই যন্ত্রণা পেলুম, আবার এখানে মর্‌তে এসে কি হয়, সাপের ঘাড়ে পা দিয়ে মরি, কি ঘর চাপা পড়ি' ভাব্‌তে লাগ্‌ল। অন্ধকারে কিছু নজর হয় না, ষণ্ডামার্ক হাতড়েহাতড়ে তার সঙ্গীদের এক সিঁড়ী দিয়ে নিয়ে গেল, উঠ্‌তেউঠ্‌তে তাদের একজন একটা ভাঙ্গা পৈঠাতে পোড়ে গেল, তাতে বাড়ীর ভেতর থেকে 'কে ও? ওরে চোরচোর, দেখ, ওরে আলো আন্' এক উচ্চৈঃস্বর বেরুল, তাতে ঐ তিনজন লোক ক্ষণকাল স্থির হয়ে দাঁড়াল, যুবা তাদের একটু পশ্চাতে আচে, পরে ঐ অদ্ভুত লোকেরা ঐ অদ্ভুত অট্টালিকার বারাণ্ডায় পৌঁছে দুচারটে ঘর ছাড়িয়ে আর এক মহলে পোড়ে একটা পথের ঘরে উপস্থিত হলো। বাড়ীতে উইচিংড়ীর শব্দ ভিন্ন অন্য জীবের সাড়া নাই, বোধ হয় না যে, সেই ভগ্ন বাড়ীতে চামচিকাও নিরুদ্বেগে থাক্‌তে পারে, দেয়ালগুল ভুসার মতন কাল, আবার তা হতে এম্নি বোটকা গন্ধ বেরুচ্চে যে, সেখানে এক দণ্ড তিষ্ঠন দুষ্কর। ঐ তিনজন ব্যক্তি উক্ত পথের ঘরে দাঁড়িয়েছে, যুবাও তার এক কোণে দাঁড়াল। অনেক ক্ষণের পর সেই ভগ্নবাটিতে একটী পুরুষ এক বোতল মদ হাতে কোরে স্বগত এই উক্তি কর্‌লে,—

"এত দিনের পর আমার মানস পূর্ণ হলো, এত দিনের পর আমার বিস্তর সাধনার বিদ্যাবুদ্ধি স্বার্থক হলো? লোকে আমাকে যেমন অনাদর কর্‌ত—ঠাট্টামস্করা কর্‌ত, এ ছাড়া কত-না-কত কষ্ট দিয়ে আপনারা আমোদী হতো, এখন এই নেকাবোকা—বাপের ত্যাজ্যপুত্র,—চোর আর ধূর্তশিরোমণি, অঘটন ঘটালে। আমার

হাড়ে ভেল্কী হয়, নায়িকাসিদ্ধরা, উকীল, আর গণকরা, আমার কাছে শঠতা শিখুক। আমি মনে কর্‌লে এ দেশ ছারখার কর্‌তে পারি, জালজালিয়াতে, চুরিতে, কি ভণ্ডামতে আমার দ্বিতীয় নাই। লোকের উপাসনা কর্‌তে, লোকের পদানত হতে, আমার সমান কে আছে? হাহাহা! আমি নাটক অভিনয় কল্লে যোগীদের ধ্যান ভঙ্গ কর্‌তে পারি, এখন আমার মনের মতন সব হয়েছে, যে টাকা হাত কোরিছি তাতে কিছুকাল নবাবি কোরে কাটাতে পার্‌ব, একটু যা সন্দেহ, মেয়েটা কোন ফিকিরে আমার ফাঁদে পা দেয় না, তাতেইবা ভাবনা কি? বুড় বেটা আমার হাতে আছে, বেটাকে আরো কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলেফাসলে বেটার বেটীকে চাতরে ফেলব্‌, তখন পাকা আঁবটী কিছু দিন মনের সাধে ভোগ কোরে, আর ফিকিরে বুড় বেটার সর্ব্বস্ব হাত কোরে, এ অঞ্চল থেকে চম্পট দিয়ে আর কোন দাঁওয়ে ফির্‌ব। বাবা টাকায় কি না হয়? এই সময় একটু মদ খাই, ছুঁড়ীটার সমুখে খাবার যো নাই, তা হলে তিনি অম্নি মুখ সেঁটকাবেন, তা এখন আমার কেমন অভ্যাস হয়েছে মদ না খেলে এক দণ্ড থাক্‌তে পারি না, সর্ব্বদাই মন হুহু করে। এ কি আমার কুরীতির প্রতিফল, না বন্ধুবিচ্ছেদে এমন ঘট্‌চে? হাহাহা! যারা আমাকে বন্ধু বোলে জান্‌ত আমি তাদের বন্ধুর উচিত কায কোরিচি! এখন একটু ঢালা যাগ, (বোতল খুলিয়া সুরা পান) বাবা কি ঝাঁজ, যেন যেতেযেতে গলা থেকে পেট পর্য্যন্ত পুড়ে যায়, তবু এতে মজা আছে, মদ না থাক্‌লে, চোরের, দেনদারের, জোচ্চোরের, লম্পট আর ব্যভিচারিণীদের, দশা কি হতো? হিহিহি? কতকগুলা লোক ধর্ম্মধর্ম্ম কোরে ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা মদ ছুঁলে গঙ্গাস্নান করেন, অথচ ডাক্তরের শিশিতে মদ ছাড়া প্রায় ওষুধ নাই, তখন ধর্ম্মাভিমানীদের 'ঔষধার্থে সুরাপানের' ব্যবস্থায় হিঁদুত্ব হাস্যাস্পদ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে তা আমার ছাপা নাই, লোকের বিচার দেখে—লোকের ধর্ম্ম দেখে, হাসিও পায় আর এক একবার দুঃখও

ধরে, সকলে ধর্ম্মের ছালা বেঁধেচেন, কেবল আমি আপনার কাছে ধরা পোড়ে লোকের কাছে পরম সাধু হয়ে আছি। হে অধর্ম্ম! তোমার দোহাই, যেন আমায় শেষ মজিও না! এখন বোতল শেষ কোরে বুড় বেটাকে নেড়েচেড়ে দেখি, বেটা ভারী ত্রপণ্ড আর ধনপিশাচ, কিন্তু আমার কাছে ওস্তাদি খাট্‌বে না।" (সুরা পান করিয়া বোতল নিক্ষেপ করা)

মদ্যপায়ী পুরুষ উল্লিখিত উক্তি কোরে পাশের এক ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে 'মশয়, আপ্‌নার মেয়েকেত এত সাধ্যসাধনা কল্লেম, এত দিলেম, তবুও তাঁর মন পাই নে, যা হবার হয়েচে, আমার এই শেষ আসা' এই কথা বল্‌লেন, তাতে গৃহাভ্যন্তরের লোক আগত ব্যক্তিকে মিষ্টভাষে বল্‌তে লাগ্‌লেন 'ও বাপু, একি উতলা হবার কর্ম্ম? 'সবুরে মেওয়া ফলে' আজ তুমি একবার দেখ আর আমায় আর পাঁচশ টাকা দাও।' গৃহস্থিত ব্যক্তির কথায় বোধ হলো সে বৃদ্ধ, সে ফোগলার মতন কথা কচ্ছিল। অভ্যাগত লোক এ কথায় জ্বোলে উঠে, 'আমি বারবার কতবার টাকা দেব, আপ্নি যে আমার সর্বস্ব ভুট কল্লেন, এইতো আপ্নাকে হাজার টাকা দিয়েচি, আবার টাকাটাকা' বলাতে বৃদ্ধ 'আরে রেখে দাও তোমার টাকা, আমার মেয়ের জন্যে ইন্দিরচন্দর তপিস্যে কর্‌চে, 'হাজার টাকা' সরোষে এই উত্তর কর্‌লে। আগত লোক তাতে 'এই নাও তোমার টাকা, তুমি বেটা যক, তোমার এ টাকা ভোগ হবে না' বো'লে ঝনাৎ কোরে টাকা ফেলে দিয়ে পাশের আর এক ঘরে ঢুক্‌লেন।

লোকটি ঘরে সেঁধিয়ে 'একি তুমি যে ভেবে সারা হলে, এই দেখ আমি তোমার বাবাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এলেম, আমার টাকার অভাব কি? তাতে তুমি রাজী হলে দুজনে তা সুখে ভোগ কোর্‌ব' বলাতে একটি তরুণী 'কেন মশয়, এত টাকা নষ্ট কর্‌চেন? বাবার যা আচে তা ভোগ করে কে? আমার সুকের কপাল নয়, তা আপ্নি কেন আনাগোনা করেন? আমি বাবা বই জানি নি, তা তাঁর

কেমন টাকার ওপর নোব, আমি এত বুজিয়েও তিনি মজাল টাকার মায়া ছাড়্‌বেন না' ললিত বচনে উত্তর কল্লেন।

নায়ক। বুঝ্‌লেম নারীর অন্তর বড় কঠিন, আমি এত খোসামোদ কোরেও তোমায় পাই না, সত্যি কোরে বল তুমি কেন বিয়ে কর্‌তে রাজী নও? আমায় দেখে তোমার পছন্দ হয় না বটে, আমার দোষের মধ্যে আমি কুৎসিত, আমার রূপ নাই বটে কিন্তু গুণ আচে, পুরুষের গুণই রূপ।

যুবতী। আমি আপ্নার কাছে কিছু নুকুচ্চি নি, সত্যিই বল্‌চি আমি এখন বিয়ে কর্‌ব না, তবে বাবা টাকা পেলে ভুলে যান, 'আমি তাঁর কতা কাটাতে না পেরে, আপ্নার সঙ্গে কতা কই, তাতে আমাকে বারেবারে নজ্জা দেওয়া কি আপ্নার উচিত?

নায়ক। আমি আসাতে তোমার কি অলাভ হচ্চে, আমি যদি মন্দ লোক হতেম তা হলে তোমাকে জোর কোরে নিয়ে যেতে পার্‌তেম।

যুবতী। কার সাদ্দি প্রাণ থাক্‌তে আমার ওপর জোর করে, মনে কর্‌বেন না আমাদের কেউ রক্ষক নেই, আমায় অপমানের কতা কবেন না, ভাল চানতো মানেমানে বিদেয় হোন, কোন্ আক্কেলে আমার কাচে আসেন।

নায়ক। আমিত কিছু মন্দ কথা বলি নাই, তাতে তোমার রাগ কেন? আমি তোমার সঙ্গে অব্যবহার করি নাই, কোর্‌বও না।

যুবতী। আপ্নি এই হীরের কন্টি কোতায় পেলেন? বাবা বোল্‌লেন যে, তিনি এ ছড়া নীরদ চন্দ্রকে বেচে ছিলেন।

নায়ক। নীরদ চন্দ্রের মতন কি আর কারু এমন হীরের কণ্ঠি নেই? তোমার বাবা পাগল, কোন্ কালে কি কণ্ঠি বেচে ছিলেন বোলে সেই ছড়া কি এই? তুমি এই কথায় আমার ওপর সন্দ কোরে পেছুচ্চ, তোমার সঙ্গে কি ভাঁড়াভাঁড়ি, তুমি আমার প্রাণের বাড়া, হাজার দুরছাই কর, তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে

পারি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি যে, এই হার আমার। (ঢোলে পোড়ে গাত্রে হস্ত প্রদান)

'কি তোমার এত বড় আস্পদ্দা আমার গায়ে হাত দাও' যুবতী সরোষে এই বোলে কাঁদ্‌তে ২ ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করেন, তাতে নায়ক তাঁর পায়ে ধোরে, বিস্তর মিনতি কোরে 'আমার ঘাট হয়েচে, আমায় মাপ কর, তুমি যদি আমার কথা রাখ, তবে আমি সব ভেঙ্গে বলি, দিব্বি কর, যে, আমি যদি তোমার যোগ্য হই, তবে আমায় বিয়ে করবে' বোলে যুবতীকে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে শান্তনা করতে চেষ্টা করেন, যুবতী শান্তা হন না, নায়ক তাতে আপনাকে অনেক তিরস্কার কোরে সকাতরে যুবতীকে পুনঃপুনঃ মিনতি করাতে যুবতী রহস্য শুনিতে কৌতুকাবিষ্টা হয়ে তাঁর নিকটে এই মাত্র অঙ্গীকার কর্‌লেন, 'যে আপ্নি উপযুক্ত পাত্তর হলে, আর সব কতা ভেঙ্গে বোল্‌লে বাবাকে তুষ্টু কর্‌বার জন্যে আপ্‌নার কতায় আমি রাজী হব' নায়ক শুনে 'আমি যা বল্‌চি তা যেন কখন প্রকাশ না হয়' বোলে যুবতীকে বচনবদ্ধা কোরে পশ্চাৎ অদ্ভুত আখ্যান প্রকাশ কর্‌লেন,—

'নব মালিকে ! এই হার নীরদ চন্দ্রের বটে, তাঁর কাছে অনেকগুল বেলেল্লা, গোমূখ্যু, লোক যুটে ছিল, তাতে ক্রমে মদে, রাঁড়ে, বদ্ খরচে, তাঁর বিষয় যাবার সূত্র হচ্ছিল। আমি তাঁর ভাল বই মন্দ করি নাই, তিনি যখন যা হুকুম কোরেচেন আমি কষ্ট সহে, এমন কি, একএক সময় না খেয়ে সে সমস্ত কর্ম্ম কোরে দিয়েচি, তাতে লাভের মধ্যে তাঁর ইয়ারদের কাছে অপমান পেয়েচি। বাবু আমার দুঃখে খুশী হতেন। ছেলে বেলায় আমি কিছু দুরন্ত ছিলেম, অন্য ছেলের জিনীস ভুলিয়ে নেওয়া, আর তাদের নামে মিছামিছি ঠক লাগান আমার অভ্যাস ছিল, তার দরুণ, আর আমার কদর্য্য চেহারাতে কোরে, বাবা আমাকে দুচোখের বিষ দেখ্‌তেন, আর দুরছাই বই বল্‌তেন না। তিনি আমাকে বিনা দোষে কতবার কত যে ভৎর্সনা

কোরেচেন, কত মেরেচেন, তা বল্‌তে পারি না। এক দিন গোটাকত ব্যাদ্‌ড়া ছেলে আমার নামে মিছামিছি চুরির বদ্‌নাম দিয়ে চৌকিদারকে নিয়ে আসে, বাবা কোন তদারক না কোরে তাদের কথায় বিশ্বাস কোরে আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আমি সেই তক্কে এক চোঁচা দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়ে গিয়ে এদোরওদোর কোরে ভিক্ষা কোরে কাল কাটাই, পরে বিরূপ বাবুর অনুগ্রহে খাইদাই আর অর্ণেমেণ্টাল্ সেমিনরি স্কুলে পড়ি, সেখানে বিরূপ বাবুর সুপারিসের জোরে আমি বাংলা লিখে একটি বিশেষ পুরস্কার পাই, আমার লেখার চেয়ে আর এক জন ছোকরার লেখা ভাল হয়ে ছিল, উচিতমতে সেই পুরস্কার পেত। ছেলেবেলা বাপের এই ব্যবহার—ছোঁড়াদের আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া—স্কুলের এই বিচার, আর নীরদ চন্দ্রের এই ধর্ম্ম দেখে আমার রাগ বর্দাস্ত না হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যে, নীরদের সর্ব্বনাশ কোর্‌ব, কি তাঁর ইয়ারদের তাড়াব। পরমেশ্বর আমায় কুৎসিত কোরেচেন এতেও তাঁর আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাচ্চে, আমি পাপী, তাঁর মহিমা কি বুঝ্‌ব! নীরদের ইয়ারদের মধ্যে হেমাঙ্গ আর বাদসাইকুড়ে তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। আমি একে সুন্দর লোককে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তাতে হেম সেই রূপের জন্যে নীরদের চোখে লেগে সকলের চেয়ে প্রিয় হলো, বাদসা আমার সঙ্গে বিশেষ খুনসুড়ী কোর্‌ত। হেম, নীরদের বৈঠকখানায় শুত। ছেলেবেলা অব্‌দি আমার ফিচেল বুদ্ধি, আমি বুদ্ধির জোরে মোম পাকিয়ে নীরদের আল্‌মারিবাক্সর কলের নালীর ছাঁচ তুলে সেই ছাঁচের গর্ত্তে সীসে ঢেলে তা থেকে আবার লোহার চাবী বানাতেম, সে সব চাবী কলে ঠিক লাগ্‌ত। আমার শরীর খাট, তাতে আমি ঝরকা গোলে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত যেতেম—সময় বুঝে এমন সাবধানে ঘরে ঢুক্‌তেম যে কেউ টের পেত না। মোমের দরুণ চাবী ছাড়া আমি বাজার থেকে অনেক চাবী আর ছুতরের, কামারের, আর চোরের যন্ত্র

সংগ্রহ কোরে ছিলেম, মোমের চাবী তয়ের করা আমি এক দাঁতের ডাক্তরের কাছে শিখে ছিলেম, এ সকলেতে কোরে আমি নীরদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে লাগ্‌লেম। একদিন হেমের ডেস্ক থেকে টাকা বেরুল, আর একদিন নীরদের স্ত্রীর গহনা হারাল, নীরদ এতেও হেমকে অবিশ্বাস করেন না। আমি এক দিন নীরদের বাড়ীর বাগানের গাছ বেয়ে তাঁর শোবার ঘরে সেঁধিয়ে তাঁর স্ত্রীর একখান লেখা কাগজ নিয়ে আসি, আর, আর এক দিন সেই ঘরে একখান বোয়ের ভেতর একখান চিটী রেখে আসি। আমি লেখা জাল কর্‌তে পারি, তাতে আমি ঐ চিঠীতে নীরদের স্ত্রীর নামে শিরনামা দিয়ে হেমের নামে সই করি। হেমেতে আমাতে একদিন নীরদের কাছে থেকে যেমন উঠে আস্‌ব, আমি অম্নি হেমের গায়ের পাশ দিয়ে একখান চিঠী নীরদের কাছে বেমালুম্ ফেলে দিলেম, চিঠীতে নীরদের স্ত্রীর লেখা কবিতা ছিল, আমি তাতে তাঁর নাম সই কোরে হেমের নামে শিরনামা লিখে ছিলেম। নীরদ অবশ্য ঐ চিঠীদুখান দেখেচেন নইলে তিনি হেমকে এত কষ্ট দিতেন না।' হেথায় নায়ক মদ্যভরে প্রমত্ত হয়ে নবমালিকার সঙ্গে হাস্যকৌতুক কর্‌লে নবমালিকা 'অমন কল্লে এখনি চোলে যাব' সরোষে বলাতে রসিক রসিকতা ছেড়ে মন খুলে পুনশ্চ বল্‌লেন, 'আমার ফিকিরে হেম আর বাদসার কাছ থেকে জিনীস বেরুল, তাতে হেম বিনা দোষে কয়েদ হয়, আর বাদসা ফিকির কোরে বেকসুর খালাস পায়, কিন্তু আমি ড্যাংড্যাং কোরে বেড়াচ্চি, সৃষ্টির এমন বিচার নইলে তোমার বাপ এত সিয়ান হয়ে বুড় বয়েসে চোরাইমাল কিন্‌বেন কেন, এখন ভাল মানুষের কাল নেই—সেই অবদি নীরদের ইয়াররা দূর হয়েচে, তাতে আমি তাঁকে গ্রহ থেকে মুক্ত কোরেছি, এখন বুঝে চলেনত বিষয় বজায় থাকে। কিন্তু এখনও আমার সকলের ওপর, আর, সকলের চেয়ে হেমের ওপর বিষম রাগ যায় নাই, বাগে পেলে তাকে খুন করি।'

এই কথা না শেষ হতেহতে সেই পথের ঘরে দড়াম কোরে শব্দ

হলো, বুড় 'ওরে মাল্লেরে, কাট্‌লেরে' চিৎকার কোরে উঠ্‌ল, নায়ক দ্বীপ হাতে কোরে সেখানে উপস্থিত, আর সেই তিন জন আগন্তুলোকের মধ্যে সেই অসুরঅবতার, হস্তস্থিত এক ক্ষুদ্র লাণ্ঠানের আলো বার কোরে 'এই লাও তদের ছাবাল' বোলে মুমুর্ষু যুবাকে দেখিয়ে দিলে ; আর সেই দণ্ডে সেই অধিক বয়স্ক গুপ্তচর, দীপধারী নায়কের হাতে ধোরে যুবাকে কোলে তুলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বল্‌লে 'বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কি এত যন্ত্রণা লিখে ছিলেন।' এ দিকে ঘরের বুড় পুঁজীপাটা ছেড়ে লাঠি ধোরে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখ্‌চে—নবমালিকা জল এনে মূর্চ্ছিত যুবার মুখে জল সেচন কর্‌চেন আর বাতাস দিচ্চেন, —দীপধারী নায়ক চিৎকার কোরে হাতের দীপ ফেলে যেন কেউটে সাপ দেখে ভয়ে কাঁপ্‌চেন—তাঁর নিকটে গুপ্তচরদের মধ্যে তরুণ, ঘূর্ণায়মান অরুণ-লোচনে ওষ্ঠ প্রকম্পিত কোরে সেই নায়ককে দেখে ক্রোধে ফুল্‌চেন—বীর পুরুষ রঙ্গভূমির এই রঙ্গ দেখে খিল্‌খিল্‌ কোরে হাস্‌চে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম

'যত হাসি তত কান্না' কথাটি রামস্মন্না (রাম স্মরণ) বোলে গেছে, রামস্মন্না মিছেরাম স্মন্নার মাসতুত ভাই, আমি তাঁর সবেমাত্র শিষ্য, তাতে গুরুশিষ্যের সুবাদ বোলে বাবুরা যেন আমায় নিতান্ত মিথ্যাবাদী না ঠাওরাণ। আমি গত পরিচ্ছেদে ভিক্ষারী যুবার দুঃখে কেঁদে শেষে অসুরের খিলখিল্ হাসিতে তাহা পর্য্যাপ্ত করিছি, কিন্তু তার শেষটা বাকী রয়েচে, এতে ভয় হয়, পাছে পাঠক মশয়রা আমার 'বজ্র আঁটুনিতে' 'ফস্কা গেরো' বার করেন, কি তাঁরা 'সাত কাণ্ড রামায়ণ পোড়ে সীতে কার 'বোনাই' বোলে বসেন।

একজন মাতাল 'মোট্‌রো ফোট্‌রোর' গল্প বল্‌তেবল্‌তে রাস্তায় চোলে যায়, হাটের মেড়ারা আর দুএকটা বিচ্ছুগোচ ছেলে তাকে ঘিরেছে। মাতালের মন, সে গল্প বল্‌তে বল্‌তে গল্পের আগাগোড়া ভুলে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'দেখ একবার কল্পতে দেরপোদীতে পীরিত বেঁধেচে।' একথায় রাস্তার সালিসিরা 'মোট্‌রোফোট্‌রোর কতা কি হলো' জিজ্ঞেস করাতে মাতাল খেঁকী কুকুরের মতন তেড়ে এসে তাদের বল্‌তে লাগ্‌ল 'আরে ও কতা নয়—তোর-বা বুজ্‌তেই পারিস নি, একবার কল্পতে দেরপোদীতে পীরিত বেঁধে ছেল, এ ওকে না দেক্‌লে থাক্‌তে পারে না, ও তাকে না দেক্‌লে থাক্‌তে পারে না, এখন দুজনের নিকে কোত্তে সাদ গেচে। কুন্তী তাতে রাজী, হাঁ বাব্‌বা, বুড়ী মাগীর পুরোণ রস মোনে পোড়েচে। কুন্তী যদি রাজী, তো বেটীর বেটারাও রাজী, কল্প বেটার আস্বা বেড়েচে, এমন সময় একটা ঝড় এসে তাদের সবগুণকে ভাসিয়ে নে গেল।' মাতালের এই গল্প শুনে রাস্তার মজ্‌লিসি লোকেরা হেসে খুন, একটা ভ্যাবাগঙ্গারাম ছেলে 'ঝড়ে তো ভেসে গেল, তার পর কি হলো' বোলে মাতালকে

পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল, মাতাল তাতে চোটে উঠে 'তার পর তোর গুষ্টির মাতা হলো' বোলে ছেলের আক্কেল গুড়ুম্‌ কোরে চোলে গেল। মাতালত গল্পের চুড়ান্ত কোরে, ঝড়ে ভাসিয়ে লোক হাসিয়ে গেল, আমারও বা তাই হয়! আপনারা ব্যস্ত হচ্চেন, আমারও গল্পের শেষ ঘুণিয়ে এসেচে।

ক্ষুধায় কাতর, গুপ্তচরের কথায় কৌতুহলাক্রান্ত—অবশেষে দৈবাধীননিবন্ধন মূর্চ্ছায় ধরাশায়ী যুবা গল্পের নায়ক হেমাঙ্গ বসাক। তিনি জেল হতে মুক্ত হয়ে পেটের দায়ে পর্য্যটন কর ছিলেন। নবমালিকার শুশ্রূষায় তাঁর সংজ্ঞা লাভ হলে, আর মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁকে সুস্থ করালে হেম, অধিকবয়স্ক গুপ্তচরকে দেখে তাঁর গলা জড়িয়ে 'খুড় মশয়, আমাদের অদেষ্টে কি এই ছেল' বোলে কাঁদ্‌তে লাগলেন, তাতে লাঞ্ঠানধারী বীর ফের খিল্‌খিল্‌ কোরে হেসে বল্লে 'আমি ত্যাখুনি সম্‌জে ঠ্যাওরে দিল, এই লাও তদের ছাওয়াল, ও তোর স্যাই ব্যানামা ভেয়ের পুৎ, হাপসীমাদোর কারে লা চ্যানে, অরা স্যাই বোক্‌নাপেইবীর ঘোরে থ্যাক্‌তো'। সেই বীর স্বয়ং হাপসীমাধাই, সে লম্বায় চার হাত কেঁদো জোয়ান, তার প্রকাণ্ড শরীর, প্রচণ্ড স্বভাব ও নিঃশঙ্ক অন্তর। তার চোকদুট জবা ফুলের মতন লাল—নাকটা এক থাবায় ধরে না—গালে চাঁপদাড়ি ঝুল্‌চে—হাতের গুলিগুণ ডাবের মতন বড় আর তা ভাঁটার মতন শক্ত—বুকের ছাতি যেন দুপাশে দুই পাহাড়, তাদের মাঝে যেন একটা খাল পোড়েচে, পাদুটা বোধ হয় যেন এক বাঁওয়ে আঁকড়ে পাওয়া যায় না—হাতের আঙ্গুলগুল যেন একএকটা কলা—শরীর যেন বজ্রের মতন নিটুটশক্ত, একুনে সে একটি মুষ্ক জোয়ান। হাপসীর মাথায় কেতাদার পাগ বাঁধা, ব্রাউন্‌ হলাণ্ডের একটি পিরাণ গায়ে, কোমরে রুমাল বাঁধা, আর এক জোড়া বৃহৎ বুট জুতা পায়ে। হাপসী, লোকের দুঃখে কাতর নয়, সে শোকতাপ অগ্রাহ্য করে, বিশেষ, সে স্বকার্য্য উদ্ধার কোরে খুশী হয়েচে, সে সময়েসময়ে সংকীর্ণ ইতরভাষা ব্যবহার করে।

রঙ্গস্থলে গুপ্তচরদের সমাগমের কারণ এই যে, নীরদ চন্দ্র বাদসাকে সমস্ত চুরির মূলাধার জেনে তার নিগূঢ় তত্ত্ব জন্য হাপসীর উপর ভার দিয়ে ছিলেন। হাপসী চোরবদমাইসের সর্দ্দার, গুলজার নগরের চোরদের যত হুদ্দ আচে সে তাদের কর্ত্তা, তার পাল্লায় কাফ্‌রী, সারেঙ, পাঠান, হাপসী, খোট্টা, ও বাঙ্গালা চোর বিস্তর আচে। সে নীরদের কার্য্যোদ্ধার জন্যে নগরের চারদিকে চর রেখে সন্ধান কোরে বেড়াচ্চে, তাতে সে এক দিন বৃদ্ধর কাছে চোরাই মাল বিক্রয় করতে এসে তথায় চোরের সমাগম টের পায়, বৃদ্ধর ঐ ব্যবসা। হাপসী তদবধি চোরের পেছনে ঘোরে, এ দিন সে নীরদ আর হেমের খুড়র সঙ্গে কাণাড়ে হয়ে আচে। একজন লোকের মিথ্যাপবাদে খুড়র কর্ম্ম যায়, লোকের অব্যবহারে নিরুপায় হয়ে, তিনি তাঁর ভ্রাতার অন্বেষণ কর্‌ছিলেন, তাতে হাপসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি ভ্রাতার শেষদশার গতি আর ভ্রাতষ্পুত্রের দুর্গতি শুনে লোকের ওপর চোটে, আর হাপসীর ফোস্‌লানিতে, তিনি তার দলভুক্ত হয়েচেন। গুপ্তচরদের মধ্যে তরুণটি স্বয়ং নীরদচন্দ্র, আর চোরের অগ্রগণ্য, ধূর্ত্তশিরোমণি, প্রেমাভিলাষী নায়ক আচাভূয়া ডাঁশ। তার ফন্দী —তার চাতুরী কত দূর আশ্চর্য্য? তার হৃদয়ই বা কি কঠিন? তার শঠতায় কত লোক কি মনস্তাপই পেলেন? ফলতঃ অধর্ম্মের ফল আছে! 'সাত দিন চোরের এক দিন সেধের'—আচার এত সাবধানে—বিষ্‌মার্কের অপেক্ষা কৌশলেও সে হাতেহাতে ধরা পোড়্‌ল। যদিও তার ঘৃণিত উপায়ে নীরদের সুবুদ্ধি লাভ হয়েচে, কিন্তু সার বিবেচনায় এত লোককে অন্যায় কষ্ট দিয়ে এক জনের ভাল করা সুযুক্তি নয়, বিশেষ, আচা নির্লোভ নয়, সে নিজ অসৎপ্রবৃত্তি ও সঞ্চিতক্রোধ শান্তির জন্য এত দুষ্কৃতি কোরে তা ঢাকবার জন্যে নবমালিকার নিকট সে নীরদের হিতকারী বোলে পরিচয় দিয়েছে।

এখন একটী গুরুতর সমস্যা আছে, আচাভূয়াকে দেখে হেমের খুড় দুঃখিত হলেন কেন? যিনি হেমের খুড় তিনি আচারও খুড়,

আর আচা হেমের জ্যেষ্ঠ সহোদর। হেমের পূর্ব্ব পরিচয়ে প্রকাশ আছে যে, তাঁর মাতার আক্ষেপোক্তিতে তাঁর বোধ হয়ে ছিল যে, তাঁর ভাই ছিল, তাঁর মাতা সে বিষয় গুপ্ত রাখেন। হেম আচার গৃহনির্ব্বাসের পরে জন্মে ছিলেন, সুতরাং তাঁরা পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ জানেন না, বিশেষতঃ তাঁদের পিতা ঋণের জ্বালায় স্বনাম 'মনসারাম' বোলে পরিবর্ত্তন করায় হেম যদিও আচার কৌতুক নিবারণার্থে তাঁকে পিতামাতাব অনেক সন্ধান বোলেচেন তথাপি আচা তাঁর জ্ঞাতিত্ববিমূঢ় ছিলেন। তার অপর কারণ এই যে, হেম দৈবনির্ব্বন্ধে তাঁদের পরিবারের মধ্যে সুরূপ ছিলেন, আর আচার অবিদ্যমানে তাঁব জন্ম হওয়াতে আচা তাঁকে জানত না।

হেথায়, নীরদ চন্দ্র রোষপরবশে তর্জন গর্জন, চক্ষু ঘুর্ণায়মান, ও দন্ত কড়মড় কোরে আচাভূয়ার বাহ্বাকর্ষণ করতঃ তাকে মুষ্টাঘাত করতে উদ্যত। আচার খুড় তাঁকে অশেষ মিনতি কোরে ক্ষান্ত করলেন, পরে তাঁর দ্বারা আচার সঙ্গে হেমের সুবাদ প্রকাশ হলে হেম, নীরদের স্থানে তার নিস্তার প্রার্থনা করলেন। নীরদ হেমকে পূর্ব্বে যেমন স্নেহ করতেন, তাতে তাঁর অকারণ যন্ত্রণায় তিনি সন্তাপিত হয়ে হেমের অনুনয়ে আচাকে ছেড়ে দিলেন। আচা দণ্ডভয়ে কিছু টাকা ভিন্ন সমুদয় দ্রব্য প্রত্যর্পণ করলে, তাতে হেমের অনুরোধে নীরদ চন্দ্র তাকে কিছু দিতে সম্মত হলেন, আচা তা না নিয়ে চোলে গেল। এদিকে নীরদ চন্দ্র হেমকে নবমালিকার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কোরে বৃদ্ধকে অনুরোধ করাতে বৃদ্ধ দুহিতাকে হেমের হস্তে সম্প্রদান করতে সম্মত হলেন, দৈবনির্ব্বন্ধে বৃদ্ধও তাঁতি ছিলেন, নবমালিকার মনোহর রূপ—মৃদু মধুর বাক্য. সুশীল প্রকৃতি—করুণ হৃদয়—আর নিষ্কলঙ্ক চরিতে হেম যদিও ভুলে গেলেন, তথাপি, আচার নিকটে তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ কোরে তাঁকে আচাকে বিবাহ করতে বল্লেন, তাতে নবমালিকা লজ্জাবনতবদনে, 'আমি তাঁর কাছে কেবল এই স্বীকার কোরিচি যে, তিনি যদি উপুযুক্ত পাত্তর হন তবে বে

কোর্‌ব, তা তিনি যেম্নি উপুযুক্ত পাত্তর তা আপ্‌নারা তো জানেন, আমি তাঁকে মনের সহিত ঘেন্না কোরি’ উত্তর কবাতে সকলে তাঁর কথা শুনে আহ্লাদিত হলেন। পরে নীরদ চন্দ্র নবমালিকাকে নিজালয়ে লয়ে গিয়ে মহা সমারোহে তাঁর সঙ্গে হেমের বিবাহ দেওয়ালেন। ঐ বিবাহতে তাঁতিগোছ কায়স্থের, আর কায়স্থগোছ তাঁতির একজাই হয়ে ছিল।

আচা যে টাকা ও অলঙ্কার নবমালিকার পিতাকে দিয়ে ছিল, নীরদ তার কিছুই ফিরে নিলেন না, বরঞ্চ নবমালিকাকে প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিতা কোরে তাঁদের অবস্থানের জন্যে একখান বাড়ী কিনে দিলেন। নীরদ আচাকে ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পরে তার ভয়েই হউক কি পৃথিবীর প্রতারণা দেখেই হোক্, অথবা প্রাণের সখেই হোক, বাড়ীঘর মায় মুড়ী খেংরা গাছটা বিক্রি কোরে ব্রহ্মপ্রদেশে বাস কর্‌লেন। এর মধ্যে নবমালিকার পিতার পরলোক হলে হেম তাঁর সঞ্চিত ধন নিয়ে নীরদ চন্দ্রের অনুরোধে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বরমায় বাস কোরেচেন। সে দিন আমার কাছে একখান ডাকের চিটী এসে ছিল, তাতে হেম লিখেচেন যে, ‘মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের মায় রামপাখীটির সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ।’ হেম খুড়কে কাছে রাখতে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে কুষ্মাণ্ড খুড় রাজী হলেন না।

এদিকে হাপসীমাধাই চুরি, ডাকাতি, খুনেতে, গুলজ্‌ার নগর কাঁপিয়ে দিয়ে, আচাভূয়া আর আচাভূয়ায় হরির খুড়কে হস্তগত কোরে ঐ লক্ষ্মীছাড়া নগর ছেড়ে অপার পারাবারে বোম্বেটেগিরি কোরে বেড়াচ্চে। এই বার্ত্তা শুনে তাদের সঙ্গে কম্পিট্ কোর্‌তে বাদসাইকুড়ে আর চৈতন্যফক্কা পরস্পর বৈরভাব ত্যাগ কোরে তথায় গিয়েচেন। ভেড়াকান্ত নাগ, কিছু দিন হলো খেতে না পেয়ে শিঙয়ে ফুঁকেচেন, বকনাপীয়ারী সে বছর কার্ত্তিকের ঝড়ে ঘর চাপা পোড়েচে, আর আদি কর্ত্তাভজা সভার সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে

হুটুমগোঁসাই দলবলসুদ্ধ রিফর্‌মেশন জন্যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্চেন। কেবল সোণারচাঁদ উকীল তাঁদের সঙ্গে ভাসেন নাই, তিনি লোক হাসিয়ে উকীল গিরি কোরে লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌চেন। গুল্‌জার নগরের চিত্র হেথায় মেড়ো পড়ল, আমি এইখান থেকে পয়ে আকাব দিলেম, আমাকে আর কখন ধরতে পারেন তখন গাল গল্প কর্‌ব।

সমাপ্ত।

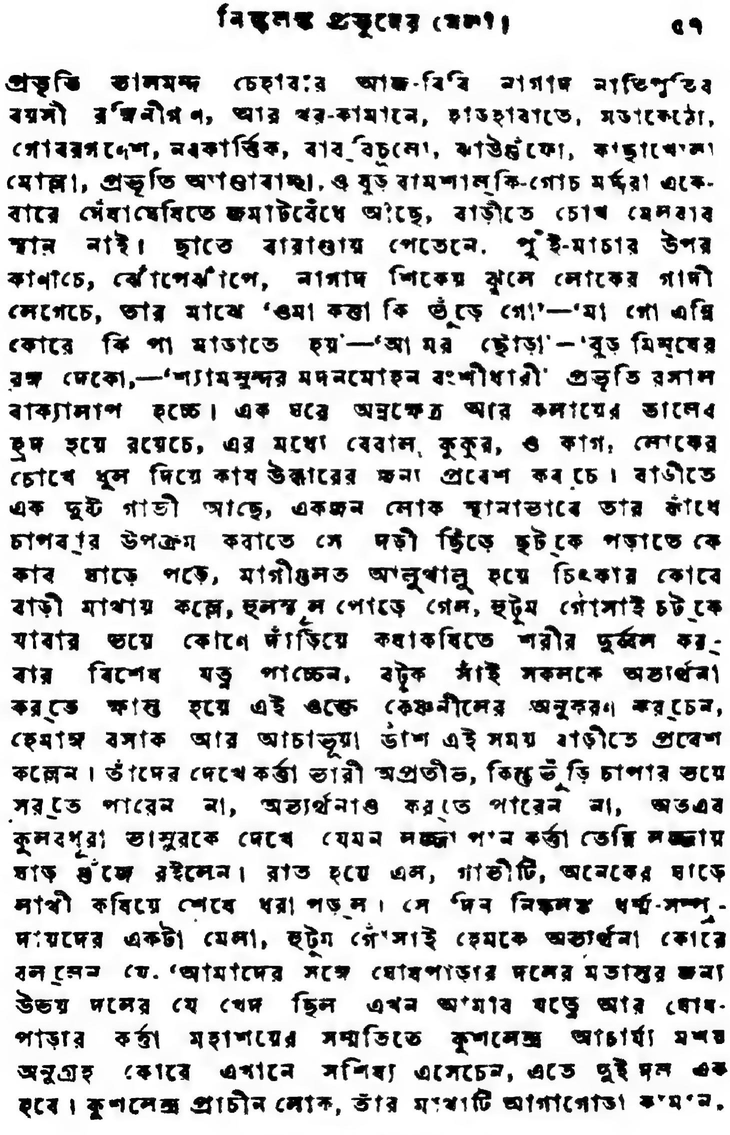

নিষ্কলঙ্ক প্রভুদের মেলা। ৫৭

প্রভৃতি ভালমন্দ চেহারার আজ-বিবি নাগাদ নাড়িপুঁতির বয়সী রঙ্গিনীগণ, আর ধর-কামানে, চাডহাবাতে, সভাকেঠো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাবুবিচুনো, ঝাউহুঁকো, কাচ্চাখেকো মোল্লা, প্রভৃতি আণ্ডাবাচ্চা, ও বুড় বামশালকি-গোচ মর্দ্দরা একেবারে ঘেঁষাঘেঁষিতে জমাটবেঁধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাণ্ডায় পেতেনে, পুঁই-মাচার উপর কাণাচে, ঝোঁপেঝাঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে 'ওমা কত্তা কি ভুঁড়ে গো!'—'মা গো এম্নি কোরে কি পা মাড়াতে হয়'—'আ মর ছোঁড়া'—'বুড় মিন্‌সের রঙ্গ দেকো,—'শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশীধারী' প্রভৃতি রসাল বাক্যালাপ হচ্চে। এক ঘরে অন্নক্ষেত্র আর কলায়ের ডালের হুদ হয়ে রয়েচে, এর মধ্যে বেরাল, কুকুর, ও কাগ, লোকের চোখে ধুল দিয়ে কায উদ্ধারের জন্য প্রবেশ কর্‌চে। বাড়ীতে এক দুষ্ট গাভী আছে, একজন লোক স্থানাভাবে তার কাঁধে চাপবার উপক্রম করাতে সে দড়ী ছিঁড়ে ছুট্‌কে পড়াতে কে কার ঘাড়ে পড়ে, মাগীগুলত আলুথালু হয়ে চিৎকার কোরে বাড়ী মাথায় কল্লে, হুলস্থূল পোড়ে গেল, হুটুম গোঁসাই চট্‌কে যাবার ভয়ে কোণে দাঁড়িয়ে কথাকথিতে শরীর দুর্ব্বল কর্‌বার বিশেষ যত্ন পাচ্চেন, বটুক সাঁই সকলকে অভ্যর্থনা কর্‌তে ক্ষান্ত হয়ে এই ওক্তে কেঞ্চনীদের অনুকরণ কর্‌চেন, হেমাঙ্গ বসাক আর আচাভূয়া ডাঁশ এই সময় বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন। তাঁদের দেখে কর্ত্তা ভারী অপ্রতীভ, কিন্তু ভুঁড়ি চাপার ভয়ে সর্‌তে পারেন না, অভ্যর্থনাও কর্‌তে পারেন না, অতএব কুলবধূরা ভাসুরকে দেখে যেমন লজ্জা পা'ন কর্ত্তা তেম্নি লজ্জায় ঘাড় গুঁজে রইলেন। রাত হয়ে এল, গাভীটি, অনেকের ঘাড়ে লাথী কষিয়ে শেষে ধরা পড়্‌ল। সে দিন নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দের একটা মেলা, হুটুম গোঁসাই হেমকে অভ্যর্থনা কোরে বল্লেন যে, 'আমাদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার দলের মতান্তর জন্য উভয় দলের যে খেদ ছিল এখন আমার যত্নে আর ঘোষপাড়ার কর্ত্তা মহাশয়ের সম্মতিতে কুশলেন্দ্র আচার্য্য মশয় অনুগ্রহ কোরে এখানে সশিষ্য এসেচেন, এতে দুই দল এক হবে। কুশলেন্দ্র প্রাচীন লোক, তাঁর মাথাটি আগাগোড়া কামা'ন,

মূল সংস্করণের একটি পৃষ্ঠা

কেদারনাথ দত্ত যৌবনে

টীকা ও শব্দার্থ

মক্কা পাবার—মরে যাবার

অঞ্জন—কাজল, কালি

অণ্ডরটেকর—শবযাত্রার ব্যবস্থাকারী

অং—রথ

অননুয়—অনুনয়, প্রাথনা

অবগুণর্ঠ—অবগুণ্ঠন

অমরকোষ—অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান ; আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত ।

অরগুণ নেই বরগুণ—ভালো গুণ নেই, আছে খারাপ গুণ ।

অরফিয়স—Orpheus গ্রীক পুরাণে বর্ণিত কবি ও সংগীতশিল্পী, যাঁর সংগীতে গাছপালা, পাহাড় পর্বত পর্যন্ত মোহিত হয়ে যেত ।

অর্ণেমেণ্টাল্ সেমিনরি স্কুল—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুল

অর্শায় না—বর্তায় না, স্পর্শ করে না, Does not vest

অষ্টমীর পাঁঠা—যে পাঁঠা বলির জন্য প্রস্তুত

অষ্টরম্ভাভবিষ্যতি—সামনে ব্যর্থতা

অসইরণ—বিস্মরণ, ভুলে থাকা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব

অসিকতা—রসিকতা

আখোজ—আখজ, বিদ্বেষভাব, শত্রুতা

আগন্তুলোকের—আগন্তুকদের

আঁচ্‌চি—আন্দাজ করছি

আচাভুয়া—কিম্ভুতকিমাকার, অদ্ভুত

আঁটত না—কুলোত না

আটা—মনঃসংযোগ

আড়ন—আড়ং, আড্ডা, গোলা, গঞ্জ, হাট

আতু আতু—কুণ্ঠা

আঁদাড়ে পাঁদাড়ে—ঝোপে জঙ্গলে, খানা খন্দে

আদিক্ষেতা—আদিখ্যেতা, ন্যাকামি

আপ্নি আর কোপ্নী—আপনি ও কৌপীন, অর্থাৎ শুধুই নিজের কথা, স্বার্থপর

আময়দা—প্রচুর, অপরিমিত

আম্বা—ব্যঙ্গার্থে : রস হয়েছে, তেল হয়েছে, ধনগর্ব, আস্ফালন

আমীর খাঁ—আফগান উপজাতি বংশে ১৭৭৬ খ্রীঃ জন্ম। অ্যাডভেঞ্চারার। যশোবন্ত হোলকারের সেনাবিভাগে চাকরি। যশোবন্তের মস্তিষ্ক বিকৃত হলে রাজ্য অধিকারের চেষ্টা। যোধপুররাজকে হত্যা। পিণ্ডারী দস্যুদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুণ্ঠন। হেস্টিংস কর্তৃক

টংকের নবাব হিসাবে স্বীকার করা এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, আমীর খাঁকে দস্যুদল ভেঙ্গে দিতে হবে।

আরগণ্ড—Organdie. সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, অ-মোলায়েম মস্‌লিন

আর্গিণ—অর্গ্যান

আলটপ্‌কা—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত

আলেক—অলখ থেকে, ঈশ্বর যিনি অদৃশ্য

আশাবাই—প্রবল আশা

ইণ্টারপুটুর—Interpreter. দোভাষী, ব্যাখ্যাতা

ইন্দিরচন্দর—ইন্দ্র চন্দ্র

ইয়ারী চিৎকার—ইয়ার্কী করে চীৎকার

ইলা, ইল—মনুর বরপুত্র, সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত। অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করায় নারী হন। শিব আরাধনায় তুষ্ট হয়ে একমাস নারী ও একমাস পুরুষ হবার বর দেন।

ইষ্টিকিং—মোজা, stocking

ইস্‌পিচ্—বক্তৃতা, speech

ইস্প্রিংয়ের জুত—যে জুতার দু'পাশে খানিকটা জায়গা কেটে মোটা ক্যানভাস সেলাই করা থাকত। এর ফলে স্প্রিংয়ের মতো কিছুটা আরাম পাওয়া যেত।

উচক্কা—উঠ্‌তি

উট্‌কে—খোঁজাখুঁজি করে

উড়র হোর্‌রা—বাতাসে হুঙ্কারের শব্দ, (হর্‌রা=যুদ্ধনাদ)

উড়িষ্যার মহামরক—১৮৬৬-৬৭-র দুর্ভিক্ষের পরে উড়িষ্যায় যে মহামারী দেখা দেয়।

উদোম্যাদা—নির্বোধ, হাবাগোবা

উলুবুনো—নির্বোধ গেঁয়ো লোক

ঋক্ষরাজ—জাম্বুবান, সুগ্রীবের মন্ত্রী

একঘ্নী—কর্ণের এক বিশেষ বাণ যা নিশ্চিৎ শত্রুর মৃত্যু ঘটাত

একজাই—একজোট

এঁবো—এবড়োখেবড়ো, উঁচুনীচু, অসমতল

ওক্তে—সময়ে

ওগায়রহ—ইত্যাদি

ওয়াক্তে—সময়ে

ওয়াস্তা—সম্পর্ক, সম্পর্কে

ওরাংজেব—ঔরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭), ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট

ওল্কামুখ—যার মুখ উল্কার মতো. উনুন মুখো

ওসার—পরিসর

কড়্‌কানো—ধমকানো, তাড়না করা

কন্ন—কর্ণ

কর্তাভজা সম্প্রদায়—প্রতিষ্ঠাতা সাধক আউলচাঁদ (১৬৯৪-১৭৭০)। বৈষ্ণবধর্মের শাখা। এই সম্প্র-

দায়ের বিশ্বাস ‘গুরু সত্য’, অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি গুরু।

কল্লামি—ঝগড়াঝাঁটি করা, নষ্টামি

কলের জল—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কলের জল সরবরাহ করবার কাজ শুরু হয়। নিয়মিত জল সরবরাহ আরম্ভ ১৮৭০-এর প্রথমার্দ্ধ থেকে।

কসবী—বেশ্যা

কসাইটলা—পুরনো কলকাতার বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল

কাকুক্তি—কাতরতাসূচক বাক্য

কাজীহাউস—থানা, কাজীর দপ্তর

কাণাড়ে—একান্তে, যোটবদ্ধ

কারখানা—ব্যাপার, ঘটনা

কাচপ—কারচুপি, চালাকী, চাতুরী

কাদানী—বাহাদুরি

কাশী মিত্রের ঘাট—কাশীনাথ মিত্র একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরের কাশীজোড়া রাজের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর চার ছেলেকে উইল করে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক দিয়ে যান। এঁর নামেই উত্তর কলকাতার সুপরিচিত শ্মশান-ঘাট। এই ঘাটেই কাশীনাথকে দাহ করা হয়েছিল।

কাঁসারির সং—কাঁসারিপাড়ার সঙ

কিম্মৎ—মূল্য, দাম

কীলকীলি—কিলাকিলি, পরস্পরের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত

কুচনিপাড়া—বেশ্যাপল্লী

কুচ্ছ—কেচ্ছা, অপবাদ

কুট্‌কচালে গোলমেলে

কুটেরা—কেরানীরা

কুঁৎকে--মোটা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে

কুর্ত্তদের—কর্তাদের, ইংরেজদের

কুরুচ—তা, ডিমে তা দেওয়া

কুলের পিটে—Plum cake

কেঁত --দুম্ করে, হঠাৎ

কেতাদার—নিখুঁত চালচলন এমন, কায়দাদুরস্ত

কেঁদো – স্থূলকায়

কেঁদোকেঁদো—স্থূল ও কুশ্রী, বিশ্রী রকম মোটা

কেঁয়ে—ঝগড়াটে

কেরসাইন—কেরোসিন

কেরাঞ্চি—সাধারণের ব্যবহারের জন্য গাড়ী, ছ্যাকরা গাড়ী

কৈলে—কুল্ল বা কুল্লে থেকে, রাশি পরিমাণ

কৈলে ইষ্টিক—প্রচুর পরিমাণ ষ্টিক জাতীয় খাদ্য

কৈলে বাছুর—তিন মাসের অনধিক বয়সের স্ত্রী গো-বৎস, সদ্যপ্রসূত

বাছুর

কোড়ে-রাঁড়ী—বালবিধবা

খাত্তাই—দোষ, ত্রুটি, অপরাধ

খাতির নদারৎ—খাতির নেই

খাপ্‌চি মেরে—ইতস্তত করে

খুঁটে আঁখুরে—যে প্রত্যেক অক্ষর খুঁটিয়ে অর্থাৎ বিশেষ অনুসন্ধান করে পাঠ করে, যে অল্প লেখা-পড়া জানে, অল্প শিক্ষিত

খুদে মঙ্গলবার—যে মঙ্গলবারে কোনো পূজা বা ব্রত থাকে না, ছেলে ভুলাবার জন্য এক অনির্দেশ্য মঙ্গলবারের উল্লেখ, যেমন, ক্ষুদে মঙ্গলবারে খেলনা কিনে দেব।

খেংরান—ঝাঁটানো

খোচো—দুষ্ট বা শয়তান

খোশনাম—যশ, খ্যাতি

খোশপোষাগী—যে সুন্দর সুন্দর ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরে।

গঙ্গাজলি—প্রতারণা, শঠতা

গজন্দর—হাতির মতো মোটা পেট

গটরা—উচ্চকণ্ঠে সানন্দ হাসির শব্দ

গন্নাথাদ—জন্ম থেকেই যার উপর ঠোঁট কাটা, হেয়ার লিপ

গয় গবাক্ষগুলি—বাঁদর ও গোরুগুলি

গাইখানা—গোয়াল

গাজার ঘোরায়—গাঁজার মাদকতায়

গাঁতের মাল—চোরাই মাল

গাদী—ভিড়

গুজগুজনি—অস্পষ্ট কথাবার্তা

গুরুতুম্ব—অত্যন্ত মোটা

গুলজার—জাঁকালো, কোলাহলময়

গেরম্ভারী—রাশভারী, চাতুর্যপূর্ণ

গোচ—যোগসাজস

গোচ্চার—অনেক, বিস্তর

গোড়্—মত দেওয়া, একমত হওয়া

গোডিম—সদ্যোজাত পাখি, [illegible] বয়সের ফাজলামি

গোস্তপ্রাশন—অন্নপ্রাশনের অনুকরণে (ব্যঙ্গার্থে)

ঘোষপাড়া—কাঁচরাপাড়ার উত্তর-পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই গ্রামবাসী রামশরণ পাল আউলচাঁদের মৃত্যুর পর গুরুপদে বৃত হন।

ঘুনিয়ে—ঘনিয়ে, কাছে এসে

ঘেগ্রাটক—আলখাল্লার মতো ঢিলে কারুকার্য করা পোশাক

ঘোঁজ—বাঁকা পথ, বাঁক

চকের ঘরে—চকমিলান ঘরে

চতুরং—এক শ্রেণীর গান, নেশায় চুর

চাতরে ফেলা—ফাঁদে ফেলা

চাঁদনা—চাঁদোয়া

চাঁদপাল ঘাট—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই ঘাটের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাইকোর্টের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরবর্তী এই ঘাটের লাগোয়া

ছিল চন্দ্রনাথ পালের মুদির দোকান। এই দোকান থেকে জাহাজের নাবিকরা সওদা করত। তাই থেকে ঘাটের নাম হয়েছে। বড়লাট, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ অফিসাররা এই ঘাটে জাহাজ থেকে নামতেন।

চার আঙ্গুল চেটাল—চার আঙ্গুল চওড়া

চাল্লি—চিৎকার

চিড়ে কাঁচকলার সম্বন্ধ—বিবাদের সম্পর্ক

চিতিয়ে পোড়ে—চিৎ হয়ে

চিত্তির—চিত্রিত

চিম্‌নিসুইপ—বাড়িতে ও কারখানায় যে চিমনি থাকে তা পরিষ্কার করা যার কাজ, নীচু স্তরের কাজ।

চুটকির দোকান—মনিহারী দোকান

চেয়ান—চিনিয়ে দেন

চেরনদাঁতী—চিরুনির মতো ফাঁক ফাঁক দাঁত

চেহারা—ছবি

চৈতনচুটকি—টিকি

চোদ্দ আইন—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইন

ছকড়—ছ্যাকড়া গাড়ী, বেতো ঘোড়ার গাড়ী

ছড়—লোহার গরাদে

ছয়লাপ, ছয়লাব—পূর্ণ, প্লাবিত, আপ্লুত

ছরকুটে—চৌচির, ছত্রখান, গোলমাল

ছেঁচড়া মিচিল—শয়তানী মামলা

জনসন (ডাক্তর)—ডক্টর স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪); ইংরেজ কবি, প্রবন্ধকার ও অভিধান সংকলক

জাঁদরেল—জেনারেল, দলনায়ক, জবরদস্ত

জানওয়ার ও চিড়িয়ার রাজা—অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। ১৮৪৭-৫৬ এঁর রাজত্বকাল। ডালহৌসি তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁকে কলকাতায় এনে রাখা হয়। পশুপাখী তিনি ভালোবাসতেন। মেটিয়াবুরুজের বাড়িতে তাঁর নিজের চিড়িয়াখানা ছিল। সাহিত্য ও গীতবাদ্যের প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল।

জালখোতে—জালিয়াৎ

জালমোদা—জাল দিয়ে ঢাকা

জাঁহাগীর—জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭), মুঘল সম্রাট

জাঁহাবাজ—দজ্জাল, দুর্দান্ত

জিজ্জির—জিরজির, জীর্ণ-শীর্ণ

জুষ্টিস্—যে সব বিচারপতি মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন সভার সভ্য

জেমস্, দ্বিতীয়—James-II (১৬৩৩-১৭০১), গ্রেট ব্রিটেনের রাজা। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক হওয়ায় নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হয়ে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঝরকা—ছোট জানালা

ঝাঁপটাকাটা—বিশেষ এক ধরনের কেশবিন্যাস করেছে এমন, যে স্ত্রীলোক এক প্রকার শিরোভূষণে সজ্জিত।

ঝাঁপতাড়া—বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঘরের দরজা

টক্‌রাটক্‌রি—সংঘাত, বিরুদ্ধাচরণ

টেক্কা—সেরা

টোঙ্গর—মুসলমান, ম্লেচ্ছ

টোপ—টুপি

ট্রষ্টি—মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন সমিতির সভ্য

ঠাট—কাঠামো, সাজসজ্জা

ঠেটাম—বঞ্চক

ঠেন—কাছে

ঠ্যাওরে—ঠাওরে, ভালো করে দেখে

ডব্‌কা—তরুণ, সোমত্ত

ডব সাহেবের স্কুল—ডাফ সাহেব প্রতিষ্ঠিত স্কুল। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৩ই জুলাই ১৮৩০। Alexander Duff (1806-78) এদেশে মিশনারি হয়ে এসেছিলেন ১৮২৯-এ।

ডারুইন—চার্লস্ ডারুইন (১৮০৯-৮২), ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী। তাঁর সুবিখ্যাত বিবর্তনবাদের তত্ত্ব 'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস্' এবং 'ডিসেণ্ট অব ম্যান' গ্রন্থ দুটিতে বলা হয়েছে।

ডেড়া—দেড় গুণ

ঢিপনি—ক্রমাগত কিল মারা

ঢেরাসই—নিরক্ষর ব্যক্তির দস্তখতের ঢেরা চিহ্ন

তক্‌রার—বিতর্ক, বাদানুবাদ

তযতয়ে—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে

তাউস—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র

তাজফেনী—তাজের মত চিনির চূড়াকৃতি চিনি বা গুড়ের মেঠাই

তানসান—তানসেন, আকবরের সভায় প্রখ্যাত গায়ক

তালচটক—বাবুই পাখি

তালঠাণ্ডা—নিঃস্তব্ধ, নীরব

তাষ্টরাম—আচার্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যাঁরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যথাযোগ্য দান গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করেন

তিলভাণ্ডেশ্বর—কাশীর মানেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে কালো

পাথরে তৈরি বৃহৎ আকারের তিলভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ উচ্চতায় ১·৩৭ মিটার ও এর বেড় ৪·৫৭ মিটার। প্রবাদ এই যে, এই লিঙ্গ বৎসরে তিল পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

তেঁতুলে বাগ্‌দি—শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাইরের চালচলন দিয়ে সমাজের উপরের স্তরে উঠতে চায় এমন।

তৈলপণা—তৈলসিক্ত

তোড়যোড়—উপকরণ, প্রস্তুতি

তৃপ্তীচ্ছায়—তৃপ্তির ইচ্ছায়

ত্রপণ্ড—নির্লজ্জ, বেহায়া, দুষ্ট

ক্রুপসওয়ার—যে অশ্বারোহী সৈন্যরা লাট-বেলাটের দু'পাশে রক্ষী হিসাবে চলে

তৌলদার—যে ওজন করে, কয়াল

থর-কামানো—স্তর বিন্যাসক্রমে মাথার চুল ছাঁটানো

দইব- দৈবাৎ, কদাচিৎ

দমসম—শ্বাসরোধ

দহপড়া—ভেঙ্গে বসে গেছে এমন, ধ্বস পড়া

দাওয়ান—দেওয়ান

দায়মাল আসামী—বমাল আসামী, চোরাই মাল সহ যাকে ধরা হয়েছে

দুছট—চাদর

দুণ—দ্বিগুণ

দুদ—দুধ

দুম্বদুম্ব—মোটাসোটা

দেম্‌পোদী—দ্রৌপদী

দেল—দেয়াল

দোনা—পান রাখবার ঠোঙ্গা

দোরস্ত—আয়ত্ত করা

দ্রক্‌পাত—দৃক্‌পাত

দ্যানা পায়া—দেনা পাওনা

ধুন—ধুনা

নড়া—হাত

নদারৎ—অনুপস্থিত

নবৎ—নহবৎ

নাই—লাই, আস্কারা

নাতীয়ে—লাথিয়ে বা লাথি মেরে

নাদনা—মোটা লাঠি

নাবাল—নিচু

নিউটন—স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), ইংরেজ গণিতজ্ঞ। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রবক্তা।

নিটুটশক্ত—অক্ষুণ্ণ শক্তির অধিকারী

নিষঙ্গ—নিঃসঙ্গ, লোকজন শূন্য

নিষণ্ণ—বিষণ্ণ

নীলে—লীলা

নুমুড়ী—এখানে চুলের টিকি অর্থে ব্যবহৃত

নেড়ীমারা—লোম পড়ে গেছে এমন

নেড়েকেতায়—মুসলমানী ধরনে

নেপোলিয়ন, তৃতীয়—Louis Napoleon Bonaparte (১৮০৮-৭৩), ফ্রান্সের সম্রাট (১৮৫২-৭০)

নোর—লোহার, iron

ন্যাক্‌রামি—বাচালতা, ন্যাকামি

পচাল্‌—অশ্লীল কথাবার্তা

পতঞ্জল—প্রাচীন ভারতের ঋষি। যোগদর্শনকারক ও পাণিনি-সূত্রের ভাষ্যকার

পয়ে আকার—পা চালানো, চলে যাওয়া

পরওলা—পরোয়ানা

পরকলা—চশমা

পয়্‌বস্তি—প্রতিপালিত

পাগ্‌—পাগড়ী

পাদসা—বাদশা

পাঁদাড়—ঘরের অবহেলিত পেছনের দিক

পাপোরে—নিঃস্ব বা কপর্দকশূন্য ব্যক্তি (ইংরেজী pauper থেকে)

পায়রা লোটা—বকশিস আদায় করা

পিথেগোরাশ—গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। আনুমানিক খ্রী. পূঃ ৫৩০-এ জীবিত ছিলেন। আত্মার অন্য প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে প্রবেশ ও অবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করেন।

পিরালি - মুসলমান রাজা পীর আলির স্পৃষ্ট অন্নের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছে এমন দোষাশ্রিত ব্রাহ্মণ

পীরপাকম্বর—পীর পয়গম্বর

পুটকি—মলদ্বার

পুয়র কমিশন—ইংলণ্ডে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন। ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধক আইন ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ হয় ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে।

পুলিপোলান—দ্বীপান্তর

পুং ইর পুত—জারজ পুত্র

প্রিন্সেপ ঘাট—বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ জেম্‌স্ প্রিন্সেপের (১৭৯৯-১৮৪০) স্মৃতির উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। ফোর্ট উইলিয়মের সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। চাঁদপাল ঘাটের মর্যাদা এই ঘাট অনেকটা কেড়ে নেয়। বড় বড় রাজকর্মচারীরা পরে এই ঘাটে বেশী নামতেন।

পৈঁচি মাতাল—সাধারণ মাতাল

পৈঁতে—বচন

পেতেন—দেয়ালের গা সংলগ্ন তক্তা বা বাঁশের মাচা যার উপর হাঁড়ি কলসী রাখা হয়।

পৌটাচুর্ণী—নাক দিয়ে কফ ঝরছে এমন

পোপ—আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪), বিখ্যাত ইংরেজ কবি।

বর্তমান গ্রন্থের ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কাব্যাংশ তাঁর An Essay on Criticism হতে গৃহীত।

প্রতিপন্ন—প্রতিপত্তিযুক্ত

প্রিহান—পিরাণ বা পিরাং, কামিজ, ঢিলা জামা

প্যানচুট—এক রকম চুলের ছাঁট

প্যালা—পুরস্কার, শিল্পীদের দেওয়া পারিতোষিক

ফঙ্গবানি—ভঙ্গুর

ফাঁদ্‌রা ফাঁদ্‌রা—ফালা ফালা বা টুকরো টুকরো

ফানস—চিমনি, আলোকাবরণ

ফুবাণ—টাকার চুক্তি

ফ্‌লুয়া—ফোলা ফোলা

ফেঁকড়ি—ক্ষুদ্র শাখা

ফেটিং—ফিটন, চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী

ফেণিয়ান্—স্তাবক, কথা ফেনানো যাদের কাজ

ফেসিয়ান—ফ্যাসান

ফৈব্রৎ—কলঙ্ক, অপবাদ

ফোত—নিঃস্ব, অন্নের জন্য পরনির্ভর

ফোতনবাবি—নিঃস্ব হয়েও যে বাইরে বাবুয়ানা দেখায়

বএটকে—বৈঠকে, বসে

বওয়াটে—বখাটে

বথার—নষ্ট, খারাপ, বিঘ্ন সৃষ্টিকারী

বছরাই—বসরার, ইরাকের নগর ও বন্দর

বদফেয়ালি—বদখেয়ালি, খারাপ স্বভাবের মানুষ

বব্বলে, বর্ব্বলে—মিথ্যাভাষী, মিথ্যা সাক্ষী

বয়াটেম—বখাটেপনা

বরাখুরে—হতচ্ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, অলক্ষুণে

বাঁও—বেড়

বাউনে—বামন

বাছকেনে ছেলে—কোলের ছেলে

বাজাজ্ঞি—বাবাজি

বারফটকা—বারমুখো, বেশ্যাসক্ত

বালসা—শিশুর জ্বর কাশি উদরাময় ইত্যাদি

বাহ্বাকর্ষণ—বাহু আকর্ষণ

বাহ্যোক—বাহ্যিক

বিদ্যের স্থানে অনুস্বার—বিদ্যা কম থাকলে কথায় অনুস্বারের ব্যবহার প্রাচুর্যে তা ঢাকতে চাওয়া

বিবমার্ক—সুকৌশলী প্রাশিয়ান রাজনীতিবিদ্ Bismarck (১৮১৫-৯৮)। এঁরই প্রচেষ্টায় নতুন জার্মানী গড়ে উঠেছিল।

বুক্‌ড়ি চাল—মোটা চাল

বেটুয়া—নিস্তেজ বেতো ঘোড়া, বেতো ঘোড়া

বেল্লকম্মি—অভদ্রতা, বেল্লিকপনা

বেললাণ্ঠান—গোল চিমনিওয়ালা লণ্ঠন

বেসেরেস্তা—কোনো কাজের দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই এমন

বেহেঁজ—বেহদ্দ

বোং—বহুৎ, অনেক

বোদাম—বোতাম

বোপদেব —'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ প্রণেতা। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন।

বোয়েতে—বইয়ে

বোয়ের—বইয়ের

বোলবোলা—নামডাক, যশ প্রতিপত্তি

ব্যালীকতা—অশিষ্টতা, লাম্পট্য

ব্যাওরা, বেওরা—বৃত্তান্ত, ব্যাপার

ব্যাদড়া—অশিষ্ট, দুষ্ট

ভক্তবিটেল—ভণ্ড ভক্ত

ভুট—লুট, লোপাট

ভুঁড়ে—ভুঁড়িওয়ালা

ভূষ্য—অলংকরণীয়, পালনীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

ভেঁউচন—ভেংচান

ভেংয়ে—ভেঙ্গে

ভেড়ুয়া—কাপুরুষ, নির্বোধ, বেশ্যার দালাল

ভেন্ন্য—ভিন্ন

ভেল্‌সা—নানা জিনিসের মিশ্রণ, খাঁটি নয়

ভোঁ—বিভোর

ভোঁভাঁ—ছুট্‌ছাট

ভ্যালান্তর—ভলান্টিয়ার

মওলা—মহলা, মহড়া

মগল—মোগল

মজ্‌রো—অর্থের বিনিময়ে নৃত্যগীত প্রদর্শন

মজ্জাল—সাধ্য, শক্তি, ক্ষমতা

মজ্জাল টাকা—যে কোনো উপায়ে পরিশ্রম না করে যে টাকা পাওয়া যায়।

মড়াকেঠো—শুকনো কাঠের মতো

ময়নাপণা—খলস্বভাবের নারী

মর্গল—অলঙ্কৃত খিলান

মাইফেল—নাচগান, নাচের আসর

মাংও—চাও

মাচ্‌কোফ—দ্বিধা, দোটানা

মাজম—সিদ্ধির বরফি

মাথালো—প্রধান, মাথাওয়ালা

মারকুলী—মার্কারী বা পারদ

মিচিল—অর্থাৎ মিছিল, পুরো নথিপত্র উপস্থিত করে মামলার শুনানী

মিশের—Miss-এর, কুমারীর

মুড়ী থেংরা গাছ—মাথা ভাঙ্গা গাছ

মুষ্ক—মাংসল

মূল রাজ্য—ইংলণ্ড

মেকলে—টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-৫৯)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ কবি ঐতিহাসিক

প্রবন্ধকার। ভারতে সুপ্রীম কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। এদেশে শিক্ষার মাধ্যম নির্দ্ধারণে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

মেকেব ক্লক—বিখ্যাত মেকেব কোম্পানীর তৈরী ঘড়ি।

মেড়ো পড়া—মলিন হওয়া, প্রতিপত্তিহীন বা শক্তিহীন হওয়া

ম্যাওয়া—মেওয়া, পেস্তা আখরোট ইত্যাদি ফল

ম্যাষ্টর বানরজি—মিস্টার ব্যানার্জী

যাচনদার—যে যাচনা বা প্রার্থনা করে

যুটি দেন—যোগ দেন

যোত্র—উপায়, সংস্থান

রওগানী—পাল্কীর বেহারা, বিশেষ করে পশ্চিমের

রাজপুরীষ—রাজপুরুষের ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি

রাঁড়—বিধবা

রাঁড়ী ভুঁড়ী—বিধবা

রাদ্দিন—রাত দিন

রেণ্ডিউণ্ডি—বেশ্যা

রেবরেণ্ড—রেভারেণ্ড

রেস্ত—সম্বল, মজুদ অর্থ

রোঝা—রোজা, ওঝা

র‍্যাগড স্কুল—Ragged school, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনের স্কুল

লার্ডমেও—লর্ড মেয়ো (১৮২১-৭২)। ১৮৬৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন। আন্দামান পরিদর্শনে গেলে আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

লুস্থন্—খান, আহার করুন

শাঁখচিন্নী—শাঁখচুন্নী

শিবকৃষ্ণ বাড়ুজ্জো—'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় শিবকৃষ্ণ সম্বন্ধে আছে: "হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাড়ুয্যে খ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়েছিলেন;—আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেডুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠকলেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালি দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়লো—এক জন "এম্, ডি, এক, আর, সি এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে

ছিলেন।"

যেটেরা—ষষ্ঠী দেবীর

সবলোট—যে সুবিধামত যা পায় তাই আত্মসাৎ করে

সম্‌গরম—জীবনচিত্র, চমক

সরস্বতীর সপত্নীপুত্র—লক্ষ্মীর বরপুত্র, অতিশয় ধনী ব্যক্তি। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' অনুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নারায়ণের স্ত্রী।

সরহদ্দ—সীমানা, চতুঃসীমা

সত্যিকের—সত্যিকারের

সরুয়া—সরু, লিকলিকে

সাউখোড়ু—সৎ, মহাজন ব্যক্তি

সাউখুড়ী—সাধুপনা

সাংখ্য—কপিলমুনি রচিত দর্শনশাস্ত্র

সাথরচে—কৃপণ ব্যক্তি

সাতিয়ে—হাতিয়ে, ধ্বংস করে

সানে না—(কৃতজ্ঞতার) অনুভূতি নেই

সাপট—কথার তোড়

সিদ্ধির ওড়ায়—সিদ্ধির নেশায়

সিয়ান—সেয়ানা, চতুর

সিয়ার্‌নেশ—Sheerness. লণ্ডন থেকে ৩৮ মাইল দূরে কেণ্টের অন্তর্গত সমুদ্র-তীরবর্তী শহর।

সেওয়ায়—ব্যতীত

সৈঁটকান—মুখের বিকৃতি করা

সেলার—নাবিক, Sailor

সোপরদ্দ—বিচারের জন্ত পাঠানো

সোয়ার—আরোহী

স্থাই—সেই

স্তাম্বল—ইস্‌তানবুল, কনস্টান্টিনোপলের তুর্কী নাম

স্বস্ত্যোনি বামুণ—অশুভ গ্রহের শান্তির জন্ত স্বস্তায়ন করে যে ব্রাহ্মণ

স্বরগরম—সরগরম

স্বরৎ—সরোদ

হক্‌-কোমিস-বানর—কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার স্যর স্টুয়ার্ট হগের স-ব্যঙ্গ উল্লেখ। এই যুক্ত পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৮৬৩-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

হটেনটট—দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বিশেষ

হপ্তকলুমে—জালিয়াৎ

হর্‌রা—আনন্দে উচ্ছল, উচ্চ কোলাহল

হাটের মেড়া হুজুক খোঁজে—নিষ্কর্মা ব্যক্তি হুজুগ পেলে খুশি হয়, শয়তান ব্যক্তিরা চুরির সুযোগও পায়।

হাত্তালি—হাত তালি

হাপু—বাঁশের ছোট লাঠি দিয়ে শরীরে সজোরে আঘাত করে (বিশেষ করে পিঠ) ও ছড়া আবৃত্তি করে খেলা দেখানো, উপার্জনের পথ।

হিন্দু স্কুলের ছোকরাদের সঙ্গে সংস্কৃত

কালেজের ছোকরাদের দাঙ্গা—এ সম্পর্কে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৩০শে অগাস্ট ১৮৫২ সংবাদ দেন : "...হিন্দু কালেজ ও সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্র বিরোধী হইয়া কএক দিন পথিমধ্যে পরস্পর দাঙ্গা করিয়াছে। হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা তেজস্বী বিশেষতঃ ধনিভাগ্যধর লোকের সন্তান। এ প্রযুক্ত অর্থ শক্তিও আছে। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সন্তানেরা সে দাঙ্গায় আপনারা পরাহত হওয়া ব্যতীত তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারেন নাই।"

হিসপ্রিচ—বক্তৃতা, speech

হুড়দুম্—দুমদাম

হুড়য়—মারামারি, ধাক্কাধাক্কি

হুদ্দ—অধিকার বা ক্ষমতার সীমা বা দৌড়, অধিকারের ক্ষেত্র, এলাকা

হুপ—সাহস

হৃদঙ্গম—হৃদয়ঙ্গম

হেঁজ—নগণ্য, অধম

হেঁপায়—টানে, সুযোগে

হেঁটোরাঁড়—হাটের বেশ্যা

হেমিলটন—স্যর উইলিয়াম হামিলটন (১৭৮৮-১৮৫৬), স্কটিশ দার্শনিক ও গ্রন্থ-প্রণেতা।

হৈঠকখানা—বৈঠকখানা

হ্যাঁচ্‌কানি—হিক্কার টানা, আকস্মিক সজোরে আকর্ষণ

হ্যান্দেকচুস—হ্যাঁরে, দেখ্‌ছিস

হ্যাঁস্ত—হ্যাচ্চো, হাঁচির শব্দ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২	১৫	ছেলে ছোকরাদের	ছোকরাদের
৩	১০	পড়েন	পরেন
৩	২০	ত্রাদের	তাঁদের
৩	২৫	বিপদ	দ্বিপদ
৩	২৭	করে	কোরে
৪	১১	পর্যন্ত	পর্য্যন্ত
৪	২৫	করে	কোরে
৫	৭	পোডেও	পোড়েও
৫	১৭	মিশানোর	মিশানর
৫	১৯	ঘি,	ঘি, আর
৫	২২	ছুচো	ছুঁচো
৬	৭	ষাবে	যাবে
৭	১	ছুচো	ছুঁচো
৮	১৮	সোখন	সোখীন
৯	২	তক্‌বার	তক্‌রার
৯	২৪	টাকা ‘সোপরদ্দ’	‘সোপরদ্দ’
৯	২৫	অনেক	অনেক টাকা
১০	১৯	কত্তামশাই	কর্ত্তামশাই
১০	২৫	অমাযিক	আমায়িক
১১	৫	এখানকার	এখনকার
১১	২৪	নিঝুম	নিঝুম
১২	৬	এদিকে	এদিক
১২	১৫	নীচে	নীচ
১২	১৬	আলোকসামান্যা	অলোকসামান্যা
১৩	২০	তা যত দিন	যত দিন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৪	৭	করে	কোরে
১৪	৮	বসে	রসে
১৪	৮	আমর	আমরা
১৫	১	নয়। একটু	নয় একটু
১৬	১৮	তা গলি ঘুঁজিতে	গলি ঘুঁজিতে
১৭	১৯	চুইয়ে	চুঁইয়ে
১৯	১৮	বেরাণো	বেরুণো
১৯	২৫	পড়ে	পোড়ে
২০	২	ভংর্সনায়	ভৎর্সনায়
২০	৩	করে	কোরে
২০	৫	বল্‌তে বলতে	বল্‌তে ২
২০	২১	বেরোতে	বেরুতে
২১	৪	করে	কোরে
২১	১৮	কপবাধন	রূপনাধান
২২	১৫	হিদু	হিঁদু
২৩	৩	বাবু	বাবুর
২৩	১১	চেচে	চেঁচে
২৩	২৩	দুটি	দুটী
২৩	২৬	দাড়ী	দাড়ি
২৪	১৮	বামুন	বামুণ
২৭	১৭	ভদ্র,	ভদ্র, তার কারণ এই বাঙ্গালবাবুরা আমাদের নবাববাবুদের চেয়ে কিছু ভদ্র,
২৭	২৭	'চম্মামেত্তর'	'চপ্পামেত্তর'
২৯	৯	একটা	একটী
৩০	৫	কুটিশ	কুটীশ
৩০	১৮	দিয়াছেন	দিয়েছেন
৩১	৩	বার্নিস	বার্ণিস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৩১	১১	পানের	পাণের
৩৫	১	ষা	যা
৩৬	৪	মুড়িটী	মুড়ীটী
৩৬	১৫	কাটলেন	কাটালেন
৪১	৩	তার	তাঁর
৪২	১৩	যে	যে
৪৮	২৭	কলুঙ্গীতে	কুলুঙ্গীতে
৫১	২৩	ডুয়ানী	ডুআনী
৫৩	৮	তামাসার	তামাসায়
৫৭	২৫	ছাঁচ্‌ড়াগাঙ্গীর	ছ্যাঁচ্‌ড়াগাঙ্গীর
৬১	১৯	ঠায়	ঠ্যায়
৬১	১৯	গোঙ্গাবাত্তরা	গোঙ্গাযাত্তরা
৬৩	৪	ইঁদুরেরা	ইঁদুররা
৬৩	৮	বাসবসজ্জার	বাসরসজ্জায়
৬৭	১১	ষে	যে
৭৩	৭	ষেখানেসেখানে	যেখানেসেখানে
৭৬	২৪	তাকে	তাঁকে
৮০	১	যে	যে
৮০	২০	হয়ে হেমাঙ্গকে	হেমাঙ্গকে
৮১	৮	এদের	এদেশে
৮১	১৮	আসতে	আসাতে
৮৮	২২	কি	কিঁ
৮৯	১৪	মাধাইকেই	মাধাইকে
৮৯	১৯	লোকলাজ্জায়	লোকলজ্জায়
৯১	৯	পড়্‌ল	পড়্‌ল।
৯২	৩	যে কাল,	যে, কাল
৯২	৮	সাবজন	সারজন
৯৩	১১	বাদী	দাবী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৯৩	১৯	যাদুঘর	যাদুঘর
৯৪	২২	আছেন,	আছেন।
৯৯	২১	াতনি	তিনি
১১৬	১৬	বাং	ক্যাছে বাং
১১৯	৪	আসতে	আসাতে
১২২	১৫	'হাঁ হা'	'হাঁ হাঁ'
১২৩	৯	করে	কোরে